উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,২০৭.১৭ (+২২৩.৮৬)

নিফটি : ২৪,৮৯৪.২৫ (+৫৭.৯৫)

অ্যাসিড হামলায় শীর্ষে বাংলা

অ্যাসিড হামলায় গোটা দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সম্প্রতি প্রকাশিত ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর 'ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া ২০২৩' রিপোর্টে রাজ্যের এই ভয়ংকর ছবি উঠে এসেছে। ⏩ ৫

পাকিস্তানকে হুংকার

জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য তৈরি ভারত। পাকিস্তানি সেনা যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাদেরও রেয়াত করা হবে না। একযোগে হুংকার ভারতের সেনাপ্রধান ও বায়ুসেনা প্রধানের। ⏩ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২৬°	৩০°	২৫°	৩১°	২৫°	৩০°	২৪°

ট্রফি 'চুরি' করে পুরস্কার পাচ্ছেন নকভি! ⏩ ১৪

১৭ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 4 October 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 134

GST সাশ্রয় উৎসব
সাশ্রয় উৎসবের মরশুম
ইলেক্ট্রনিক্স জিনিসের দাম কমার ফলে আমার পরিবারের সাশ্রয় এখন আরও বেশি
১.৫ টন এসি'র দাম কমছে প্রায় ২৮০০ টাকা
৪২ ইঞ্চি টিভির দাম কমছে প্রায় ৩৫০০ টাকা
মনিটর, ডিসওয়াশার এবং পাওয়ার ব্যাংকও আরও সস্তা হচ্ছে
ভারত সরকার GOVERNMENT OF BHARAT
CBC 15502/13/0031/2526

শুভ বিজয়া

বিসর্জনেই সব শেষ নয়। বরং নতুন করে শুরু দিন গোনা। উমার ঘরে আসার। উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠককুল, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও এজেন্ট সহ সকলকে জানাই বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

-প্রকাশক

দহনের ক্ষতে শান্তির প্রলেপ শারদ সম্মানে

প্রকৃতির রুদ্র রোষকে সঙ্গী করে যেন দেবী এসেছিলেন। সপ্তমী তিথি বাংলা ক্যালেন্ডারের হিসাবে আশ্বিনের শুরু। অথচ কী অসহ্য দহনজ্বালায় জেরবার হচ্ছিল উত্তরবঙ্গ। অসহনীয় সেই তাপ-ঘাম যেন অনেকটা জুড়োল অন্য এক প্রশান্তির ছোঁয়ায়। বছরভর প্রতীক্ষা শেষে হাতে হাতে উঠল উত্তরবঙ্গ সংবাদের শারদ সম্মান। মহানন্দা-ফুলহর থেকে তোর্ষা-কালজানির মধ্যে বিস্তীর্ণ ভূভাগে বসবাসকারীদের জীবনে এল অন্য স্বীকৃতি।

পুজোর আয়োজনে সীমাবদ্ধ ছিল না সবকিছু। সেই আয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল মাটির মানুষের জীবনযাত্রা, জীবনযন্ত্রণা, শৈল্পিক বোধ ও সমকালীন জ্বলন্ত নানাবিধ সমস্যা। সেসব মাপকাঠির ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ৪২টি পুজো কমিটির হাতে সেদিন শারদ সম্মান তুলে দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এও যেন এক পুজোর উপহার। যা দেওয়া হল দেবীর বোধনের পরদিনই। অনাড়ম্বর, অথচ আন্তরিক পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে দেওয়া হল শারদ সম্মান।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

সুতো, বাঁশ, এমনকি কালোজিরে সহ ৪২ রকম সামগ্রীতে যেন প্রকৃতির নিজস্ব রূপটি ফুটিয়ে তুলেছিল শিলিগুড়ির সুব্রত সংঘ। বিচারকদের মূল্যায়নে দার্জিলিং জেলায় সেরার সেরা প্রথম পুরস্কারটি এভাবে জিতে নিল ওই ক্লাব। উত্তরবঙ্গ সংবাদের অফিস চত্বরে একইসঙ্গে দ্বিতীয় পুরস্কার গেল সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপুজো কমিটির হাতে। যাদের মণ্ডপও ছিল প্রকৃতির আদি সন্তান চাষিদের ওপর ভিত্তি করে।

'চাই না হতে উমা' শিরোনাম দিলেও খড়িবাড়ি সবুজ ওয়েলফেয়ার সংঘ নারী পাচার, নারীর মর্যাদার রূপ শুধু মণ্ডপে নয়, দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে দার্জিলিং জেলায় তৃতীয় হল। শহরের হেরিটেজ প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কোচবিহার জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়েছিল ব্রাহ্ম মন্দির চত্বরে। কোচবিহার রাজবংশের কন্যা গায়ত্রী দেবী হয়েছিলেন রাজস্থানের জয়পুরের মহারানি।

এরপর বারোর পাতায়

আবার এসো মা...

এবার কৈলাসে ফেরার পালা। রায়গঞ্জে বিসর্জনের মুহূর্তে ছবিটি তুলেছেন দিবাকর সাহা। (নীচে) মায়ের বিদায়বেলায় সিঁদুররাঙা। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

আজ প্রতীক্ষার কার্নিভাল

শেষ হইয়াও হইল না শেষ। আক্ষরিক অর্থেই যেন মিল পেল বাঙালি। তৃতীয়া থেকে শুরু হওয়া পুজোয় প্রতিমা-দর্শনে উপচে পড়া ভিড় দশমীতে। একাদশীতেও রইল তার রেশ।

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৩ অক্টোবর : পুজো শেষ। আনন্দ এখনও কিছুটা বাকি।

দুর্গাপুজোর আনন্দে মাততে অনেকেই এবারে তৃতীয়াতেই পথে নেমেছিলেন। পরের দিনগুলিতে দেদার আনন্দ করেছেন। বৃষ্টি নামলেও আনন্দে বাদ সাধেনি। নিয়মমতো বৃহস্পতিবার দশমীর বিদায়পর্ব সাঙ্গ হয়েছে। তবে বেশ কিছু বড় পুজো সেদিন প্রতিমা নিরঞ্জন না করে শুক্রবার করে। শনিবার কার্নিভাল। আপাতত তার জন্য সবাই প্রচণ্ড উদগ্রীব।

মালদা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবারও শহরের পল্লিশ্রী মাঠ সংলগ্ন জাতীয় সড়কে পুজো কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। রাস্তা সাজিয়ে তোলা হয়েছে। মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে। কার্নিভালে প্রায় ২৫টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করবে। সেজন্য জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। এদিকে, বৃহস্পতিবার বেশ কিছু পুজো কমিটি প্রতিমা নিরঞ্জন করেনি। শুক্রবার সকাল থেকে অনেকেই সেই সমস্ত প্রতিমা দর্শন করেন। শহরের পোস্ট অফিস মোড় থেকে নজরুল সরণি, রাস্তার দুই পাশে অবশ্য প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা দেখতে এদিন বেশ ভিড় হয়েছিল। ইংরেজবাজার পুরসভার পক্ষ থেকে মিশন ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরকর্মীদের পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশকর্মীরা মোতায়েন রয়েছেন। এদিন দুপুরে ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়াল নিজে উপস্থিত থেকে প্রতিমা বিসর্জনের তদারকি করেন। বৃহস্পতিবার মিশন ঘাটে মালদা শহরের ৪০টি ও শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত ২৩টি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। এছাড়াও পুরাতন মালদা শহর ও ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে এদিন প্রতিমা নিরঞ্জনের হিড়িক পড়ে। পুলিশি নিরাপত্তায় বিভিন্ন রাস্তায় শোভাযাত্রা দেখা যায়। পুরাতন মালদা পুরসভার পক্ষ থেকেও শহরে মহানন্দা নদীর ঘাটে বিসর্জনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তর মালদার চাঁচল, গাজোল ব্লকজুড়েও এদিন দুপুর থেকেই প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু হয়।

বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, ডালখোলা, করণদিঘিতে নিরঞ্জনপর্ব চলে। আবার শনিবার ঝাঁ চকচকে আলোয় রায়গঞ্জে পুজো কার্নিভাল হবে। শুক্রবার বিকেলের পর থেকে শহরের বন্দর শ্মশানঘাট ও খরমুজা ঘাটে বেশ কিছু প্রতিমার নিরঞ্জন হয়। অষ্টমীর রাতে টানা চার ঘণ্টার বৃষ্টিতে অনেকে প্রমাদ গুনছিলেন।

এরপর বারোর পাতায়

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
✆ 740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি
মালদা
কোচবিহার

সাদা চোখে সাদা কথায়

জয় হোক রাজনীতির, নিকুচি করুক ইতিহাসের

গৌতম সরকার

মুই কালা হইল তো মোর জগৎ কালা! মহারানি সুনীতি দেবীর 'কলঙ্কিত' মূর্তিটার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে একথাই মনে হচ্ছিল। হেরিটেজ শহর বলে কত না গর্ব কোচবিহারের। এখানে-ওখানে কত হেরিটেজ স্মারক। সেই হেরিটেজের অন্যতম গর্ব হওয়া উচিত সুনীতি দেবীর যে স্মারক-মূর্তিটি, তার সর্বাঙ্গ কালো। অনাদরে, অবহেলায় কালো রূপ ধারণ করে যেন মহারানি দাঁড়িয়ে আছেন।

অথচ তাঁকে নিয়ে ইতিহাস-কথার শেষ নেই। কোচবিহার রাজবংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নারী। যিনি না থাকলে ১৪৩ বছর আগে কোচবিহারের মতো প্রান্তিক এলাকায় নারী শিক্ষার আলো জ্বলতই না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি সেই ১৮৮১ থেকে মূর্তিটা থেকে ২০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে আজও মেয়েদের আলো দেখিয়ে চলেছে। মূর্তির সামনে দিয়ে তাঁর নামাঙ্কিত সড়ক কোচবিহারের অন্যতম প্রধান রাস্তা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম মন্দিরের চত্বরে সুনীতি দেবীর মূর্তিটা শুধু সারা গায়ে অপমানে কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পুজোর সময় ধাক্কাটা লেগেছিল প্রথম ব্রাহ্ম মন্দির যাওয়ার পথে। পরপর তিনজন টোটোচালক জানালেন, ব্রাহ্ম মন্দির কোথায় তাঁরা জানেন না। শেষে মূর্তির উলটোদিকে যে হোটেলটি আছে, তার নাম বলায় একজন টোটোচালক নিয়ে গেলেন। বললেন, এই বিল্ডিংটার নাম ব্রাহ্ম মন্দির? জানতাম না তো! গাছপালায় ঢাকা পূর্ণাবয়ব মূর্তিটা রাস্তা থেকে ভালো করে খেয়াল না করলে চোখে পড়ে না। কোচবিহার ব্রাহ্ম মন্দিরকে চেনে না, মন্দিরের স্রষ্টাকেও ভুলে গিয়েছে।

অথচ হেরিটেজ সংরক্ষণ নিয়ে এত কোলাহল কোচবিহারে। শুধু সুনীতি দেবীর রানি বেশে শুভ্রবসনা সেই পরিচিত ছবিটির মতো দণ্ডায়মান সাদা মূর্তিটার সর্বাঙ্গে এখন অনাদর, উপেক্ষার কালিমা। মূর্তিটি রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে এখন কার্যত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মূর্তি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে হেরিটেজ সংরক্ষণে জেলা পর্যায়ের কমিটির প্রধান জেলা শাসকের দপ্তর।

এরপর বারোর পাতায়

ঘরে মা, দুই সন্তানের দেহ

উমার আরাধনার মাঝেই রহস্যমৃত্যু

পুরাতন মালদা, ৩ অক্টোবর : পুজোর প্রাক্কালে পুরাতন মালদা শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি হালদারপাড়ায় একই পরিবারের তিনজনের রহস্যজনক মৃত্যুর জট কাটল না চারদিন পরেও। সপ্তমীর সকালে মা রুপালি হালদার (২৭), তাঁর ছয় বছরের ছেলে অয়ন এবং মাত্র ছয় মাসের শিশুকন্যা রিমির নিথর দেহ পুলিশ উদ্ধার করেছিল। সেই মৃত্যুর কিনারা এখনও করতে পারেনি মালদা থানার পুলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকরা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন, দুই সন্তানকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছেন রুপালি। তবে, তার কারণ সম্পর্কে এখনও তাঁরা অন্ধকারে।

গত সোমবার সকালে বাড়ির শোয়ার ঘর থেকে রুপালি এবং তাঁর দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে, দুই সন্তানকে হত্যা করে মায়ের আত্মহত্যার ঘটনা এটি। পারিবারিক বিবাদ এবং মানসিক অবসাদের জেরে রুপালি সম্ভবত চরম পদক্ষেপ করেছেন। তবে ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট বা মৃত্যুর কারণের কোনও স্পষ্ট প্রমাণ পায়নি পুলিশ।

রুপালির এক প্রতিবেশী মনে করছেন, পুজোর কেনাকাটা নিয়ে পারিবারে হয়তো মনোমালিন্য চলছিল। তার জেরেই এমন পরিণতি হতে পারে। এক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, রুপালির দেহ ওড়না পেঁচিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছিল। ছেলে ও মেয়ের দেহ শোয়ানো ছিল।

ঘটনার পর থেকেই মৃতের স্বামী অসিত হালদারকে আটক করে জেরা করছে পুলিশ। অসিতের দাবি, তিনি পাশের ঘরে থাকলেও ঘটনার কিছু টের পাননি। কিন্তু স্ত্রী ও দুই সন্তানের এমন মৃত্যুতে তিনি কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় পুলিশের কাছে তাঁর বক্তব্য এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য

এরপর বারোর পাতায়

বাচামারি হালদারপাড়ায় তদন্তে পুলিশ।

পুজো দেখতে বেরিয়ে নিখোঁজ তিন নাবালিকা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজো দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে তিন নাবালিকা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইটাহার থানা এলাকার একটি গ্রামে। অষ্টমীর দুপুরে পুজো দেখতে বেরিয়েছিল ওই তিন বান্ধবী। অজপাড়াগাঁয়ের মেয়েরা পুজো দেখতে যায় রায়গঞ্জ শহরে। ৩০ তারিখ রাতভর বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন ইটাহার থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। তিনদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও তাদের হদিস না মেলায় শুক্রবার পুলিশ সুপারের অফিসের দ্বারস্থ হয়েছে নিখোঁজ নাবালিকাদের পরিবার। রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে ওই তিন নাবালিকাকে খোঁজার চেষ্টা চলছে। নিখোঁজের পিছনে কী কারণ রয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ নাবালিকাদের একজনের বয়স ১৩ বছর, অপর দুজনের বয়স ১৫ বছর। স্থানীয় হাইস্কুলের দুজন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। একজন নবম শ্রেণির ছাত্রী। নিখোঁজ এক নাবালিকার মা বলেন, 'অষ্টমীর দিন দুপুরে তিন বান্ধবী মিলে রায়গঞ্জে পুজো দেখতে গিয়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও ওদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। যে কারণে আমরা ইটাহার থানার দ্বারস্থ হই।' তিনি জানান, ১ অক্টোবর তাঁরা নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু পুলিশ কোনওকিছুই জানাতে পারেনি। তাদের খুঁজে বার করতে পারেনি। তিনি বলেন, 'তিনদিন হয়ে গেল আমার মেয়ে সহ তিন বান্ধবী বাড়ি না ফেরায় পুলিশ সুপারের কাছে গিয়েছি। নিখোঁজ নাবালিকাদের মধ্যে একজনের কাছে মোবাইল ফোন রয়েছে। ফোন করলে সুইচ অফ বলছে।' নিখোঁজ নাবালিকাদের এক অভিভাবক বলেন, 'আমার মেয়ে ও দুই বান্ধবীর কোনও ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কও নেই। কোনওদিন এরকম কথা শুনিনি। মেয়ের আচরণের মধ্যেও কোনও প্রকাশ পায়নি, তাহলে আমার মেয়েরা গেল কোথায়? পুলিশ তদন্ত করে বের করুক।'

এরপর বারোর পাতায়

তদন্তে পুলিশ

- অষ্টমীর দুপুরে পুজো দেখতে বেরিয়েছিল ওই তিন বান্ধবী
- অজপাড়াগাঁয়ের মেয়েরা পুজো দেখতে যায় রায়গঞ্জ শহরে
- ৩০ তারিখ রাতভর বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন ইটাহার থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন
- নিখোঁজ নাবালিকাদের মধ্যে একজনের কাছে মোবাইল ফোন থাকলেও সেটি সুইচ অফ বলছে

ভুটানের সঙ্গে ভরসার জোড়া রেলপথ

দুই রেলপথ নিয়ে চুক্তি হয়েছিল আগেই। দুর্গা সপ্তমীতে তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হল। দুটি রেল প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে ৪০৩৩ কোটি টাকা।

শিলিগুড়ি ও নাগরাকাটা ৩ অক্টোবর : ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডর নিয়ে বরাবরই চিন্তা ছিল দিল্লির। চিকেন নেক এড়িয়ে বিকল্প রাস্তা তৈরি করে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরিতে নানা পরিকল্পনাও হয়েছে। শত্রুদের টার্গেটে থাকা সেই চিকেন নেকের কাছে এবার জোড়া রেলপথ তৈরি করে ভুটানের সঙ্গে যোগাযোগ শক্তিশালী করবে ভারত। দুই রেলপথের একটিতে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটের সঙ্গে জুড়বে ভুটানের সামসী, অন্যটিতে নিম্ন অসমের কোকরাঝাড়ের সঙ্গে যুক্ত হবে ভুটানের অঘোষিত দ্বিতীয় রাজধানী গেলেফু। দুই রেলপথ চালু হলে বাণিজ্যিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতিতে বন্ধু দেশ ভুটানের সহযোগিতায় উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের অন্য অংশের যোগাযোগ রক্ষা, পণ্য সরবরাহ অন্যমাত্রা পাবে বলেই মনে করছেন সেনা আধিকারিকরা। পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও জোড়া রেলপথ অত্যন্ত সহায়ক হবে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিক এমসি গুপ্তার বক্তব্য, 'দুই রেলপথের ক্ষেত্রে বানারহাট ও কোকরাঝাড়ের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বানারহাট হয়ে ভুটানে ঢুকে কোকরাঝাড়ের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের যে কোনও প্রান্তে পৌঁছানো যাবে। আবার কোকরাঝাড় হয়ে ভুটানের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গেও প্রবেশ করা যাবে। চিন সীমান্তের কাছে এরকম রেলপথ কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' চিকেন নেকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেবক হয়ে সিকিমের রংপো পর্যন্ত নতুন রেলপথ তৈরি হলে চিন সীমান্তে নিরাপত্তা আরও অনেক বেশি শক্তিশালী করতে পারবে ভারত। চিকেন নেকের বিকল্প হিসাবে হিলি-তুরা সড়কপথও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সম্প্রতি অসম থেকে উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক যোগাযোগ অনেক উন্নত করা হয়েছে। মণিপুরের নতুন রেলপথ সীমান্তের নিরাপত্তায় অন্যমাত্রা যোগ করেছে। সবমিলিয়ে বানারহাট-সামসী এবং কোকরাঝাড়-গেলেফু রেলপথ দিল্লির কূটনৈতিক লড়াইয়েও সহায়ক হতে চলেছে।

দুই রেলপথ নিয়ে চুক্তি হয়েছিল আগেই। দুর্গা সপ্তমীতে তার আনুষ্ঠানিক সরকারি ঘোষণা হল। দুটি রেলপ্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে ৪,০৩৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে বানারহাট-সামসীর জন্য ৫৭৭ কোটি ও কোকরাঝাড়-গেলেফুর জন্য ৩,৪৫৬ কোটি টাকা।

এরপর বারোর পাতায়

বানারহাট স্টেশন হয়েই আগামীতে ট্রেন ছুটবে ভুটানের উদ্দেশ্যে।

লণ্ঠনের আলোয় দেবীর বিদায়

মুরতুজ আলম

সামসী, ৩ অক্টোবর : প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগেকার কথা। চাঁচল শহরের অনতিদূরে পাহাড়পুর মরা মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকার সাহুরগাছি-বিদ্যানন্দপুর গ্রামে এক মহামারি দেখা দিয়েছিল। কথিত আছে, সেই সময়ের চাঁচলের রাজা স্বপ্নাদেশ পান, পাহাড়পুরের চণ্ডী মন্দিরের দেবীকে বিদায়বেলায় লণ্ঠনের আলো দেখাতে হবে। তাহলে মহামারিমুক্ত হবে গ্রাম। তারপর থেকে বিজয়া দশমীর দিন এই রীতিতেই বিদায় জানানো হয় মাকে। শুধু হিন্দুরাই নন, লণ্ঠন জ্বালিয়ে এই সমারোহে শামিল হন মুসলিমরাও।

রাজা রামচন্দ্র রায়চৌধুরী এই পুজো শুরু করেছিলেন। যা চাঁচল রাজবাড়ির পুজো নামে খ্যাত। নদী থেকে পাওয়া অষ্টধাতুর চণ্ডীমূর্তি পাহাড়পুরে এনে প্রথমে কাঁচা মাটির ঘরে পুজো শুরু হয়। মাটির প্রতিমা গড়ে বার্ষিক দুর্গাপুজোও শুরু হয়। বর্তমানে রাজা নেই, রাজপাটও নেই। পরে রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী পুজোর ভার নেন। তবে পুজোর জৌলুস হারাতে দেননি স্থানীয়রা। রাজপ্রথা মেনেই পুজোর সমস্ত আয়োজন করা হয়। আগে পুজোস্থলে একটি কুঁড়েঘর ছিল। পরবর্তীতে এখানে দুর্গাদালান তৈরি হয়। রাজ আমলে প্রবর্তিত লণ্ঠন জ্বালানোর সেই রীতি আজও বংশানুক্রমে পালন করে আসছেন স্থানীয়রা। বিজয়া দশমীর দিন ঠিক গোধূলিবেলায় পাহাড়পুরের চণ্ডী মন্দিরের কিছুটা দূরে মরা মহানন্দা নদীতীরে গ্রামের প্রচুর লোক হাজির হয়ে যান লণ্ঠন নিয়ে। বিদায় পর্বে মায়ের মুখ যেন উদ্ভাসিত হয় শতশত লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয়। গ্রামের বাসিন্দা শেখ শাহজাহানের কথায়, 'আমরা বংশ পরম্পরায় এই রীতিতে দেবীকে বিদায় জানিয়ে আসছি।'

চাঁচল রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী পুজো টানা ১৮ দিন ধরে চলে। ষষ্ঠীর ১৪ দিন আগে কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি থেকে শুরু হয় দেবী চণ্ডীর আরাধনা। কৃষ্ণ নবমীর সকালে সতীঘাটায় তামার ঘট ভরে ঢাকের বাদ্যি ও মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পুজোর সূচনা হয়। অষ্টমীতে কুমারীপুজোর পাশাপাশি স্থানীয় পুজো কমিটি ও গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ভাণ্ডারার আয়োজন থাকে। কয়েক হাজার ভক্ত সেই ভাণ্ডারায় অংশ নিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন। দশমীর সকালে পাহাড়পুর থেকে দেবীকে আনা হয় রাজবাড়িতে।

চাঁচল রাজ ট্রাস্টি বোর্ডের সুপারভাইজার দেবজয় ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজার পুজো হওয়ায় এখানে অগণিত ভক্তসমাগম হয়।' রাজ পুরোহিত সৌমিত্র চক্রবর্তী বলেন, 'রাজার স্বপ্নাদেশের পরেই এখানে কৃষ্ণ নবমী থেকে পুজো শুরু হয়। আজও এই প্রথা মেনে চলা হচ্ছে।'

চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী জানালেন, এবার দশমীতে হাজার দশেক দর্শনার্থীর ভিড় ছিল। পুজোর জন্মলগ্ন থেকেই এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিসর্জনের দিন মাকে লণ্ঠনের আলোয় বিদায় দেন। এবারও তাই হয়েছে।

> রাজার স্বপ্নাদেশের পরেই এখানে কৃষ্ণ নবমী থেকে পুজো শুরু হয়। আজও এই প্রথা মেনে চলা হচ্ছে।
>
> **সৌমিত্র চক্রবর্তী** *রাজ পুরোহিত*

উমা বিদায়ে শামিল হন মুসলিমরাও। -সংবাদচিত্র

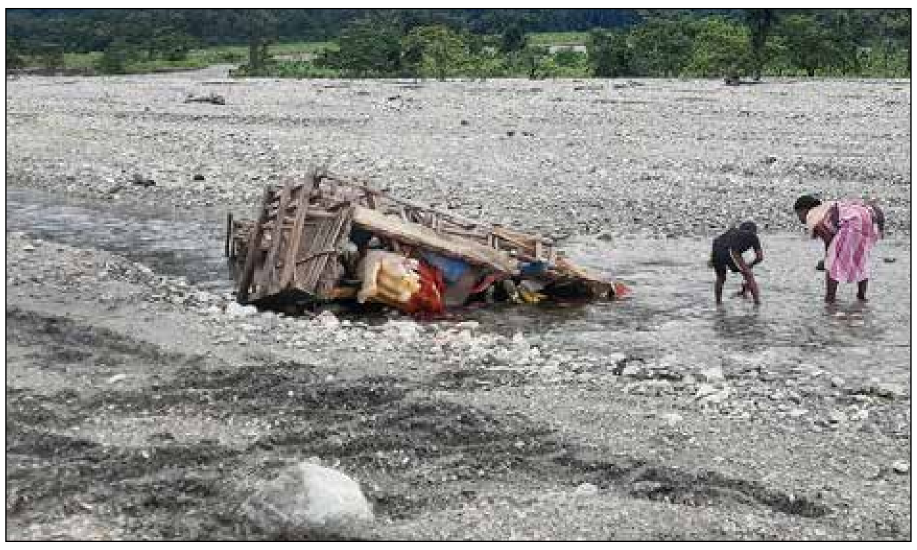

শুকনো খটখটে জয়ন্তী নদীতেই বিসর্জন। ছবি : সোয়েব আজম

বিদায়ের আগে আরও সক্রিয় বর্ষা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩ অক্টোবর : বিদায়বেলায় কি চিহ্ন রেখে যাওয়ার চেষ্টা করছে বর্ষণ?

পুজোর দিনগুলিতে রোদ-বৃষ্টির পর উত্তরের আকাশে যেভাবে মেঘ জমেছে এবং বৃষ্টি চলছে, তাতে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ১০ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায়ের ডেটলাইন থাকায়, এই কথা প্রাসঙ্গিকও বটে। মা দুর্গাকে বিদায় জানানোর পর লক্ষ্মীকে বরণ করে নিতে যখন প্রস্তুতি চলছে গৃহস্থের ঘরে ঘরে, তখন যদি আকাশের মুখ ভার। এদিকে শনিবার রয়েছে কার্নিভাল। এরই মধ্যে আবহাওয়া দপ্তরের আবার উত্তরের একাধিক জেলায় জারি করেছে লাল সতর্কতা।

কৈলাসে ফিরে যাওয়ার আগে বাঙালির চোখে যেমন জল এনে দেন উমা, ঠিক তেমনভাবেই বিদায় নেওয়ার আগে জল ঢালতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। যার জেরে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের আগমন হয়েছে উত্তরবঙ্গে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, শনিবার থেকে টানা তিনদিন প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে। এর মধ্যে শনিবার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। সেইসঙ্গে কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কালিম্পং এবং দার্জিলিংয়ের জন্য রয়েছে কমলা সতর্কতা। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে।

হঠাৎ আবহাওয়ার এমন পটপরিবর্তনে পাহাড়ি এলাকায় বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে ধসপ্রবণ এলাকাগুলির জন্য সতর্কতা জারি করে নজরদারির কথা বলা হয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের নদীগুলিতে জলস্ফীতির কথাও বলা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য এমন পরিস্থিতি। অন্তত টানা তিনদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। তারপর ধীরে ধীরে বৃষ্টির তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি কমবে।'

> দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য এমন পরিস্থিতি। অন্তত টানা তিনদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। তারপর ধীরে ধীরে বৃষ্টির তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি কমবে।
>
> **গোপীনাথ রাহা**
> *কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, আবহাওয়া দপ্তর, সিকিম*

সেন্সর প্রযুক্তিতে দক্ষ পূজাকে ডাক পেন্টাগনের

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরেই সেন্সর প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছেন জলপাইগুড়ির মেয়ে পূজা দে। এবার তাঁর এই গবেষণার কাজ নজর কাড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা সদর দপ্তর পেন্টাগনের। বায়ুসেনার কাজের ক্ষেত্রে পূজার এই গবেষণা কাজে লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই গবেষণার কাজের জন্য দু'দফায় ১ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি শহরেই পূজার বেড়ে ওঠা। প্রথমে সেন্ট্রাল গার্লস স্কুল থেকেই পূজার অধ্যয়ন শুরু। এরপর আনন্দ চন্দ্র কলেজ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার পর ২০০৩ সালে আইআইটি খড়্গপুরে পিএইচডি করতে চলে যান তিনি। এরপর ২০০৮ সালে ফ্রান্সের সিএনআরএস-এ তিন বছরের পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ করেন পূজা। এখন তিনি আসানসোলের কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরত। ২০২৩ সালে তিনি 'টপোলজিক্যাল ইনসুলেটর বেসড ইনফারেড ফোটো ডিটেক্টর' নামে এক ধরনের বিশেষ সেন্সর নিয়ে কাজ শুরু করেন, যা আলো শনাক্তকারী ডিভাইস। বায়ুসেনার কাজের ক্ষেত্রে এই ধরনের সেন্সর কাজে লাগে।

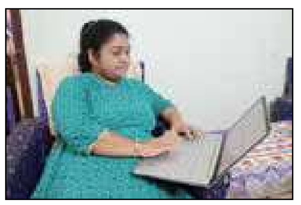

বাড়িতে ব্যস্ত ডঃ পূজা দে।

পূজা বলেন, 'গবেষণায় প্রথম ধাপের ফলাফল পজেটিভ আসায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্সের ল্যাবরেটরিতে যোগাযোগ করি। তাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেছেন প্রোজেক্ট-এর বাকি কাজ সম্পন্ন করার জন্য।'

ফায়ার অপারেশন কিংবা রেসকিউ অপারেশনের ক্ষেত্রে এই সেন্সর সহজে কাজ করতে সক্ষম। তাঁকে এই কাজে সাহায্য করছেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর তথা বিজ্ঞানী জেএন রায়, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ চন্দন কোনার সহ তিন জন পিএইচডি পড়ুয়া নীতীশ ঘোষ, শুভদীপ পাল, মহম্মদ মিনহাজ আলি। শেষপর্যন্ত পূজার এই গবেষণা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সাড়া জাগাতে পারে কি না, এখন সেটাই দেখার।

প্রণামির টাকা চুরি, ধৃত নাবালক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার পিপলা গ্রামে রামকৃষ্ণ ফ্যান ক্লাবের পুজোমণ্ডপের প্রণামি বাক্স থেকে টাকা চুরি হয়। শুক্রবার এই চুরির ঘটনা সবার নজরে আসে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ এদিন চুরির ঘটনায় যুক্ত ২ জনকে শনাক্ত করে। তাদের মধ্যে একজন নাবালক। নাম যিশু দাস (১৫)। যিশু পিপলা গ্রামেরই বাসিন্দা। ভিলেজ পুলিশ ভরত দাস যিশুকে শনাক্ত করেন। ওই নাবালককে জেরা করে পুলিশ এই ঘটনায় অভিযুক্ত অপরজনের নাম জানতে পারে। তার নাম বিবেক দাস। বিবেকও ওই গ্রামেরই বাসিন্দা। তবে বিবেককে গ্রেপ্তার করা যায়নি। যিশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ প্রণামি বাক্স এবং চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধার করেছে। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাত পৌনে তিনটে নাগাদ চুরির ঘটনা ঘটে। সেই সময় উদ্যোক্তাদের কেউ পুজো প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন না। শুক্রবার সকালে এই ঘটনা সবার নজরে আসে।' তিনি যোগ করেন, ' বৃহস্পতিবার রাতে ঝড়জলের সুযোগ নিয়ে দুই অভিযুক্ত প্রণামি বাক্স থেকে টাকা চুরি করে। এক অভিযুক্তকে জেরা করে চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। অপরজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার সূর্যনগর মাঠের কাছে বাউন্ডারি ওয়াল সহ 5.5 dec জমি/বাড়ি বিক্রয়। ক্রেতারাই ফোন করুন - 9800020321. (C/117087)

কালীপুজোয় চমক

বাঁশের তৈরি কালীপ্রতিমা, থাকবে বাঁশের গেট। দেখা যাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত বাঁশের শিল্পী শ্যামল বর্মনের তৈরি বাঁশের চলন্ত রেলগাড়ি, বাঁশের হেলিকপ্টার, বাঁশের সাইকেল। শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। M : 9434346604/ 9475550281. (C/118468)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No. 8016140555. (C/118467)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Madhabi Adhikary, W/o. Dhajendra Adhikary, ঠিকানা - বামন পাড়া, ওয়ার্ড নং 20, পোঃ খরিয়া, থানা - কোতয়ালি, জেলা - জলপাইগুড়ি, গত 19.09.2025 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে Affidavit No. 19689 বলে আমার নাম Madhabi Adhikary হইতে পরিবর্তন করে Madhabi Barman Adhikary করিলাম। এতদ্বারা Madhabi Barman Adhikary এবং Madhabi Adhikary এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইল। (C/118507)

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ২৬.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ ক্রঃ নং (১)। ই-টেন্ডার নং ঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৩৯_ওটি, তারিখ ২৬.০৯.২০২৫। কাজের নাম ঃ নিম্নলিখিত সক্রোন্ত এস অ্যান্ড টি কাজ–নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য নিউ ফরাক্কা জংশনে (এনএফকে) ডুয়েল ডিটেকশন তৈরি করতে এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৩,১৬,৪২,২১৮.৩০ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৩,০৮,২০০ টাকা। ক্রঃ নং (২)। ই-টেন্ডার নং ঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৪০_ওটি, তারিখ ২৬.০৯.২০২৫। কাজের নাম ঃ নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সাহেবগঞ্জে ডুয়েল ডিটেকশন তৈরি করতে এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৩,৩০,৬৭,৭৩৬ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৩,১৫,৩০০ টাকা। ক্রঃ নং (৩)। ই-টেন্ডার নং ঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৪১_ওটি, তারিখ ২৬.০৯.২০২৫। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি গিয়ারগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে আইপিএস-এর পুরনো সংস্করণের প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৩,৩৫,৯৪,৭৪৫.১০ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৩,১৮,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ প্রতিটির জন্য ০৩.১০.২০২৫ থেকে ১৭.১০.২০২৫-এ বেলা ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। (MLD-187/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন। @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১১৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৬৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৬৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সংশোধনী - ১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/আরই-II/এমএলজি/১৮-২০২৫, তারিখ ঃ ০৪-০৯-২০২৫ -এর সাথে যুক্ত টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-সিওএন-০৪-২০২৫-২৬-বি-এস -এর সংশোধনী।

ক্রম নং	সংশোধনীর আগে ওয়েবসাইটের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত, বিদ্যমান	পূর্ববর্তী বিবরণ বাতিলের জন্য সংশোধনীর পরে, এইভাবে পড়তে হবে
১	টেন্ডার বন্ধ ঃ- ২৯-০৯-২০২৫, ১৪:৩০ টায়। টেন্ডার খোলা ঃ- ২৯-০৯-২০২৫, ১৫:৩০ টায়।	টেন্ডার বন্ধ ঃ- ১০-১০-২০২৫, ১৪:৩০ টায়। টেন্ডার খোলা ঃ- ১০-১০-২০২৫, ১৫:৩০ টায়।

দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডারের অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিইই/সিওএন/এইচকিউ/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/২২_২০২৫/কে/৭৬০, তারিখঃ ২৫-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ২২_২০২৫, কাজের নামঃ "জালালগড় (জেএজি)-এ ড্রেনেজ সিস্টেম, গুড্‌স অফিস, মার্চেন্ট রুমের উন্নয়ন এবং পূর্ণিয়া (পিআরএনএ), রানীপত্র (আরএনপিআর), বালিয়াহ (বিটিএফ), জালালগড় (জেএজি)-এ গোডাউনের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৩,২৩,৬২৪/- টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২১,৭০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২০-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২০-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিভিন্ন রেলে থাকা ভিপিএইচ এবং এসএলআর কম্পার্টমেন্টের লীজ প্রদানের হেতু ই-নিলাম

বিভিন্ন রেলে থাকা ভিপিএইচ এবং এসএলআর কম্পার্টমেন্টের লীজিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টম্যান্ট)। **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অঙ্কন ক্যাটালগ নং. টিএসকে-এসএলআর-ভিপি-৭১

এলইকিউ নং	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৬৪২-এসএলআর-এফ২-এনটিএসকে-এসসিএল-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এএ/২	১৫৮১৬-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৩	১৫১২৮-এসএলআর-এফ১-এনটিএসকে-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪১৮
এএ/৪	১৫৭৭০-এসএলআর-এফ২-এমএলজেএন-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৫	১৩২৮১-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-আরজেপিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এএ/৬	২০৫০৫-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-এনডিএলএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২০৯
এএ/৭	১৫৯৬৮-এসএলআর-আর১-লিচু-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/৮	২০৫০৩-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-এনডিএলএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৫২২
এএ/৯	১৫৬৬৬-এসএলআর-আর১-এমএলজেএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১০	১৫৬১৪-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১১	১৫৬৪২-এসএলআর-আর১-এনটিএসকে-এসসিএল-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এএ/১২	১৫৯২৮-এসএলআর-এফ২-এনটিএসকে-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪১৮
এএ/১৩	১৫৯০৭-এসএলআর-এফ১-ডিএসকে-এনএইচএলএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৫২২
এএ/১৪	১৫৮১৪-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৫	১৫৮১৬-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৬	২২৫০২-এসএলআর-এফ১-এনটিএসকে-এসএমভিবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এএ/১৭	১৫৯২৬-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-ডিজিএইচআর-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এএ/১৮	১৫৬৬৬-এসএলআর-এফ১-এমএলজেএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৯	১৫৬১৪-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২০	১৫৬৪২-এসএলআর-এফ১-এনটিএসকে-এসসিএল-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৫
এএ/২১	১৫৬৬২-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-এইচডব্লিউএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২০৯
এএ/২২	১৫৯২৮-এসএলআর-আর১-এনটিএসকে-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪১৮
এএ/২৩	১৫১৪৬-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২০৯
এএ/২৪	১৫৬০৪-এসএলআর-এফ২-লিচু-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২৫	১৫৯৬০-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৫২২
এএ/২৬	১২০৬৮-এসএলআর-এফ১-জেটিটিএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৬২৬
এএ/২৭	১৫৬৭০-এসএলআর-আর১-ডিবিআরজি-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২৮	১৫৮১৪-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এবি/১	২২৫০৪-২২৫০৩-ভিপি-১-ডিবিআরজি-সিএপিই-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	৭৩০

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-১০-২০২৫ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫.১০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল বাণিজ্যিক প্রবন্ধক (আইসি), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙিয়া ডিভিশনে টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৭-২০২৫-২৬; তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; কাজের নাম ঃ ১) রঙিয়া ডিভিশনের বিজি-I সেকশনের জন্য ব্যালেন্স গার্ডার ব্রিজের উপরে এবং নীচে ২৫ কেভি এসি ট্রাকশনের জন্য উপযুক্ত উচ্চ ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন কোটিং কম্পাউন্ড সরবরাহ এবং প্রয়োগ। ২) রঙিয়া ডিভিশনে-রঙিয়া ডিভিশনের বিজি-IV সেকশনের (অভয়াপুরী-গৌরীপুর) বিভিন্ন গার্ডার ব্রিজে ডিএসডিসি (ডাবল স্ট্যাক ডোয়ার্ফ কন্টেইনার) জন্য ইনসুলেশন কোটিং কাজের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ৬,৯১,৩৭,৩২৮.০৮/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৪,৯৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪-১০-২০২৫ তারিখে ১৫০০ টায় এবং খোলা ১৪-১০-২০২৫ তারিখে বন্ধের পর। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবা

সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার এলাকার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৮৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২৪-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. ৩২-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ ডামডিমে- সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা, গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার এলাকার প্রবেশ পথের মেরামত, গুডস অফিস, মার্চেন্ট রুম, শ্রমিকের জন্যে শেডের সঙ্গে শৌচাগার এবং জলের সুবিধার ব্যবস্থা, আনলোডিং কামকাজের সঠিক নিরীক্ষণের জন্যে সিসিটিভির ব্যবস্থা, উপযুক্ত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৫২,০৪,৩৮৮.৯৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৭৬,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরশুমের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংযোজনী

আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরশুমের মোকাবিলার জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, উল্লেখ্য যে, নিম্নলিখিত মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিও নিম্নরূপে **সম্পূর্ণ বাতিল** থাকবে অথবা **চলাচলের দিন হ্রাস** পাবে ঃ-

সম্পূর্ণ বাতিল

ক্রম নং.	ট্রেনের নং. ও নাম	বাতিলের তারিখ (যাত্রা শুরুর তারিখ)	ট্রিপের সংখ্যা
১	১৪০০৪ নিউ দিল্লী - মালদা টাউন এক্সপ্রেস	ডিসেম্বর, ২০২৫ - ৪, ৭, ১১, ১৪, ১৮, ২১, ২৫ ও ২৮। জানুয়ারী, ২০২৬ - ১, ৪, ৮, ১১, ১৫, ১৮, ২২, ২৫ ও ২৯। ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ - ১, ৫, ৮, ১২, ১৫, ১৯, ২২ ও ২৬।	২৫
২	১৪০০৩ মালদা টাউন - নিউ দিল্লী এক্সপ্রেস	ডিসেম্বর, ২০২৫ - ৬, ৯, ১৩, ১৬, ২০, ২৩, ২৭ ও ৩০। জানুয়ারী, ২০২৬ - ৩, ৬, ১০, ১৩, ১৭, ২০, ২৪, ২৭ ও ৩১। ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ - ৩, ৭, ১০, ১৪, ১৭, ২১, ২৪ ও ২৮।	২৫

চলাচলের দিন হ্রাস

ক্রম নং.	ট্রেনের নং. ও নাম	যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে বাতিলের দিন	বাতিলের তারিখ (যাত্রা শুরুর তারিখ)	ট্রিপের সংখ্যা
১	২২৪০৬ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-ভাগলপুর গরীব রথ এক্সপ্রেস	কেবলমাত্র বুধবার	ডিসেম্বর, ২০২৫ - ৩, ১০, ১৭, ২৪ ও ৩১। জানুয়ারী, ২০২৬ - ৭, ১৪, ২১ ও ২৮। ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ - ৪, ১১, ১৮ ও ২৫।	১৩
২	২২৪০৫ ভাগলপুর - আনন্দ বিহার টার্মিনাল গরীব রথ এক্সপ্রেস	কেবলমাত্র বৃহস্পতিবার	ডিসেম্বর, ২০২৫ - ৪, ১১, ১৮ ও ২৫। জানুয়ারী, ২০২৬ - ১, ৮, ১৫, ২২ ও ২৯। ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ - ৫, ১২, ১৯ ও ২৬।	১৩

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasterRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

আজব প্রেমের গল্প রাত ১১.০০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ হামি-টু, দুপুর ১.১৫ গুরু, বিকেল ৪.৪৫ শুধু তোমার জন্য, সন্ধে ৭.৪৫ ম্যাডাম গীতা রানি, রাত ১০.১৫ অন্ধবিচার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সাথীহারা, দুপুর ১২.০০ ভালোবাসি তোমাকে, ২.০০ মায়া মমতা, সন্ধে ৭.০০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ১১.০০ আজব প্রেমের গল্প

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, দুপুর ১২.৩০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ সূর্য, সন্ধে ৭.০০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.৪৫ রাখে হরি মারে কে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সেজবউ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়ী

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৭ এক বিবাহ অ্যায়সা ভি, দুপুর ১.১৮ এতরাজ, বিকেল ৪.১০ প্লেয়ার্স, সন্ধে ৭.১০ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.০৩ স্নেক কেভ

অ্যান্ড ফ্লিক্স এইচডি : দুপুর ১.৫০ ওয়ার অফ দ্য অ্যারোজ, বিকেল ৫.৩৫ এসডব্লিউএটি, সন্ধে ৭.৪০ নেকেড ওয়েপন, রাত ৯.০০ ফিউরি, ১১.২৫ মিডওয়ে

উইয়ার্ড ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রাত ৮.০৬ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি সন্ধে ৭.১০ অ্যান্ড পিকচার্স

ম্যান ইটার্স সন্ধে ৭.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্তরা সাফল্য পাবেন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে খুব ভালো খবর পেতে চলেছেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। বাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। মিথুন : নিজের চরম উদাসীনতায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে চলুন। কর্কট : দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে ভালো কাজ হাতে পেতে পারেন। সংসারের আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। সিংহ : নিকট আত্মীয়ের বিয়ের ব্যাপারে সামান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিজের মত পরিবারের উপর চাপিয়ে দেবেন না। কন্যা : সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে আইনজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত বিনিয়োগে যাবেন না। তুলা : কর্মক্ষেত্রে কোনও কারণে মানসিক অস্থিরতা থাকবে। শারীরিক কারণে ভ্রমণ বাতিল করতে হতে পারে। বৃশ্চিক : না জেনে বুঝে কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। দূরের ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। ধনু : বাড়তি বিনিয়োগে অতিরিক্ত মুনাফা ঘরে তুলতে পারবেন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মকর : শারীরিক অসুস্থতার কারণে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ লক্ষ্য করা যায়। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের কথা শুনে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তানের বিদেশযাত্রায় গর্বিত হবেন। মীন : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। ব্যবসা সম্প্রসারণে অর্থের সমস্যা মিটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১২ আশ্বিন, ৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭ আহিন, সংবৎ ১২ আশ্বিন সুদি, ১১ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।২০। শনিবার, দ্বাদশী দিবা ২।৩। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৭।৬। শূলযোগ রাত্রি ৬।৫২। বালবকরণ দিবা ২।৩ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১।২৯ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৭।৬ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ২।৩ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৭।১ মধ্যে ও ১২।৫৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৩।৫২ গতে ৫।২০ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৫২ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।২৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৬।৫২ গতে পুনঃযাত্রা নাই, রাত্রি ৯।১৬ গতে পুনঃযাত্রা মধ্যম মাত্র পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট এবং ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৪ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ২।৪৮ মধ্যে ও ৩।৩৪ গতে ৫।২০ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোল্লা রক্ষাকালীপুজোর কাঠামোপুজো। শুক্রবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

বোল্লা কালীর কাঠামোপুজো

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৩ অক্টোবর : শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালীপুজোর কাঠামোপুজোর মধ্য দিয়ে শ্যামা আরাধনার প্রস্তুতি শুরু হল। রীতি মেনে এদিন মন্দির সংলগ্ন পুকুর থেকে কাঠামো তুলে দুধ স্নানের মাধ্যমে পুজো হয়। বৃহস্পতিবার রাতে ঘাট থেকে মন্দির চত্বর পর্যন্ত ফুল দিয়ে সাজানো হয়। কাঠামোপুজো দেখতে ভিড় জমান এলাকাবাসী। পুরোহিত অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'কাঠামোপুজোর মাধ্যমে মেলার প্রস্তুতিও শুরু হল। আগামী সপ্তাহে কাঠামো মন্দিরে প্রবেশ করবে।' প্রতি বছর রাসপূর্ণিমার পরের শুক্রবার এই ঐতিহ্যবাহী পুজো হয়। এবছর ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে পুজো ও চারদিনের বিশাল মেলা। পুজো উপলক্ষ্যে ভিনরাজ্য ছাড়াও বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান থেকেও অসংখ্য ভক্ত আসেন। উত্তরবঙ্গের অন্যতম এই পুজো ও মেলায় প্রতিবছর লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়।

মৃত শিশুশ্রমিক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ অক্টোবর : হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কাজ করতে এসে মৃত্যু হল পারভিন কুমার (১২) নামে ভিনরাজ্যের এক শিশুশ্রমিকের। গত মঙ্গলবার মহাষ্টমীর দিন গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার গরগরি গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত শ্রমিকের বাড়ি বিহারের দ্বারভাঙ্গা এলাকায়। গত মঙ্গলবার রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে গিয়েছিল পারভিন। ভোররাতে তার সহকর্মী তাকে জাগানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সে সাড়া না দেওয়ায় প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্রের মালিক স্থানীয় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে তাকে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঠিক কী কারণে ওই শিশুর মৃত্যু হল, পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে।

দশমীতে বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩ অক্টোবর : পণের দাবিতে স্ত্রীকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগে বালুরঘাট থানার পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম রিংকু রায়। বছর উনিশের ওই বধূ সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বালুরঘাট ব্লকের রাজুয়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার দশমীর সকালে নিজের ঘরে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মৃত গৃহবধূর ময়নাতদন্ত হয়। মৃতার বাবা পরিতোষ রায় বালুরঘাট থানায় বধূ নির্যাতন এবং খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর উত্তেজনা চরমে থাকায় বধূর স্বামী খোকন দেবনাথকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এক বছর আগে রাজমিস্ত্রি খোকন দেবনাথ তপন ব্লকের সাথিয়ার গ্রামের টোটোচালক পরিতোষ রায়ের ১৮ বছর বয়সি মেয়ে রিংকুকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। বিয়েতে তরুণীর পরিবারের মত ছিল না।

তখন মারামারি করে প্রায় জোর করে রিংকুকে তুলে আনা হয় বলে অভিযোগ। তবে, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই ওই দম্পতির মধ্যে পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়। তরুণীকে বাবার বাড়ি থেকে পণের টাকা আনার জন্য চাপ দিতে শুরু করে। প্রবল শারীরিক নির্যাতনও চালানো হয় বলে অভিযোগ।

দশমীর সকালে রিংকুর দেহ উদ্ধারের পর খুনের অভিযোগ তুলেছে পরিবার। মৃতার মা নমিতা রায়ের অভিযোগ, এক বছর আগে খোকন আমাদের মারধর করে আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। মেয়ের জেদের দিকে তাকিয়ে আমরা বিয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে প্রায়ই ওকে অত্যাচার করত। পণের টাকা আনতে চাপ দিত। আমরা গরিব পরিবার। টাকা দিতে পারিনি বলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন ওকে খুন করে আত্মহত্যার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পুলিশ দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক।

মৃতার বাবা বলেন, 'ওরা জোর করে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল বলে আমরা যোগাযোগ রাখতাম না। তবে পরের দিকে মেয়ে ফোন করে অত্যাচার, যন্ত্রণার কথা বলত। আমরা সাধ্যমতো সাহায্য করতাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ রাখলে ওরা মেয়েকে অত্যাচার করত। তাই আমরা যোগাযোগ কম রাখতে বাধ্য হই। দশমীর সকালে আমাদের জানানো হয়, মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা গিয়ে দেখি মেয়ে মারা গিয়েছে। আমরা নিশ্চিত, শ্বশুরবাড়ির লোকজনই ওকে খুন করেছে। তাই শাস্তির দাবি করেছি।'

যদিও এই ব্যাপারে মৃতার শ্বশুরবাড়ির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, এক গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার স্বামী

কুশমণ্ডি, ৩ অক্টোবর : স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্বামী। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মাহাতাপ আলি (২৯)। বাড়ি কুশমণ্ডি ব্লকের দেহাবন্দ গ্রামে। এক সপ্তাহ আগে মাহাতাপের স্ত্রী জাহানারা খাতুন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর জাহানারার মৃত্যু হয়। কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানিয়েছেন, স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার মাহাতাপ আলিকে নিয়ে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানান আইসি।

টৈনহরিতে বন্ধ লক্ষ্মী কার্নিভাল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩ অক্টোবর : লক্ষ্মীপুজোকে ঘিরে রায়গঞ্জের দুই গ্রামে উঠে এল দুই বিপরীত চিত্র। ৭১ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত লক্ষ্মী কার্নিভাল বন্ধ হয়ে গেল রায়গঞ্জের টেনহরি গ্রামে। অন্যদিকে, প্রতি বছরের মতো এই বছরও ঐতিহ্য মেনেই বারোদুয়ারিতে লক্ষ্মী কার্নিভাল হবে।

রায়গঞ্জের টেনহরিতে লক্ষ্মীপুজোর মূল আকর্ষণ ছিল লক্ষ্মী প্রতিমার কার্নিভাল। গ্রামের গৃহস্থরা পুজোর পর প্রতিমা নিয়ে আসতেন টেনহরি স্কুল মাঠে। সেখানে যাদের প্রতিমা সুন্দর হত, তাদের কমিটির তরফ থেকে পুরস্কৃত করা হত। কিন্তু এবারে লক্ষ্মী কার্নিভাল পুরোপুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। টেনহরি বারোয়ারি কমিটির তরফে এবার লক্ষ্মীপুজোর পাশাপাশি শুধুমাত্র মেলার আয়োজন করা হয়েছে। কোনও কার্নিভাল হচ্ছে না। কমিটির সদস্যদের দাবি, কার্নিভালে অংশ নেওয়ার জন্য কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কেউ আর ঝামেলা নিতে চায় না। এলাকার বাসিন্দাদের অনেকের অভিযোগ, গ্রামের লক্ষ্মীমেলা মাঠে জোরকদমে চলে জুয়া আর মদের আসর। অনেক চেষ্টা করেও জুয়া ও মদ বন্ধ করা যাচ্ছে না। কার্নিভালেও সেই উচ্ছৃঙ্খলতার ছায়া এসে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও অনেকের দাবি, কার্নিভাল বন্ধের সঙ্গে মদ বা জুয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। টেনহরি লক্ষ্মীপুজো বারোয়ারি কমিটির সম্পাদক শংকরচন্দ্র দাস বলেন, 'সকলের মতামত নিয়েই কার্নিভাল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, রায়গঞ্জের কাছে বারোদুয়ারি গ্রামে দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে লক্ষ্মী প্রতিমা কার্নিভাল হয়ে আসছে। এবারও অবশ্য সেই ঐতিহ্য মেনেই আগামী বুধবার লক্ষ্মীমেলা ও কার্নিভালের আয়োজন করা হচ্ছে।

বৃদ্ধাকে পিষল গাড়ি

গাজোল, ৩ অক্টোবর : গাজোলের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় বুধবার একটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির ধাক্কায় এক প্রৌঢ়ার মৃত্যু হয়। মৃতার নাম পাতুবালা মাহাতো (৫০)। স্থানীয় বাসিন্দা ওই বৃদ্ধা বুধবার অর্থাৎ নবমীর রাতে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে নিজের বাড়ির বারান্দাতে বসেছিলেন। সেই সময় বালুরঘাট থেকে মালদাগামী একটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাতুবালার বাড়ির টিনের বেড়ায় ধাক্কা মারে। ওই গাড়িটি পাতুবালাকে পিষে দেয়, ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ এসে চালক সহ গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে। বৃদ্ধার দেহ প্রথমে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের শবগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। গাড়িচালক জানায়, হঠাৎ করে গাড়ির সামনে চলে আসা একটি কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা রাস্তায় দু'পাশে ব্যারিকেড লাগানোর দাবি জানিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এবছর শারদ সম্মান পেল যারা

দার্জিলিং

প্রথম : সুব্রত সংঘ, শিলিগুড়ি
দ্বিতীয় : সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপুজো কমিটি, শিলিগুড়ি
তৃতীয় : খড়িবাড়ি সবুজ ওয়েলফেয়ার সংঘ, খড়িবাড়ি

কম বাজেটের পুজো
সর্বমঙ্গলা (আমতলা) কালীবাড়ি যুব জ্যোতি সংঘ, শিলিগুড়ি
নবোদয় সংঘ, শিলিগুড়ি
বান্ধব সংঘ, শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

বিচারকমণ্ডলী
দেবব্রত চক্রবর্তী
কুন্তল ঘোষ
মানসী কবিরাজ

জলপাইগুড়ি

প্রথম : মিলন সংঘ, ধূপগুড়ি
দ্বিতীয় : বিবেকানন্দ ক্লাব, ময়নাগুড়ি
তৃতীয় : তরুণ দল ক্লাব ও পাঠাগার, জলপাইগুড়ি

কম বাজেটের পুজো
পূর্বাচল সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার, জলপাইগুড়ি
রাধা গোবিন্দ মন্দির দুর্গাপুজো, মালবাজার
পল্লি সংঘ শোভাবাড়ি সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি, জলপাইগুড়ি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

বিচারকমণ্ডলী
গৌতম গুহরায়
ডঃ রাজা রাউত
সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী

কোচবিহার

প্রথম : ছাট গুড়িয়াহাটি নেতাজি স্কোয়ার সংঘ, কোচবিহার
দ্বিতীয় : শহিদ কর্নার দুর্গাপুজো কমিটি, দিনহাটা
তৃতীয় : বলরামপুর রোড কালীবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটি, দিনহাটা

কম বাজেটের পুজো
রকি ক্লাব, কোচবিহার
কোচবিহার নিউটাউন ইউনিট, কোচবিহার
দীনবন্ধুপল্লি সান সাইনিং ক্লাব, মাথাভাঙ্গা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

বিচারকমণ্ডলী
পঙ্কজকুমার দেবনাথ
মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল
ইভানা কুণ্ডু

আলিপুরদুয়ার

প্রথম : ফালাকাটা কলেজপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি, ফালাকাটা
দ্বিতীয় : মিলন সংঘ, আলিপুরদুয়ার
তৃতীয় : স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব, আলিপুরদুয়ার

কম বাজেটের পুজো
সোনাপুর পূজারি সংঘ দুর্গোৎসব কমিটি, সোনাপুর
রাধানগর সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গোৎসব, বারবিশা
হ্যামিল্টনগঞ্জ অগ্রগামী সংঘ, হ্যামিল্টনগঞ্জ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

বিচারকমণ্ডলী
অসীম সাহা
জয়দীপ সিং
অনুরাধা ভট্টাচার্য

দক্ষিণ দিনাজপুর

প্রথম : কবিতীর্থ অ্যাথলেটিক ক্লাব, বালুরঘাট
দ্বিতীয় : গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব, গঙ্গারামপুর
তৃতীয় : বিপ্লবী সংঘ, হিলি

কম বাজেটের পুজো
ব্রতী সংঘ ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি, বালুরঘাট
অরবিন্দপল্লি দুর্গাপুজো সমিতি, পতিরাম
বুনিয়াদপুর পীরতলা সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি, বুনিয়াদপুর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

বিচারকমণ্ডলী
শুভদীপ পাল
শুভ্রদীপ চৌধুরী
শুভদীপ আইচ

উত্তর দিনাজপুর

প্রথম : বিপ্লবী সার্বজনীন দুর্গোৎসব, রায়গঞ্জ
দ্বিতীয় : উদয়পুর বারোয়ারি, রায়গঞ্জ
তৃতীয় : রূপাহার যুব সংঘ, রূপাহার

কম বাজেটের পুজো
চোপড়া থানাপাড়া সার্বজনীন, চোপড়া
রশিদপুর সার্বজনীন, কালিয়াগঞ্জ
সমাজসেবক সংঘ, রায়গঞ্জ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

বিচারকমণ্ডলী
শোভন মৈত্র
শিবশংকর উপাধ্যায়
শ্যামল কর্মকার

মালদা

প্রথম : মালঞ্চপল্লি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, মালদা
দ্বিতীয় : মালদা নেতাজি ক্লাব ও লাইব্রেরি, উত্তর সিঙ্গাতলা, মালদা
তৃতীয় : ঘোড়াপীর সার্বজনীন কমিটি, ঘোড়াপীর, মালদা

কম বাজেটের পুজো
ব্ল্যাক ডায়মন্ড ক্লাব, গাজোল
পুড়াটুলি স্পোর্টিং ক্লাব, মালদা
সাহাপুর যুবক সমিতি, মালদা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

বিচারকমণ্ডলী
প্রণব সাহাচৌধুরী
ওঙ্কারানন্দ সাহা
বিদ্যুৎ কর্মকার

GOLD SPONSOR
UTTORA
GOOD LIVING GOT BETTER
Luxmi

GOLD SPONSOR
DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

অটো থেকে পড়ে মৃত্যু

বুনিয়াদপুর, ৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর মেলা ঘুরে বাড়ি ফেরার পথে অটো থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক তরুণীর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বংশীহারীর রশিদপুরে সেই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতার নাম সোনমণি মুর্মু। বাড়ি গাজোলের জামপুকুরে। বংশীহারী থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে বালুরঘাটে পাঠিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি একাই গাজোলের দুর্গাপুজোর মেলা দেখতে গিয়েছিলেন। হরিরামপুর থানা এলাকায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের মেহেন্দিপাড়া চেকপোস্ট এলাকায় আচমকা সোনমণি অটো থেকে পড়ে যান বলে দাবি অটোচালকের। তাঁর নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় অটোচালক তাঁকে বুনিয়াদপুরের রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নীলকণ্ঠ দর্শন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ অক্টোবর : 'যাও উড়ে নীলকণ্ঠ পাখি, যাও সেই কৈলাসে, দাও গো সংবাদ তুমি, উমা বুঝি ওই আসে।' প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী নীলকণ্ঠ পাখি মহাদেবকে উমার আগমনবার্তা দেয়। আজও সেই নীলকণ্ঠ পাখি দেখিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বেদ পরিবারের সদস্যরা। রীতি মেনে দশমীতে বাড়ির পুজো এবং বারোয়ারি পুজোর সদস্যরা নীলকণ্ঠ দর্শন করেন। ফলে বেদ সম্প্রদায়ের মানুষজন কিছু বাড়তি আয় করেন।

পার্কিং নিয়ে বচসা

বালুরঘাট, ৩ অক্টোবর : নবমীর রাতে গাড়ি পার্কিং নিয়ে বিবাদের জেরে এক দোকানিকে মারধর করে একটি পরিবার। বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন দোকানি দেবাশিস পাল। এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে বালুরঘাট শহরের সুকান্ত কলোনি এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় বাড়ির সামনে রাখা টোটোয় ভাঙচুর চলে। প্রতিবাদ করায় এক তরুণ টোটোচালককে মারধরের অভিযোগ প্রতিবেশী পরিবারের বিরুদ্ধে।

প্রতিযোগিতা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ অক্টোবর : প্রতি বছরের মতো এবছরও সাদলি চক উচ্চবিদ্যালয়ের উদ্যোগে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বাংলা-বিহার সীমানাবর্তী কুমেদপুর তালগ্রাম হাটে শুক্রবার একাদশীতে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

কুশমণ্ডি, ৩ অক্টোবর : কুশমণ্ডি থানা এলাকার ভজনা সিংপাড়া গ্রামে বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় কুণাল সিং (১৯) নামে এক চালকের। ফার্মের মোটর চালিয়ে গাড়ি ধুতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় কুণালকে উদ্ধার করে কুশমণ্ডি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ছাত্র নিখোঁজ

বালুরঘাট, ৩ অক্টোবর : সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। নবমীর দুপুর থেকে বালুরঘাটে চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমরাইল এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুক্রবার এই নিয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই ছাত্রের মা।

ধৃত ১

বুনিয়াদপুর, ৩ অক্টোবর : গাড়ির ব্যাটারি চুরির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল বংশীহারী থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম আশিক হোসেন। শুক্রবার তাঁকে গঙ্গারামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠান।

গাজোলে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন। শুক্রবার পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

অসর্তকতায় প্রাণ গেল মানসিক ভারসাম্যহীনের

পুকুরে ডুবে মৃত্যু তরুণীর

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৩ অক্টোবর : মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণীর জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে একটি পুকুরে তাঁর মৃতদেহ ভাসতে দেখেন বাসিন্দারা। গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম সালেমা খাতুন (২০)। বাড়ি কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ পঞ্চায়েতের সারদহা কবিরাজটোলার গ্রামে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জ পঞ্চায়েতের বাবুরবোনা পুরাতন ইদগাহের পাশে একটি পুকুরে তরুণীর মৃতদেহ ভাসছিল। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ছুটে যান ওই পুকুরপাড়ে। পরিবারের লোকজন সেই মৃতদেহ শনাক্ত করেন।

ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়। শুক্রবার।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণী কিছুদিন থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। তাঁর মৃগী ছিল। তাঁরা দুই বোন ও দুই ভাই। বড় দিদি পড়াশোনা করেন। দুই ভাই নাবালক। বাবা মুখলেস মিয়াঁ কৃষিকাজ করেন। শুক্রবার সকালে ওই তরুণী বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। গ্রামের বাসিন্দারা অনেকেই তাঁকে হেঁটে যেতে দেখেছেন। এলাকার বাসিন্দাদের অনুমান, বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে পুকুরপাড়ে যাওয়ার সময় হয়তো জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মৃতের বাবা বলেন, 'রাতে মেয়ে বাড়িতেই ছিল। তারপর কীভাবে ওই পুকুরপাড়ে গেল জানি না। সকালে শুনলাম আমার মেয়ের মৃতদেহ জলে ভাসছে। আমরা সকলে মিলে গিয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করি।'

ওই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বললেন, মেয়েটি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। সেইসঙ্গে তাঁর মৃগীও ছিল। সকালে হেঁটে যাওয়ার সময় অনেকেই তাঁকে দেখেছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

এই ব্যাপারে গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি আনসারুল শেখ বলেন, মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণীর পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যা ঘটেছে

মৃত তরুণী কিছুদিন থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন

শুক্রবার সকালে ওই তরুণী বাড়ি থেকে বের হয়ে যান

গ্রামের বাসিন্দারা অনেকেই তাঁকে হেঁটে যেতে দেখেছেন

এলাকার বাসিন্দাদের অনুমান, বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে পুকুরপাড়ে যাওয়ার সময় হয়তো জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে

দুই বছরের কন্যাকে 'খুন', ধৃত দম্পতি

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ৩ অক্টোবর : দুই বছরের কন্যাসন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগে হরিরামপুর থানার পুলিশ সৎবাবা ও কন্যার মাকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত সৎবাবার নাম দিলদার হোসেন (২৮)। বাড়ি হরিরামপুর থানার গোকর্ণ গ্রামে। গ্রেপ্তার হয়েছেন মা আঞ্জুয়ারা খাতুনও (২৫)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে।

প্রতিবেশী সূত্রে জানা গিয়েছে, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে দিলদারের প্রথম পক্ষের স্ত্রী আগেই দুই নাবালক ছেলেকে ফেলে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন। ওই দুই ছেলে দিলদার হোসেনের কাছেই থাকে। এক মাস আগে মালদা জেলার বিহার ঘেঁষা কোনও এক গ্রাম থেকে দুই বছরের কন্যাসন্তান সহ এক মহিলাকে বিয়ে করে আনেন দিলদার হোসেন। গোকর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্য জাকির হোসেন শুক্রবার জানান, দিলদারের এমন পাশবিক ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত। ওই ঘটনার পর দিলদারের দ্বিতীয় স্ত্রী আঞ্জুয়ারা খাতুন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত নয়টা নাগাদ দুই বছরের মেয়ে রাজিয়া ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ দিলদার মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে আদর করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আঞ্জুয়ারা জিজ্ঞেস করলে দিলদার উত্তর দিয়েছিলেন, আমি ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছি। খানিক বাদে দিলদার ফিরে আসেন মেয়েকে নিয়ে। আবার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে দেন আঞ্জুয়ারা। রাত ১১টা নাগাদ দিলদার বাড়ি এসে দ্বিতীয়বার ঘুম থেকে উঠিয়ে আদর করতে করতে মেয়েকে সাইকেলে বসিয়ে বাড়ির বাইরে চলে যান। আঞ্জুয়ারা দিলদারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি মেয়েকে কিছু কিনে দেবেন বলে গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে ধরমতলায় নিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান। পঞ্চায়েত সদস্যর সংযোজন, সেই সময় কোনও দোকান খোলা থাকার কথা নয়। আঞ্জুয়ারা তাঁকে জানান, কিছুক্ষণ পরে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় মেয়েকে নিয়ে ফিরে আসেন দিলদার। প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মেয়েকে দেখে হকচকিয়ে যান মা আঞ্জুয়ারা খাতুন। মেয়ের চিকিৎসার জন্য স্বামীকে বলেন। বুধবার ভোরের দিকে একটি টোটোয় করে হরিরামপুর হাসপাতালে ওই শিশুকন্যাকে নিয়ে আসেন দিলদার এবং আঞ্জুয়ারা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে দ্রুত হরিরামপুর থানার নজরে বিষয়টি আনা হয়।

হেপাজতে সৎবাবা

স্থানীয় বাসিন্দা ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে অথবা অত্যাচার করে খুন করা করা হতে পারে। খুনের অভিযোগে নাম জড়িয়েছে মায়েরও।

হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার জানিয়েছেন, দুই বছরের একটি শিশুকন্যাকে হত্যার দায়ে সৎবাবা ও মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো ঘটনা তদন্তের জন্য সৎবাবাকে আদালতে তোলা হয়। সৎবাবাকে সাতদিনের জন্য হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার মা আঞ্জুয়ারাকে শনিবার আদালতে তোলা হবে।

আটক ৩

গাজোল, ৩ অক্টোবর : অষ্টমীর রাতে দুর্গা মন্দির থেকে সোনার গয়না চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গাজোলের একলাখি সংলগ্ন গান্ধি মোড় এলাকায়। নবমীর সকালে পুজো কমিটির লোকজন দেখতে পান প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সোনার গয়না উধাও। এরপর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করেন তাঁরা। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে ২ জন সিভিক ভলান্টিয়ার এবং সঙ্গে একজন স্থানীয় বাসিন্দা দেবীমূর্তির কাছ থেকে কিছু একটা তুলে নিচ্ছেন। যদিও সেই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এরপর গাজোল থানায় ওই তিনজনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন পুজো কমিটির সদস্য দীপক ঘোষ। খবর পেয়ে মন্দিরে আসেন গাজোল থানার আইসি আশিস কুণ্ডু। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় মণ্ডল, গৌর মণ্ডল এবং স্থানীয় বাসিন্দা অধীর মণ্ডলকে পুলিশ আটক করেছে।

শোভাযাত্রা নিয়ে রেষারেষি

বালুরঘাট, ৩ অক্টোবর : বিসর্জনের শোভাযাত্রায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির রেষারেষি দেখলেন বালুরঘাটবাসী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে মঞ্চ গড়ে প্রস্তুতি সেরেছিল দুই শিবির। তৃণমূলের মঞ্চ ছিল দলীয় নামেই। অপরদিকে, গেরুয়া শিবিরের মঞ্চ ছিল 'সাংসদ শোভাযাত্রা প্রতিযোগিতা' নামে। এই মঞ্চ থেকেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠার ইগোর লড়াই চলেছে রাত পর্যন্ত।

পুরো এলাকাজুড়ে মাইক লাগিয়ে আগত দর্শনার্থী থেকে শুরু করে ক্লাবগুলোকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল ও গেরুয়া শিবির। দুই পক্ষের এমন আচরণ ভালো চোখে নেননি অনেকেই। সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'তৃণমূলের এই আচরণকে এককথায় নিখাদ অসভ্যতা ও মূর্খতা বলে।'

পালটা জবাবে তৃণমূলের শহর সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, 'আমরা দলের নাম নিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। কিছু লুকিয়ে করিনি।'

বধূর দেহ

পুরাতন মালদা, ৩ অক্টোবর : প্রেমের সম্পর্কে জটিলতা, তীব্র মানসিক অবসাদ। এই পরিস্থিতির মধ্যে এক বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। বৃহস্পতিবার রাতে মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিমুলি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বধূর নাম সুমিতা বর্মন (২৭)। তিনি ঝিমুলি এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তাঁর বাবার বাড়ি বামনগোলার ডাকপুকুরে। ৭ বছর আগে ধর্মডাঙ্গায় তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের একটি ৬ বছরের সন্তানও রয়েছে।মালদা থানার পুলিশ জানায়, ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাহায্য

বৈষ্ণবনগর, ৩ অক্টোবর : শুক্রবার মালদার বৈষ্ণবনগরের দেওনাপুর গ্রামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে থমকে যেতে বসা একটি বিয়ে সম্পন্ন হল। সাবিয়া সুলতানা নামে এক তরুণীর বিয়ে দারিদ্র্যের কারণে আটকে যায়। খবর পেয়ে সেই পরিবারের পাশে দাঁড়ায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শুধু আর্থিক সাহায্য করা নয়, সংগঠনের সদস্যরা বিয়ের যাবতীয় দায়িত্ব ভাগ করে নেন। শুক্রবার বিয়ের আসরে সাবিয়া বলেন, 'আমি কখনও ভাবিনি এত সুন্দরভাবে আমার বিয়ে হবে। এই দাদা-দিদিরা না থাকলে এটি কোনওদিন সম্ভব হত না। আমি সারাজীবন ওঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

বিশ্ব প্রবীণ দিবস

বালুরঘাট, ৩ অক্টোবর : দক্ষিণ দিনাজপুর প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ মঞ্চের পরিচালনায় বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালিত হল। ১ অক্টোবর বালুরঘাটে অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চের সভাপতি সরোজকুমার কুণ্ডু পতাকা উত্তোলন করেন। পরে কার্যালয়ে সকল সদস্যের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা হয়।

হুদুর দুর্গাপুজো

হবিবপুর, ৩ অক্টোবর : দশমীর পরদিন স্মরণসভার আয়োজন করে অসুর সম্রাট মহিষাসুর তথা হুদুর দুর্গাপুজো করা হল হবিবপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত নিরইল গ্রামে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের একাংশ শুক্রবার এই পুজোর আয়োজন করেন। তাঁরা নিজেদের অসুরপ্রেমী এবং মূলনিবাসী বলে অভিহিত করেন। অসুর সম্রাট মহিষাসুর তাঁদের কাছে হুদুর দুর্গা রূপে পূজিত হন।

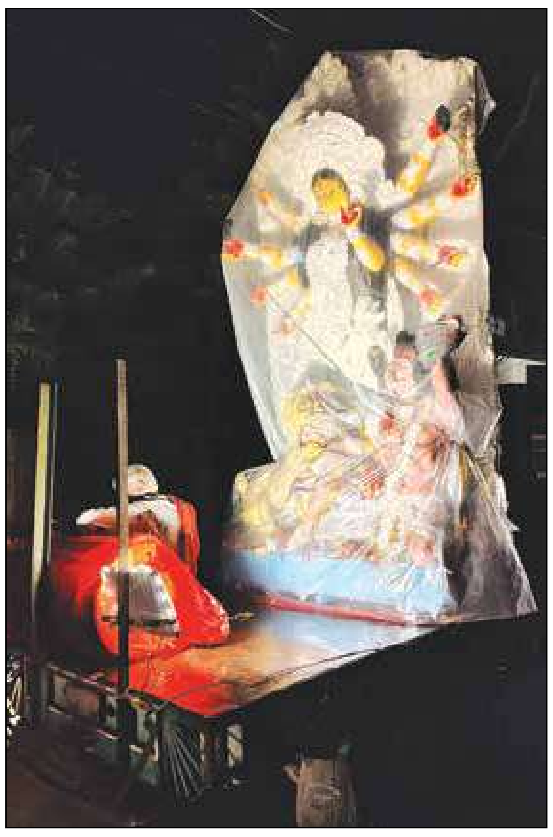

ভালো থেকো।। দশমীর রাতে কালিয়াগঞ্জে ছবিটি তুলেছেন সৌম্য কমল গুহ।

পাঠকের লেন্সে
☎ 8597258697
✉ picforubs@gmail.com

কার্নিভালের জায়গা বদল বালুরঘাটে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৩ অক্টোবর : বদলে ফেলা হল কার্নিভালের রাস্তা। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বদলে এবছর বালুরঘাট শহরের সৎসঙ্গ বিহারের সামনে রাজ্য সড়কের বাইপাসে কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে কার্নিভাল আয়োজন করতে এবং আগের কার্নিভালের জায়গার পাশে হাসপাতাল থাকার ফলে রোগী ও রোগীর পরিজনদের সমস্যার কারণে জায়গা বদল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। এছাড়াও কার্নিভালের আগের রাস্তায় যানজটের সমস্যাও একটা বড় কারণ। তবে নতুন কার্নিভালের রাস্তায় ক'টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করবে সে বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি। শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, বালুরঘাট ত্রিধারা ক্লাব, ভারত সংঘ অ্যান্ড লাইব্রেরি, গঙ্গারামপুর ইয়ুথ ক্লাব, বালুরঘাট নেতাজি স্মৃতি ক্লাব, পুলিশ কোয়ার্টার, অরবিন্দপল্লি দুর্গাপূজা কমিটি ও চৌরঙ্গি ক্লাব অংশগ্রহণ করবে।

কার্নিভালের জায়গা বদল নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'সৎসঙ্গ বিহারের সামনের রাস্তায় এবছর কার্নিভাল আয়োজন হবে। যেখানে যানজট মোকাবিলা করা যেমন সহজ হবে, তেমনি দর্শনার্থীরা সুষ্ঠুভাবে বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে পারবেন। ওই বড় রাস্তা থেকে অনেক ছোট রাস্তা বেরিয়েছে। যেগুলো দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারবেন। গত বছরে কার্নিভালের পাশেই হাসপাতাল ছিল। মাইকের শব্দে সমস্যা বাড়ছিল। এবছর সেই সমস্যা থাকবে না।'

কার্নিভালের জায়গা বদল নিয়ে পুজোর আগেই মঙ্গলপুর এলাকার ট্রাক টার্মিনাসের সামনের জায়গা সহ বেশ কিছু এলাকা পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয়েছিল। যার মধ্যে থেকে সৎসঙ্গ বিহার সংলগ্ন চওড়া রাস্তাটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই জায়গায় অনুষ্ঠান করলে জাতীয় সড়কে যানজটের সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে মত জেলা প্রশাসনের কর্তাদের।

বই বিক্রিতে এগিয়ে সব দলই

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ অক্টোবর : বছর ঘুরলেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনের প্রাক্কালে দুর্গাপুজোর মেলাকে জনসংযোগের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ব্যতিক্রম নয় শাসকদলও। এবারে হরিশ্চন্দ্রপুরে দশমী এবং একাদশীর মেলায় সিপিএম, এসইউসিআইয়ের সঙ্গে রেষারেষি করে তৃণমূল কংগ্রেসকেও স্টল বানিয়ে বই বিক্রি করতে দেখা গেল। খোদ রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেনও এদিন শাসকদলের স্টলে বসে দলের মুখপত্র জাগো বাংলার উৎসব সংখ্যা বিক্রি করলেন। মেলায় হরিশ্চন্দ্রপুর শহিদ মোড়ে এই তিনটি দলই পৃথকভাবে তাদের বই বিক্রির স্টল সাজিয়েছিল। তিনটি স্টলে কমবেশি ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। চোখে পড়ার মতো ছিল তরুণ এবং কিশোরদের ভিড়। তজমুল বলেন, 'জাগো বাংলা সহ দলের একাধিক পত্রপত্রিকা কিনতে মানুষের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে।'

পড়ে প্রসূতির মৃত্যুতে ক্ষোভ

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৩ অক্টোবর : গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমের দোতলা থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক প্রসূতির। এই ঘটনায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে সরব হলেন মৃতার পরিজন।

গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড স্ট্যালিন কলোনির মৃত ওই বধূর নাম মামণি মহন্ত দে (২৭)।

রবিবার তাঁকে প্রসবের জন্য গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সোমবার তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। বৃহস্পতিবার থেকে মামণির বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এ বিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে বিশেষ কোনও সুরাহা হয়নি বলে মৃতার পরিবারের অভিযোগ। শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ তিনি শৌচালয়ে যান। শৌচালয় থেকে বের হবার পর নার্সিংহোমের সিঁড়ির পাশের জানলা থেকে নীচে পড়ে যান। তড়িঘড়ি তাঁকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটির হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কাঠগড়ায় নার্সিংহোম

এদিন গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ এই ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

নার্সিংহোমের সিঁড়ির জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মামণি আত্মহত্যা করেছে বলে সকলের প্রাথমিক অনুমান। তবে হঠাৎ কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মামণির স্বামী বলরাম দে বলেন, 'বৃহস্পতিবার থেকে ওর বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা শুরুর পাশাপাশি ব্যথায় ঘুম হচ্ছিল না। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়ার কথা বলা হলেও তারা কিছু করেনি। উপযুক্ত নজরদারি থাকলে এই দুর্ঘটনা ঘটে আমাদের ছেলেটা এভাবে মাকে হারাত না।'

মৃতার মা মিনু মহন্ত বলেন, 'গত বৃহস্পতিবার থেকে মেয়ের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল। মেয়ের শারীরিক সমস্যার কথা বারবার নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও কোনও চিকিৎসক আসেনি। চিকিৎসার গাফিলতি ছিল। সকালবেলা হঠাৎ একটি শব্দ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি সব শেষ।'

> নার্সিংহোমে একজন রোগী কখন শৌচালয়ে যাচ্ছেন, কখন বেরোচ্ছেন, কী করছেন, সে বিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কেন নজরদারি নেই? এটা সম্পূর্ণ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের গাফিলতি। তাদের নজরদারি থাকলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।
>
> **বিউটি সরকার**
> *মৃতের আত্মীয়া*

মামণির আত্মীয়া বিউটি সরকার বলেন, 'নার্সিংহোমে একজন রোগী কখন শৌচালয়ে যাচ্ছেন, কখন বেরোচ্ছেন, কী করছেন, সে বিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কেন নজরদারি নেই? এটা সম্পূর্ণ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের গাফিলতি। তাদের নজরদারি থাকলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।'

এ নিয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

দশমী শেষে বালাইচণ্ডীর পুজো খাদিমপুরে

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৩ অক্টোবর : দেবী দুর্গার বিসর্জনের পর অন্যত্র যখন বিষাদের সুর ভেসে বেড়ায়, সেই সময় বালাইচণ্ডীর পুজোয় মেতে ওঠেন রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাদিমপুরের বাসিন্দারা। দশ হাজার পরিবারের সম্মিলিত উদ্যোগে দশমীর রাত থেকে শুরু হয় এই পুজো। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে শুরু হওয়া এই পুজো চলবে রবিবার পর্যন্ত। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গ্রামবাসীর মঙ্গলকামনায় এলাকায় বংশপরম্পরায় বালাইচণ্ডীপুজো হয়ে আসছে। প্রাচীন রীতিনীতি, আচারনিষ্ঠা মেনে প্রতিবছর প্রচুর ভক্ত এই পুজোয় শামিল হন।

পুজো কমিটির সভাপতি রমেন বর্মনের কথায়, 'দুর্গাপুজো নয়, আমরা সারাবছর ধরে এই বালাইচণ্ডীর পুজোর দিকেই তাকিয়ে থাকি। দশমীর রাত থেকে টানা পাঁচদিন নতুন পোশাক পরে পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন সকলে। অবশ্য দেবী বালাইচণ্ডীর প্রতিমায় চার হাত রয়েছে। অসুর, মহিষের কোনও অস্তিত্ব নেই। সিংহের পিঠে বালাইচণ্ডীর পাশে লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতীর প্রতিমা থাকে।'

বালাইচণ্ডী মন্দিরের পুরোহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, '৫০০ বছর আগে দশমীতে এই গ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রচুর ফসল, ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু মানুষ মারা যান। সেই থেকেই সমাজের মঙ্গলকামনায় বাসিন্দারা বালাইচণ্ডীর পুজো শুরু করেন। রীতি অনুযায়ী যাতে বাসিন্দারা পুজোর্চনা করতে পারেন, সেজন্য প্রতিমা বিসর্জন না দিয়ে বট-পাকুড় গাছের প্রাচীন মন্দিরে রেখে দেওয়া হয়।'

খাদিমপুরের বালাইচণ্ডীপুজো।

প্রতি বছর বিশ্বকর্মাপুজোর পরের দিন পুরোনো দেবীর বিসর্জন হয়। বিসর্জনের পরে মৃৎশিল্পীদের প্রতিমার বরাত দেওয়া হয়। বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পীরা এই প্রতিমা গড়েন। পুরোহিতরাও বংশপরম্পরায় পুজো করেন। পুজোর তিনদিন পুরোহিত মঙ্গলযজ্ঞ করেন। এরপর দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের উৎসর্গ করা পাঁঠা, পায়রা মিলিয়ে ২০০টি বলি হয়। বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে কয়েকশো ভক্ত অঞ্জলি দেন। প্রসাদ হিসেবে ভক্ত ও বাসিন্দাদের মধ্যে খিচুড়ি, মিষ্টি ও ফল বিলি করা হয়। পুজো উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহ ধরে মেলা ও যাত্রাপালার আয়োজন করা হয় বলে মন্দিরের পুরোহিত জানিয়েছেন।

> দুর্গাপুজো নয়, আমরা সারাবছর ধরে এই বালাইচণ্ডীর পুজোর দিকেই তাকিয়ে থাকি। দশমীর রাত থেকে টানা পাঁচদিন নতুন পোশাক পরে পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন সকলে। অবশ্য দেবী বালাইচণ্ডীর প্রতিমায় চার হাত রয়েছে। অসুর, মহিষের কোনও অস্তিত্ব নেই। সিংহের পিঠে বালাইচণ্ডীর পাশে লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতীর প্রতিমা থাকে।
>
> **রমেন বর্মন** সভাপতি,
> বালাইচণ্ডীপুজো কমিটি

পুজো কমিটির সম্পাদক সুবল বর্মন, পুজো কমিটির কার্যনির্বাহী সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র বর্মন বলেন, 'পুজো মোট তিনদিন হবে। বলি প্রথা আমাদের এখনও চালু রয়েছে। প্রথম দিনই পাঁঠা, পায়রা বলি দেওয়া হয়। পুজোয় চাঁদা তোলা হয় না। গ্রামবাসীরাই পুজো চালানোর দায়িত্ব বহন করেন।' এই পুজো দেখতে শুধু রায়গঞ্জ শহর নয়, দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

চার্জশিট

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে শুক্রবার ব্যাংকশাল আদালতে চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। তাতে মানিক ভট্টাচার্য, বিভাস অধিকারী ও রত্না বাগচীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

গলাকাটা

শুক্রবার বারুইপুর থানা এলাকায় এক তরুণের গলাকাটা দেহ উদ্ধার হল। তাঁর দেহের পাশে মদের বোতলের ভাঙা অংশ ও প্লাস্টিকের গ্লাস পড়ে ছিল। তরুণের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

সৌজন্য সাক্ষাৎ

দলীয় বিধায়ক ও নেতাদের সঙ্গে কালীঘাটের বাড়িতে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজয়া উপলক্ষ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ। একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তাঁরা।

তরুণ খুন

স্ত্রীর পরকীয়ায় বাধা দেওয়ায় এক তরুণকে খুনের অভিযোগ উঠল। পদ্মপুকুর এলাকায় তাঁর বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার করা হয়। বালিগঞ্জ থানায় তরুণের স্ত্রীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার।

আবার এসো মা... *শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।*

আইনের ফাঁক গলে অবাধে বিক্রি

অ্যাসিড হামলায় দেশে প্রথম বাংলা

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : অ্যাসিড হামলায় গোটা দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সম্প্রতি প্রকাশিত ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র 'ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া ২০২৩' রিপোর্টে রাজ্যের এই ভয়ংকর ছবি উঠে এসেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে সারা দেশে অ্যাসিড হামলার ঘটনা ঘটেছে মোট ২০৭টি। এর মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নথিভুক্ত হয়েছে ৫৭টি ঘটনা। অর্থাৎ দেশের মোট অ্যাসিড হামলার ঘটনার প্রায় ২৭.৫ শতাংশই ঘটেছে এই রাজ্যে। এই ঘটনায় ৬০ জন গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন।

গত কয়েক বছর ধরেই অ্যাসিড হামলার মতো নারকীয় অপরাধের ঘটনায় বাংলা প্রথম স্থান ধরে রেখেছে। এর পরের স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, যেখানে ঘটেছে ৩১টি ঘটনা ।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মূল কারণ কোথায়? অ্যাসিড হামলার শিকার হওয়া মানুষজন এবং সমাজকর্মীরা আঙুল তুলছেন অ্যাসিডের বেআইনি 'ওভার দ্য কাউন্টার' বিক্রির দিকে। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, বহু জায়গায় বিক্রেতারা অ্যাসিড বিক্রির বিস্তারিত রেজিস্টার বা লগ রাখছেন না। ফলে, সহজেই অ্যাসিড চলে আসছে দুষ্কৃতীদের হাতে।

যদিও রিপোর্ট বলছে ২০২৩ সালে রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মোট সংখ্যা সামান্য কমেছে (মোট ৩৪,৬৯১টি মামলা), তবুও কিছু ক্ষেত্রে গভীর ক্ষত থেকেই যাচ্ছে। যেমন, স্বামীর বা আত্মীয়দের দ্বারা নিষ্ঠুরতার মামলায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান (১৯,৬৯৮টি মামলা) উত্তরপ্রদেশের পরেই। কিন্তু এই ধারায় ভুক্তভোগীর সংখ্যায় (২০,৪৬২ জন) বাংলাই দেশের মধ্যে শীর্ষে।

অ্যাসিড হামলার মতো নৃশংস অপরাধের ঘটনায় ধারাবাহিকভাবে রাজ্য শীর্ষে থাকলেও আইনের ফাঁক গলে প্রাণঘাতী অ্যাসিড কীভাবে এত সহজলভ্য হচ্ছে সে প্রশ্নও তুলেছেন অনেকেই।

অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার এবং পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে এই অপরাধ কমবে না।

প্রার্থী বাছাই শুরু তৃণমূলের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমের মধ্যেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল তৃণমূল। গত দু'মাস ধরে তৃণমূলের জেলাস্তরের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন জেলায় দলের কয়েকজন বিধায়কের ভাবমূর্তি ও পারফরম্যান্স নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বেশ কয়েকজন বিধায়ক যে টিকিট পাচ্ছেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। বিধানসভার অধিবেশনে নিয়মিত হাজির থাকার জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়কদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকজন বিধায়ক বিধানসভায় নিয়মিত গরহাজির ছিলেন। তাঁদের তালিকাও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন অভিষেক। এমনকি কয়েকজন মন্ত্রীর ভূমিকাতেও ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে ওই বিধায়ক ও মন্ত্রীরা যে দলের টিকিট পাবেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত বলেই মনে করছেন দলের শীর্ষনেতারা ।

ফের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লার। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত উত্তর হাওড়া কেন্দ্র থেকে তিনি বিধায়ক হয়ে মন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হয়েছে। ফলে তাঁকে ফের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যেতে পারে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু এই বিধায়করাই নন, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মুর্শিদাবাদ জেলার আরও কয়েকজন বিধায়কেরও এবার টিকিট না পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এবার বেশকিছু নতুন মুখ উঠে আসার সম্ভাবনাও প্রবল। ছাত্র ও যুব নেতাদের একটি বড় অংশ এবার টিকিট পেতে চলেছেন। আবার শারীরিক অসুস্থতার কারণেও কয়েকজন বিধায়ক এবার প্রার্থী না হতে চেয়ে দলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

উত্তরের আসনেই নজর বিজেপির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গকে পাখির চোখ করেই উত্তরবঙ্গে ২০২৬-এ রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নামতে চাইছে বিজেপি। জেতা আসন ধরে রেখে উত্তরবঙ্গে দলের আসন বাড়ানোই এই মুহূর্তে মূল লক্ষ্য। সে কারণে, উত্তরবঙ্গের বিধায়কদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন কেন্দ্রের সহকারী নির্বাচনি পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব। সূত্রের খবর, পুজো কাটলেই উত্তরবঙ্গে গিয়ে দলের বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

শুক্রবার সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব ও সহকারী পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক সতীশ ধন্ড, অমিত মালব্য সহ রাজ্য বিজেপির চার সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

'২১-এর বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের ৫৪ আসনের মধ্যে ৩০টি পেয়েছিল বিজেপি। গত সাড়ে চার বছরে উত্তরবঙ্গে দলের জেতা আসন হাতছাড়া হয়েছে ৫টি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে দলের শক্তিবৃদ্ধিতে উত্তরবঙ্গের জেতা আসন ধরে রেখে আরও অন্তত ১০টি আসনে জয়ের লক্ষ্য স্থির করে এগোতে চাইছে বিজেপি। তার জন্য দলের সাংগঠনিক শক্তি যাচাই, প্রার্থী নির্বাচন এবং প্রচারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চাইছেন বনসল। উত্তরবঙ্গে দলের জেতা প্রার্থীদের খুব বেশি সংখ্যায় রদবদল করতে চান না বনসল। সূত্রের খবর, ৫টি হারানো আসন ছাড়া ২ থেকে ৪টি আসনে প্রার্থী বদল হতে পারে। মূলত বয়সজনিত কারণে। নিশীথ প্রামাণিক বলেন, 'নবীন-প্রবীণ মিশিয়েই আমরা দলের শক্তিবৃদ্ধি করতে চাই।'

কলকাতায় দীর্ঘক্ষণ যান নিয়ন্ত্রণ

কার্নিভালে কাল ১১২ পুজো শামিল

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : রেড রোডে রবিবার দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। শহরের সেরার সেরা প্রতিমাগুলি কার্নিভালে অংশ নেবে। শুক্রবার থেকে সেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। পুজোর শেষে এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন দর্শনার্থীরা। প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানে থাকেন বিদেশি অতিথিরা। কার্নিভালের কারণে শহরের একাধিক রাস্তায় যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে নির্দেশিকা জারি করেছে লালবাজার।

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই দিন একাধিক রুটে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এবছর ১১২টি পুজো কার্নিভালে অংশ নেবে। রবিবার দুপুর দুটো থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে।

রবিবার দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত এজেসি বোস রোডে এক্সাইড ক্রসিং থেকে হেস্টিংস ক্রসিং, নিউ রোড, লাভার্স লেন, রেড রোডে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করতে পারবে না। ৩টের পর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর নির্দেশিকা অনুযায়ী পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করতে পারবে। হেস্টিংস ক্রসিং থেকে লাভার্স লেন অবধি খিদিরপুর রোডে দুপুর ২টো থেকে কার্নিভাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে। অন্যান্য গাড়ি বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। কার্নিভালের গাড়ির ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। দুপুর ২টো থেকে জওহরলাল নেহরু রোড ক্রসিং, মেয়ো রোডে যান চলাচল বন্ধ থাকছে। এছাড়াও দুপুর ২টো থেকে রেড রোড, লাভার্স লেন, পলাসি গেট রোড, এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প, কুইনসওয়ে বন্ধ থাকছে। শনিবার রাত ১২টা থেকে কার্নিভাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত আরআর অ্যাভিনিউ ও এসপ্ল্যানেড রো'র মধ্যে এবং চৌরঙ্গি রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, ক্যাথিড্রাল রোড, কুইন্সওয়ে, মেয়ো রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, আরএন মুখার্জি রোড, হেয়ার স্ট্রিটে গাড়ি পার্কিং করা যাবে না। এজেসি বোস রোড, চৌরঙ্গি রোড, আউট্রাম রোড, মেয়ো রোড বা আরআর অ্যাভিনিউ ধরে হেঁটে কার্নিভাল দেখতে আসা যাবে।

চলতি বছর কার্নিভালে রেকর্ড সংখ্যক পুজো কমিটি অংশ নিতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। ২০১৬ সালের পর থেকে এবছরই বেশি সংখ্যক পুজো কমিটি কার্নিভালে অংশ নেবে।

গত বছর ৮৯টি, ২০২২ ও ২৩ সালে প্রায় ১০০টি পুজো অংশ নিয়েছিল। দশমীর পর এদিন একাদশীতেও প্রতিমা নিরঞ্জন চলছে। ঘাটগুলিতে সকাল থেকে কলকাতার পুরসভার তরফে কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে। বাগবাজার, বাজে কদমতলা, নিমতলা, গোয়ালিয়র ঘাটে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন করা রয়েছে। এছাড়াও সাতটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটে ওয়াচটাওয়ার থেকে নজরদারি চলে। প্রতিটি ঘাটে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তাদের নেতৃত্বে নজরদারি করা হয়। ৫ তারিখ পর্যন্ত বাবুঘাট সংলগ্ন রেললাইনে চক্ররেল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

- রবিবার দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত এজেসি বোস রোডে এক্সাইড ক্রসিং থেকে হেস্টিংস ক্রসিং, নিউ রোড, লাভার্স লেন, রেড রোডে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করতে পারবে না

পথ নির্দেশিকা

- হেস্টিংস ক্রসিং থেকে লাভার্স লেন অবধি খিদিরপুর রোডে দুপুর ২টো থেকে কার্নিভাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে
- অন্যান্য গাড়ি বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে
- দুপুর ২টো থেকে জওহরলাল নেহরু রোড ক্রসিং, মেয়ো রোডে যান চলাচল বন্ধ থাকছে

হতাশাই সম্বল কর্মচ্যুতদের

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : ঠাকুমা বলেছিলেন, সৎ পথে থাকলেই জীবনে উন্নতি সম্ভব। কিন্তু সৎ পথে চাকরি করে উন্নতি তো হলই না, বরং দুর্নীতি অসুরের মতো থাবা বসাল। মা দুর্গা চলে তো গেলেন, 'অসুর'-এর বিনাশ তাঁর আশীর্বাদে ঘটবে কি? এই প্রশ্ন তুলে চাকরিহারা শিক্ষক কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী বুঝিয়ে দিলেন, সবার পুজো এক হয় না। চলতি বছরের দুর্গোৎসব চাকরিহারাদের কাছে আতঙ্কের সামিল।

কারও পরিবারে এবার পৌঁছোল না নতুন জামা, কারোর সন্তান আবার পেল না বাবা-মা-র সংস্পর্শ। বহু চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা বেতনের অভাবে মেটাতে পারেননি হোম লোনের মাসিক কিস্তিও। কৃষ্ণগোপালের কথায়, 'এতটাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি যে, পরিবারকে নতুন জামা, জুতো কিনে দিতে পারিনি। তাই লজ্জায় পুজোয় স্ত্রী ও সন্তানকে আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে একা থেকেছি। ঠাকুর দেখতে যাওয়াও এবছর বিলাসিতা বলে মনে হয়েছে।' দুই সন্তানের আবদার অবশ্য ফেলতে পারেননি চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম। হতাশ গলায় তিনি বললেন, 'ছেলেমেয়ের আবদারে পুজোয় মন খারাপ নিয়েও ঘুরতে বেরিয়েছি। ওদের আর কী করে বোঝাব আমার পরিস্থিতি! প্রিয়জনেরা এতটাই ভেঙে পড়েছে যে, পুজো তাঁদের কাছে অভিশাপ মনে হচ্ছে।' বনগাঁ এলাকার বাসিন্দা চাকরিহারা শিক্ষিকা সৌমি বিশ্বাস ক্যানসার আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মানবিক বিবেচনায় তাঁর চাকরি ফিরিয়ে দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। পুজোর মরশুম শেষ হলে তাঁর স্বার্থে আন্দোলনকে আরও জোরদার করা হবে বলে জানালেন রাকেশ। পুজো 'দুঃস্বপ্ন' হওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টকেই কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন তিনি।

দীর্ঘ আন্দোলনের জেরে ও পরীক্ষার প্রস্তুতির কারণে নিজেদের সন্তানদের জন্য বাবা-মায়ের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি চাকরিহারারা। সন্তানকে নিজেদের কাছে ফের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দুর্গাপুজোকেই বেছে নিয়েছেন তাঁরা। চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহার আক্ষেপ, ছেলেমেয়েরা ৫-৬ মাস মাকে কাছে না পাওয়ায় রীতিমতো দূরত্ব তৈরি হয়েছে তাঁদের মধ্যে। সুরাহার আশায় ১০ বছর বয়সি কন্যা সন্তানকে নিয়ে কাউন্সেলিংয়ের দ্বারস্থ হতে হয়েছে তাঁকে। একই পথে হাঁটতে হয়েছে রূপা কর্মকারকেও। ৪ বছর বয়সি পুত্র সন্তানের মন খারাপ দূর করতে এখন তাঁর ভরসা স্কুলের কাউন্সেলররা।

চলতি বছরের দুর্গোৎসব শিক্ষাকর্মীদের কাছে প্রথমবার বেতনহারা উৎসব। হতাশাকে সঙ্গী শিক্ষাকর্মী বিক্রম পোলের আক্ষেপ, 'বাড়িতে অসুস্থ মা-বাবা রয়েছেন। পুজোর দিনে আমি তাঁদের ওষুধ কিনে উঠতে পারিনি। ঘরের লোন মেটানো সম্ভব হয়নি। ব্যাংক থেকে বার বার ফোন আসছে। ভীষণ চিন্তায় কেটেছে এই পাঁচদিন।' অমিতের আক্ষেপ, 'সরকারের দুর্নীতির কারণে চাকরি গেল, আর ভুগছি আমরা। সারা পুজোয় ঘুরতে না বেরিয়ে অনেকেই উপার্জনের আশায় সবজি বেচছেন, ডেটা এন্ট্রির কাজ করছেন, ছোটখাটো ব্যবসার চিন্তা করছেন।'

সুবল সোরেন, সন্তোষকুমার মণ্ডলের মতো শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা যাঁরা অকাল মৃত্যুর শিকার, তাঁদের পরিবারকে চাকরি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন চাকরিহারারা। একইসঙ্গে আদালতে চলছে আইনি প্রক্রিয়াও।

হিন্দমোটরের জমিতে নতুন শিল্পতালুক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : আমেরিকায় এইচ-১বি ভিসা নিয়ে ট্রাম্পের নীতিতে সেখানে ব্যবসায় আগ্রহ হারিয়েছে বহু তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে ২০১৪ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া হিন্দুস্থান মোটরস বা হিন্দ মোটরের ৩৫৫ একর জমি পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে দিয়েছে রাজ্য সরকার। গত মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ায় গ্লোবাল টেন্ডার ডেকেছে শিল্পোন্নয়ন নিগম। তাতেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে মার্কিন মুলুকের বহু স্টার্ট আপ কোম্পানি।

বিধানসভা ভোটের আগে হুগলিতে এই তথ্যপ্রযুক্তিতালুক শুরু হয়ে যেতে পারে বলে আশা করছেন তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের কর্তারা। এই বিষয়ে জোর দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরকে নির্দেশও দিয়েছেন। স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলিকে লজিস্টিক সাপোর্ট রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে দেবে। যাতে এই তথ্যপ্রযুক্তিতালুক বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসকদলের কাছে তুরুপের তাস হতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন, '৩৫৫ একর জমি রাজ্য সরকারের হাতে এসেছে। ওই জমি শিল্পোন্নয়ন নিগমকে দেওয়া হয়েছে। সেখানে তথ্যপ্রযুক্তিতালুক করা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ।'

আমেরিকায় এইচ-১বি ভিসার ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি আমেরিকা থেকে তাদের সংস্থা গুটিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই রাজ্যে নতুন তথ্যপ্রযুক্তিতালুক করে রাজ্যে কর্মসংস্থানের দিশা দেখানোর চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুর থেকে টাটাদের সরানো নিয়ে এখনও মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ হজম করতে হয়। তবে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলি তৈরি হলে তার ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাই নতুন শিল্পতালুকে শিল্প যে আসবে, সেই সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। সেখানে অনুসারী শিল্পেও প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে।'

ভবানীপুর মল্লিকবাড়িতে সিঁদুরখেলায় মাতলেন কোয়েল। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

ক্ষুব্ধ মমতা

দেড় লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ল ডিভিসি

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : বিভিন্ন নদীর ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন চলছে। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির ফলে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে জলস্তর বেশি রয়েছে। এরই মধ্যে হঠাৎ করেই দেড় লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি। তার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে ডিভিসি আচমকা জল ছাড়ায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'বিজয়া দশমীর আনন্দ, উল্লাস এক নতুন আশার প্রতীক। অথচ মানুষকে শান্তিতে উৎসব শেষ করতে না দিয়ে ডিভিসি হঠাৎ করে জল ছেড়েছে। বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে তারা। এটি প্রাকৃতিক নয়, ডিভিসির তৈরি দুর্যোগ।'

হুঁশিয়ারির সুরে মমতা লিখেছেন, 'এভাবে বাংলার মানুষকে বিপদে ফেলা বরদাস্ত করব না। বাংলার বিসর্জন কেউ ঘটাতে পারবে না। ষড়যন্ত্র প্রতিহত করব শক্ত হাতে।' কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আসলে বাঙালি আবেগকে সুড়সুড়ি দিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই কেন্দ্র বিরোধিতার রাজনীতি।' বিপদ এড়াতে নদী তীরবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, ওডিশার ওপর তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপ উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে আগামী সাতদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গ সহ রাজ্যজুড়ে প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বইবে। শুক্রবারই সেচ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উত্তরবঙ্গে ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত ডিভিসি ক্রমাগত জল ছেড়ে যাচ্ছে। বাংলাকে পরিকল্পিতভাবে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা প্রতিটি জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদকে সতর্ক করে দিয়েছি। পরিস্থিতির ওপর আমাদের কর্মীরা নজর রেখেছেন। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ডিভিসির তৈরি করা এই বন্যায় বাংলার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কিন্তু বিজেপির এই চক্রান্ত আমরা প্রতিহত করব। বিজেপি বাংলাকে বারবার হেনস্তা করে।'

দীর্ঘদিন পর মণ্ডপে বাজলো পুরোনো গান

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৩ অক্টোবর : শুরুটা হয়েছিল নিছক মজা দিয়ে, আর বাকি পাঁচটা ট্রেন্ড শুরুর মতোই। কিন্তু তার ফল যে এমন হবে কে জানত! চলতি বছরের দুর্গাপুজোয় বেশিরভাগ মণ্ডপের গণ্ডি পেরিয়ে ঢুকতেই রীতিমতো শোনা গেল আশা, লতা, রাহুল, কিশোর ও সলিল চৌধুরীদের গান। সমাজমাধ্যম খুললেই ছবি, ভিডিও-র সঙ্গে পুজোর এই পাঁচদিন শুধুই বাজতে শোনা গেল, 'এমন মধুর সন্ধ্যায়', 'তুমি এলে না, কেন এলে না', 'সন্ধ্যাবেলায় তুমি আমি' বা 'ওপারে থাকব আমি, তুমি রইবে এপারে'।

শিল্পী মহলের একাংশের মত, মহালয়ার পরপরই সমাজমাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সারদের দৌলতে পুরোনো দিনের পুজোর অ্যালবামগুলি প্রকাশ্যে আসায় এবছর এই গানগুলি ফের সামনের সারিতে উঠে এসেছে। নতুন প্রজন্ম নতুন করে আপন করে নিয়েছে গানের প্রতিটি লাইন। শিল্পীদের আফসোস, চাহিদা থাকলেও টলিপাড়ায় অ্যালবাম রিলিজ বহু বছর ধরে বন্ধ থাকায় পুজোর স্বাদ হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

টাইম মেশিনে করে কিছু বছর আগে ফিরে গেলেই দেখা যাবে, গ্রামোফোনের ডিস্ক থেকে শুরু করে দীর্ঘ বিবর্তনের পর অডিও ক্যাসেটই ভরসা ছিল প্রতিটি পাড়ার পুজোমণ্ডপগুলির। চারের দশক থেকেই পুজোর গানের জন্য উন্মাদনা শুরু হয়েছিল শ্রোতাদের মধ্যে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পড়তেই প্রকাশিত হতে শুরু করত একাধিক পুজোর গান সম্বলিত অ্যালবাম। এখন তা পা দিয়েছে 'নিউ সিঙ্গল রিলিজড' ফর্মে। বিগত ৮-১০ বছর ধরে অ্যালবামের ঐতিহ্য মিশেছে সমাজমাধ্যম ও গানের অ্যাপগুলির প্লে লিস্টের বেড়াজালে।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ
আধুনিক
বাংলা গান
সংকলন ও সম্পাদনা :
সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় ও সরোজ ঘোষ
দ্বিতীয় ভাগ

পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর মত, এখন সারা বছরই পুজো! আগের মতো পুজো শুরুর সেই আবেগ নেই। সবাই এখন শিল্পী। তাই পুজোর গানের উত্তেজনা হারিয়েছে।

এখন 'থিম মিউজিক', 'রিমেক'-এর ভিড়ে উধাও হয়েছে সেইসব সুরের জন্য বাঙালির দীর্ঘ অপেক্ষা।

শিল্পী সৈকত মিত্রের আফসোস, '২০০৮-১০ সালে শেষ পুজোর গান রেকর্ড করেছি। রেডিও সম্প্রচার ফিকে হয়ে যাওয়া গান হারিয়ে যাওয়ার এক অন্যতম কারণ।

৮ ও ৯-এর দশকের পর থেকে দোকানে দোকানে অ্যালবাম বিক্রি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষতির ভয়ে এইচএমভি-র মতো কোম্পানিরা ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। নিজেদের পকেটের পয়সা দিয়ে শিল্পীরাই বা আর ক'দিন গান তৈরি করতে পারবেন? আমাদের গোল্ড ডিস্ক নামক কোম্পানিও একসময় এই কারণেই উঠে যায়। কোনও কোম্পানি আর বিনিয়োগ করছে না। সমাজমাধ্যমে যে গানগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, তার প্রভাবও একেবারেই সুদূরপ্রসারী নয়।'

শিল্পী নাজমূল হক বলেন, 'আমার নিজের ১৩টি পুজোর গানের অ্যালবাম রয়েছে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত শেষ রেকর্ডিং করেছি। বর্তমানে মানুষের হাতে বিকল্প বেড়ে যাওয়ায় গান টিকিয়ে রাখা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ৩০ সেকেন্ড গান শোনা মানে সেটাই এখন আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি। সমাজমাধ্যমের দৌলতে পুজোর গান ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠলেও মানুষের হৃদয় ছুঁতে পারছে না।'

মাইকে মাইকে টক্কর যখন ইতিহাসের পাতায় যাওয়ার অবস্থায়, ঠিক তখনই বিসর্জনের স্পিকারে ফের এবার বেজে উঠল 'আর কত রাত একা থাকব'।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৩৪ সংখ্যা, শনিবার, ১৭ আশ্বিন ১৪৩২

সংঘের যাত্রা

ধীর পদক্ষেপ এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে একশো বছর পার করে ফেলল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। ভারতের রাজনীতিতে শতাব্দীপ্রাচীন সংগঠন বলতে প্রথমে উঠে আসে কংগ্রেসের নাম। সিপিআইয়ের বয়সও ১০০ পেরিয়েছে। এবার সেই তালিকায় এল আরএসএস-ও। একশো বছর ধরে নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী এগিয়ে চলা কম কথা নয়। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলা নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য।

বাম, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি অবশ্য সংঘের যাত্রাপথকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। বরং সংঘের হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিতভাবেই সোচ্চার তারা। নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিজেপির তাবড় নেতা-মন্ত্রীরা এখন সংঘের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আরএসএসের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ স্মারক-মুদ্রার উদ্বোধন করেছেন মোদি। ঘটনাচক্রে এবার আরএসএসের শতবর্ষপূর্তি এবং জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মজয়ন্তী একইদিনে পড়েছে।

কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা মনে করে, আরএসএস হল সেই বিচারধারা, যা গান্ধিজিকে হত্যা করেছিল। অপরপক্ষ অবশ্য আরএসএস-কে ত্যাগ ও সেবার প্রতীক হিসেবে গণ্য করে। কংগ্রেস ও বামেরা চিরকাল আরএসএসের বিরোধী। যদিও সিপিএম জরুরি অবস্থার সময় গেরুয়া শিবিরের সুরে সুর মিলিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল। রাজীব গান্ধিকে ক্ষমতাচ্যুত করতেও বিজেপির হাত ধরেছিল সিপিএম।

তবে ইদানীং বিজেপির পাশাপাশি আরএসএসের সমালোচনাতেও সরব সিপিএম। রাহুল গান্ধি গত ১১ বছর ধরে চড়া সুরে আরএসএসের বিরোধিতা করছেন লাগাতারভাবে। আরএসএস-বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের লড়াইকে তিনি গত ১১ বছর ধরে দুই বিচারধারার লড়াই বলে চলেছেন।

নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আরএসএসের একের পর এক অ্যাজেন্ডা পূরণ করার ব্রত পালন চলছে। দেশের শাসনব্যবস্থায় সংঘের হিন্দুত্ববাদী ভাবনার প্রভাব এখন ব্যাপক। জওহরলাল নেহরুর ভাবনার সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ব্যবস্থাকে ভেঙে হিন্দুত্ববাদী সমাজ গড়ে তুলতে আরএসএস দীর্ঘ ১০০ বছর ধরে পরিশ্রম করেছে। সেই পরিশ্রমের ফল এতদিনে চাক্ষুষ করা যাচ্ছে।

শুধু শাসনব্যবস্থায় নয়, দেশের রাজনীতিতেও ধর্মনিরপেক্ষতাকে চাপের মুখে ঠেলে দিতে পেরেছে আরএসএস। হিন্দুত্ববাদী ভাবনা বর্তমানে দেশের দলনির্বিশেষে রাজনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। বিজেপি-আরএসএসের পাশাপাশি হিন্দুত্বের প্রতিযোগিতায় নেমে বিরোধী দলগুলি ঘটা করে মন্দিরের উদ্বোধন করছে, পূজার্চনা করছে, নেতারা কপালে তিলক কাটছেন। সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলেও বিরোধীরা ধর্মীয় উৎসবে জড়িয়ে পড়ছে।

সংবিধানে দেশের মূল কাঠামো ধর্মনিরপেক্ষতা বলে লেখা থাকলেও যেভাবে ধর্মকে রাজনীতির অন্যতম বড় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা চলছে, ধর্মকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনীতি যেভাবে আবর্তিত হচ্ছে, তা আরএসএস ও তাদের মতাদর্শের নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য। কংগ্রেস একদা দেশের সবথেকে বড় রাজনৈতিক শক্তি ছিল। ভোটে জিততে সেই কংগ্রেসের মূল শক্তি নেহরু-গান্ধি পরিবারের সদস্যদের এখন দিনের পর দিন পদযাত্রা করতে হচ্ছে।

আরএসএস যে অনেক প্রতিকূলতাকে জয় করে ১০০ বছরের গণ্ডি পেরিয়েছে, সেটা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত না থাকা, গান্ধিজিকে হত্যার চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকা ইত্যাদি অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও দেশে আরএসএসের শাখা বাড়ছে, দলে দলে মানুষ সংঘের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। হতে পারে সেটা হিন্দুত্ব, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের জোয়ারের কারণে।

যে কারণই হোক, শতবর্ষ পেরিয়ে আরএসএস দেশের রাজনীতিতে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। অথচ ১৯২৫ সালে আরএসএসের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেও শতবর্ষ পরে সিপিআইকে দেশে শুধু দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হয়। দেশে মার্কসবাদ, কমিউনিজম, সমাজতন্ত্রের চর্চাও ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, আরএসএস বহালতবিয়তে শক্তি বাড়াচ্ছে। আরএসএস-কে তাই শুধু গালমন্দ করে লাভ নেই, অন্য মতাদর্শটির কেন এমন দশা হল, তার উত্তর খুঁজে বের করা সংঘের সমালোচকদের কর্তব্য।

অমৃতধারা

ঈশ্বর তোমায় বাণী পাঠান না কারণ তোমার শ্বাসের চেয়েও তিনি বেশি কাছের। তিনি শুধু তোমায় জাগিয়ে তোলেন। তুমি কখনও ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পার না। ঈশ্বরের সমীপ হবার চেষ্টায় আন্তরিক হও, তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করও না। তাঁর শরণে তোমাকে যেতেই হবে- আজ নয়তো আগামীকাল। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে ভয়ের কোনও স্থান নেই। ঈশ্বরের কাছে শাস্তি পেতে ভয় পেও না। তোমার প্রতি তাঁর ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখ। ঈশ্বর বৈচিত্র্যপ্রেমী। তিনি শতনামে শত আকারে ও বৈচিত্র্যে প্রকাশমান। তাঁর বৈচিত্র্যময়তাকে স্বীকার করে নিতে পারলেই তুমি ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাসের আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

শিরদাঁড়া খোঁজার পালা যে শেষ হল না

আরও একটি পুজো চলে গেল। বাঙালির বছরের সেরা চারদিনের উপলব্ধিতে রইল অনেক কিছুই।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দেবীর বিদায়পর্বে সিঁদুর খেলা। চণ্ডীগড়ে। ছবি : এএফপি

টেলিভিশনেই এসব বেশি দেখায়। দুর্গাপুজোর সময় মাঝে মাঝেই তাই টিভি খুলে দেখছিলাম, সেই প্লাস্টিকের শিরদাঁড়াটা কি খুঁজে পাওয়া গেল কোথাও? কোনও ডাস্টবিনে, কোনও আলমারিতে?

বছরখানেক ধরেই খুঁজে বেড়াই। পাই না। পাইনি কোথাও।

সেই যে সাদা রঙের শিরদাঁড়া, যা নিয়ে মিছিল করে উত্তেজিত ডাক্তাররা রেখে এসেছিলেন লালবাজারের পুলিশ কমিশনারের টেবিলে! আমরা দেশ থেকে প্রবাসে, বঙ্গ চিকিৎসকদের বীররসে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলাম! কোথায় গেল, কোথায় গেল সেই শিরদাঁড়াটা? বাঙালির বৃহত্তম উৎসব দু'-দু'বার চলে গেল হর্ষ এবং বিষাদ জাগিয়ে! ডাক্তাররা তো সেই মেরুদণ্ডের কথা ভুলেই গেলেন। আবার যে যাঁর কাজে ব্যস্ত।

আর আমরা অন্য পেশার মানুষও তা ভুলে গেলাম অতি সহজে। যে শিরদাঁড়া নিয়ে আমরাও মাঝে মাঝে অনেকে ফেসবুক পোস্টে লিখি, 'শিরদাঁড়াটা কোথায় গেল? শিরদাঁড়াটা আছে তো তোর?'

তা ভাইয়েরা...ও হো আজকালকার রিলসের যুগে তো এসব চলবে না! গাইস বলে শুরু করতে হবে। নইলে মান থাকবে না।

তা 'গাইস' বলেই শুরু করি। গাইস...গত এক বছরে আমরা শিরদাঁড়া সোজা রেখে কাজ করার কী কী নমুনা দেখলাম আমাদের চারপাশে?

পুজোর আগে খুব বাংলা বাংলা হল আমাদের রাজ্যে। অথচ পুজো প্যান্ডেলের চারদিকে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের যা ছবি দেখলাম, তাতে অনেকেই ফিরে এসে বাংলা ভুলে যাবে। বিশেষত নতুন প্রজন্ম।

কলকাতায় বহুজাতিক স্টারবাকসের সামনে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম হোর্ডিংয়ে বাংলা দেখে। স্টারবাকস হয়ে উঠেছে স্টারবাক্স। পাশের লেখাটি আরও ভয়ংকর... এ টাটা মৈত্রী বন্ধন।

বিভিন্ন জায়গায় প্যান্ডেলের হোর্ডিংয়ে দেখলাম-'খাও গুডনেস, করো স্মার্টনেস!' নিকুচি করেছে রে বাবা গুডনেসের! এ আবার কীরকম বাংলা...'করো স্মার্টনেস'? সব বাচ্চারা এরকমভাবে 'করো স্মার্টনেস' বলতে শুরু করে দিলে বাংলা ভাষাটার কী স্মার্টনেস থাকবে, সেটা ভাবতে থাকুন। চিরকালের প্রবাসী বাঙালি ও গুগল ট্রান্সলেশনে বিশ্বাসীদের দিয়ে বিজ্ঞাপনে কাজ করাতে গেলে এরকমই হবে। বাঙালি বিজ্ঞাপনী লেখকরাই অতীতে লিখেছেন কবিদের চেয়েও শক্তিশালী সব লাইন। সব কি হারিয়ে যাবে? এখানে শিরদাঁড়া দেবে কে, কে জানে!

শিরদাঁড়া কি সত্যিই বাঙালির রয়েছে? সোদপুর স্টেশনে নবমীর রাতে এক বাঙালি তরুণীর ওপর চড়াও হয়ে শ্লীলতাহানি ও মারধর করল ৭-৮ জন অবাঙালি ছেলে। এত বঙ্গসন্তান সে সময় ঠাকুর দেখতে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। কেউ এগিয়ে পর্যন্ত এল না চিৎকার শুনে। এদেরই কেউ আবার ফেসবুকে বিপ্লব করবে, বলবে, শিরদাঁড়াটা...। সবই যদি সরকার ও পুলিশ করে, তা হলে এই 'শিরদাঁড়াযুক্ত' বঙ্গসন্তানের দল করবে কী?

শিরদাঁড়া যে কার আছে, কার নেই, সেটা বোঝা খুব মুশকিল কিন্তু। এশিয়া কাপ ক্রিকেটের কথা ধরুন। সদ্য শেষ হল বলে কথাটা তুলেই ফেলি। ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা যা করলেন, তা নিজেরা করলেন, না কেন্দ্রীয় সরকারের কথায়, এই প্রশ্নটা এখন অবান্তর। দুটো দেশই যা করেছে, এককথায় তা মস্তানি, অভদ্রতা। ক্রিকেটের মতো ভদ্রলোকের খেলা এসব হতে পারে না। মেনে নিন। ফুলস্টপ। দাড়ি।

ভারতীয়রা পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মেলানোয় জয়ধ্বনি দিয়েছে আমাদের এখানে অনেক মানুষ, অনেক মিডিয়া। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট শব্দটাই এরা কি তুলে দিতে চান খেলা থেকে? নাকি বিনয় দেখানো ভীরুতার লক্ষণ? পহলগাম নিয়ে প্রতিবাদ করার জন্য তো পাকিস্তানের সঙ্গে না খেলাই সবচেয়ে ভালো শিরদাঁড়ার কাজ হতে পারত। খেলব, আবার অসভ্যতাও করব, এটা পৃথিবীর কোনও দেশে হয় নাকি? আইসিসি ফিফা নয় বলে, ভারতের হাতেই হুঁকো খায় বলে ভারতীয় বোর্ড শাস্তি পায় না।

এশীয় ক্রিকেট প্রধান পাকিস্তানি নেতা বলে আমরা তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নিতে যাইনি। এটা কি খুব বাহাদুরি? এই সিদ্ধান্তগুলো সূর্যকুমার যাদব বা দেবজিৎ শাইকিয়ারা নিতেই পারেন না। সাহস নেই। অবশ্যই এখানে অমিত শা-জয় শা'র মাথা কাজ করেছে। বিসিসিআই এখন আক্ষরিক অর্থে বিসিসিবি-বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন বিজেপি। বোর্ডটা বিজেপির, আরও খুল্লম খুল্লা বললে শা-দের পিতা-পুত্রের। তাঁরা জানেন, এদেশে ধর্মের পর ক্রিকেট থেকেই বেশি নাম ও যশ। তাই আমাদের বোর্ডের সচিব এবং প্রেসিডেন্টের নাম শুনতে পাবেন না। প্রেসিডেন্ট রজার বিন্নি যে নিঃশব্দে রাজ্যপাট ছেড়ে চলে গেলেন, তাঁর কথা কোথাও শুনেছেন?

এশিয়া কাপের কুনাট্যে পাকিস্তানিদের দোষ অবশ্যই আছে! বাংলাদেশি কর্তার কাছ থেকে পুরস্কার নিয়ে যেভাবে তা ফেলে দিল পাক ক্রিকেটার, তা আসলে বাংলাদেশকেও অপমান। তবে ভেবে দেখলে যাবতীয় অভদ্রতার যাত্রাপালা শুরু করেছিলাম কিন্তু আমরাই। করমর্দন না করা যে বীরত্ব নয়, সেটাই বোঝেননি অনেকে। কপিল দেব এবং কিরমানি ছাড়া আমাদের কোনও 'ভগবান' ক্রিকেটারই প্রকাশ্যে কড়া নিন্দা করেনি ভারতীয় বোর্ডের! বরং মুখে অনেকে ধন্য ধন্য করেছে! এই সুযোগে শিরদাঁড়া যে আমাদের ক্রিকেটারদের কোথায়, তা আমরা বুঝে গিয়েছি!

রাজনীতিবিদরা ক্রিকেটের মাধ্যমে ফায়দা তুলতে গেলে কী দাঁড়ায়, ভারত দেখাল এশিয়া কাপে। অতই যখন পাকিস্তানের ওপর ঘৃণা, তাহলে খেলতে কে বলেছিল? না খেললেই তো হত। পাকিস্তান ক্রিকেটের যে এত লজঝড়ে অবস্থা, সেটাও রাজনীতির জন্যই। ওদের অবস্থাও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো না হয়! যে পারবে, মেরে হারিয়ে তক্তপোশ করে দেবে।

বাংলাদেশকে দেখুন। তাদের সর্বকালের সেরা, এক নম্বর ক্রিকেটার সাকিবকে হুংকার দিচ্ছেন সেদিনের এক ছেলে আসিফ। স্রেফ ইউনূসের ক্রীড়া উপদেষ্টা হওয়ার সুবাদে। দেশের সেরাকে নির্বাসনে পাঠিয়েও আসিফদের হিংসা মেটেনি। তিনি সাকিবকে ছিটকে দিয়েছেন দল থেকে। কেন? না, সাকিব হাসিনা সমর্থক ছিলেন! কেউ হাসিনার সমর্থক হলে যে তাঁর ক্রিকেটটা নষ্ট হয়ে যাবে, মিথ্যে হয়ে যাবে, সে তো আর হতে পারে না। বাংলাদেশ বোর্ড দখল করার জন্য সে দেশে উঠেপড়ে লেগেছেন নেতারা। ওদিকে দল ডুবছে ডুবুক। শিরদাঁড়াটি কোথায় কে রাখল, কারও খেয়াল নেই।

খেলার কথাই যখন উঠল, তখন মোহনবাগানের এএফসি'র টুর্নামেন্ট থেকে আবার হাস্যকর সরে যাওয়ার কথা তুলতে হবেই। বাঙালির সাধের মোহন-ইস্ট এখন মরণমুখী গান গায়। শিরদাঁড়াও আচমকা আচমকা হাওয়া হয়ে যায়!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় সচিব-প্রেসিডেন্ট পদে সমঝোতা হয়েছিল মোহনবাগানে। তবে সন্ধি সেখানে কথার কথা। সাময়িক। ক্লাবটা যখন সঞ্জীব গোয়েঙ্কারই, তখন তিনি কার কথায়, পরপর দু'বার এই না খেলার সিদ্ধান্ত নিতে গেলেন কে জানে!

এখন যে এএফসি মোহনবাগানকে দীর্ঘদিন সাসপেন্ড করতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে, তার জন্য তো কর্তারাই দায়ী। শিরদাঁড়াটা কোথায় রাখলেন তাঁরা? বিশেষত যেখানে অযথা দুর্বল টিম নামিয়ে কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে মোহন প্রেসিডেন্ট সগর্বে বলেছিলেন, 'ওরা কলকাতা লিগকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ওরা তো এএফসি খেলছে না। আমাদের এএফসি'র দিকে নজর আছে।' এটা এএফসি টুর্নামেন্টের দিকে নজর দেওয়া হল? আসলে মোহনকর্তারা ইরানে খেলতে গেলেন না স্রেফ ভয়ে। টিমের বর্তমান দুরবস্থা দেখে। সেই শিরদাঁড়ার অভাব! যদি ইরানের কাছে বড় ব্যবধানে হারতে হয়, তা হলে তো আইএসএলে প্রভাব পড়বে। এই কর্তাদের কারও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পাওয়ার স্বপ্ন নেই।

একইভাবে বাংলা সিনেমার মাথারাও মাঝে মাঝে শিরদাঁড়া হারিয়ে আত্মসমর্পণ করে রাজনীতির মাথাদের কাছে। এবারই তো পুজোয় রঘু ডাকাত-রক্তবীজের প্রচারে, পালটা প্রচারে লজ্জাজনকভাবে নেমে পড়লেন শাসকদলের নেতারা। লম্ফঝম্প চলল, ব্যবসাপত্তরের হিসেব দেওয়া শুরু হল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। পরে বোঝা গেল, কোনও ছবিই বাঙালির হৃদয়ের ছবি হয়ে ওঠেনি। যা দেখতে ছুটবে বাঙালি।

প্রশ্ন উঠবে, এসব কথার নকল লড়াই কি নেতিবাচক প্রচার দিয়ে লোক টানার জন্য? একই প্লেয়ার দুটো টিমের হয়ে খেলছে!

বাঙালির সিনেমা-গান-থিয়েটারের বৃত্তটা আজ অত্যন্ত ছোট। ফারাক শুধু একটাই-সিনেমাপাড়ার কিছু নাম কিছু না করেই প্রচার নিয়ে চলে যান প্রয়োজনীয় লোকদের ধরে।

শিরদাঁড়া না থাকায় বিচিত্র সংকটে বাংলা সিনেমা এখন। দুটো-তিনটে প্রশ্নের মধ্যে হাবুডুবু খান পরিচালক, প্রযোজকরা। এক, ভালো সিনেমা করলে তার জন্য হল পাব কোথায়, দর্শকই বা আসবে তো? দুই, প্রচারের কথা ভাবব আগে, না ভালো সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা করব আগে? তিন, সরকারি দাদা-ভাইদের চটালে তো সিনেমা করা যাবে না। কী করব তাহলে?

এসব নেতিবাচক কথাবার্তার মাঝে পুজোর সেরা মুকুটটি তা হলে কাকে দেবে বাঙালি? পাবে তারাই, যারা সারাবছর ধরে বাঙালির বিদ্রুপ, কটাক্ষ ও গালাগালের শিকার। পুলিশরা। বছরের পর বছর তারা সাফল্যের সঙ্গে পুজোয় লক্ষ লক্ষ মানুষ সামলায় গ্রাম থেকে মহানগরে। ছুটি বাতিল করে, নিজের পরিবারকে ঠাকুর দেখা থেকে বঞ্চিত করে। রীতিমতো থ্যাঙ্কলেস জব। অথচ প্রতিবারই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ।

তাদেরকেই আমরা শিরদাঁড়া উপহার দেব বলে মিছিলে হেঁটেছিলাম না?

আজ

১৯৩১

শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৯৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ।

আলোচিত

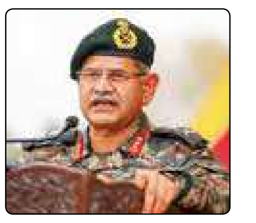

অপারেশন সিঁদুর প্রথম পর্বে আমরা সংযম দেখিয়েছিলাম। কিন্তু এবার আমরা এমন কিছু করব যাতে ভূগোল বইয়ে ওদের নাম থাকবে কিনা, ভাবতে হবে ইসলামাবাদকে। পাকিস্তানকে মানচিত্রে থাকতে হলে জঙ্গিপনায় মদত জোগানো বন্ধ করতে হবে।

- উপেন্দ্র দ্বিবেদী
(সেনাপ্রধান)

ভাইরাল/১

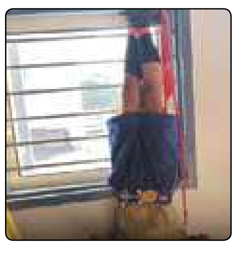

দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রকে বাড়ির কাজ দেওয়া হয়েছিল। সেটা না করে সে স্কুলে আসে। হরিয়ানার সোনপথের স্কুলটির প্রিন্সিপাল ছাত্রকে শাস্তিস্বরূপ উলটো ঝুলিয়ে দেন। পুলিশ অধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভাইরাল/২

আহত মহিলাকে পিঠে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন এক ট্রাফিক কনস্টেবল। নবরাত্রীর সময় মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে ওই মহিলা আহত হন। কিছু না পেয়ে পিঠে চাপিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালে নিয়ে যান ট্রাফিককর্মী। প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা।

জনমন
জনমত

পাকিস্তানের সঙ্গে না খেললেই বোধহয় ভালো হত

দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর উৎসবমুখরিত রাতে এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারত জিতল ৫ উইকেটে। ভারতের এই বিজয় প্রাপ্তিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কিন্তু ভারতের এই জয়ের সঙ্গে এশিয়া কাপ ২০২৫ রেখে গেল অনেক প্রশ্ন। শুরু থেকে শেষপর্যন্ত লেগে থাকল শুধু বিতর্ক আর বিতর্ক। কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়ের 'যত কাণ্ড কাঠমান্ডুর' মতো করে হয়তো বলাই যায় 'এত কাণ্ড এশিয়া কাপে'! ভারতের জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অপারেশন সিঁদুরের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। গ্রুপ লিগের খেলায় জয়ের পর ভারতের পাকিস্তানের সঙ্গে হাত না মেলানো এবং পহলগামে জঙ্গিদের হাতে নিহত হওয়া ভারতীয় পর্যটকদের কথা উল্লেখ করে সেনাবাহিনীকে জয় উৎসর্গ করা, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি জন পাইক্রফটের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে পক্ষপাতিত্বের জন্য নালিশ করে তাঁকে বহিষ্কারের আবেদন করা, মাঠের মধ্যে দুই দলের দৃষ্টিকটু রেষারেষি, সাহিবজাদা ফারহানের গান, সেলিব্রেশন, হ্যারিস রউফের দর্শকদের উদ্দেশে ফিল্ডিংয়ের সময় যুদ্ধবিমান ধ্বংসের কাল্পনিক নমুনা তুলে ধরা, হ্যারিস রউফকে আউট করে জসপ্রীত বুমরাহর প্রত্যুত্তর দেওয়া, ফাইনালে দুই অধিনায়কের জন্য দুজন সঞ্চালকের উপস্থিত হওয়া এবং সর্বোপরি এসিসি সভাপতি মহসিন নকভির হাত থেকে পুরস্কার না নেওয়া ইত্যাদি নানা ঘটনায় উত্তাল হয়েছে ক্রিকেট বিশ্ব।

এই এশিয়া কাপ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে গেল 'ফকল্যান্ড' নিয়ে আর্জেন্টিনার ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ১৯৮২-র লড়াই। ১৯৮৬ মেক্সিকো ওয়ার্ল্ড ফুটবলের মাঠে কোয়ার্টার ফাইনাল (আর্জেন্টিনা বনাম ইংল্যান্ড) হয়ে উঠেছিল যেন সেই ফকল্যান্ড যুদ্ধেরই প্রতিফলন! মনে পড়ে মারাদোনার 'হ্যান্ডস অফ গড'! আজ ৩৯ বছর পর যেসব হারিয়ে গিয়েছে কালের গর্ভে।

পহলগামে জঙ্গিদের হাতে নিহত হওয়া আমাদের ভাই-মা-বোনদের আমরা কোনও দিন ভুলতে পারব না। আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা ও গভীর দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করি। আমরা গর্বিত যে আমাদের দেশ তার যোগ্য জবাব দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাই দেবে। সেইসঙ্গে আন্তরিকভাবে চাই এই মৃত্যুমিছিল বন্ধ হোক ও সন্ত্রাসবাদ সমূলে নিপাত যাক। সেই সূত্রে একান্ত ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের না খেলাটাই ছিল বোধহয় সবচেয়ে উচিত কাজ। কিন্তু সেটা না করে খেলা চালিয়ে যাওয়াতে ভারত হয়তো জিতল, কিন্তু হেরে গেল ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেট এবং রেখে গেল অনেক বিতর্ক, যার প্রভাব আগামীদিনে পড়বে কি না তা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। এই বিতর্ক যাতে প্রভাব না ফেলে সেটাই আমাদের একমাত্র কাম্য।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শারদীয়া সংখ্যার ভিড়ে ব্রাত্য শিশুরা

শিশুসাহিত্যের নামে বাংলা বইয়ের বাজারে শুধুই কিশোর সাহিত্য। শুধু শিশুমনের উপযোগী ভালো লেখা কোথায়?

অনির্বাণ নাগ

বিভিন্ন পত্রপত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার ভিড়ে যা হারিয়ে গিয়েছে সেটা হল শিশুসাহিত্য। শিশুসাহিত্যের নামে বাংলা বইয়ের বাজারে যে নিভু নিভু প্রদীপটি টিমটিম করে জ্বলছে, তা কিশোর সাহিত্য। একেবারে শিশুমনের উপযোগী ভালো লেখা কোথায়? পত্রিকা কোথায়? অথচ একটা সময়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানতেন শৈলেন ঘোষের 'মিতুল নামের পুতুলটি' বইয়ের কথা। বিমল ঘোষের কথাই বা ভুলি কেমনে? এঁদের হাতে রূপকথারা শুধু কথা থাকত না, তাঁরা আঁকতে পারতেন কথা বলা গাছ, কথা বলা পাখি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' এবং 'ক্ষীরের পুতুল' বাংলা শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এদের সন্ধান কি জানে আজকের ছোটরা? বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছড়াকার যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কথা আমরা ভুলেই গিয়েছি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিটি বুক সোসাইটি থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণ'। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর শিশুদের বই 'টুকটুকে রামায়ণ' এবং কুলদারঞ্জন রায়ের লেখা 'ইলিয়াড' এই পাবলিকেশন থেকেই প্রকাশিত হয়। অখিলবন্ধু নিয়োগী ওরফে স্বপনবুড়োর নাম আজকের শিশুদের কাছে অচেনা।

অনুবাদে একসময় বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলার শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। হ্যারি পটারের জন্মের বহু আগে ১৯০৭ সালে এই বাংলায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার লিখেছিলেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'। আজ সেই ঝুলি শূন্য। উপেন্দ্রকিশোরের টুনটুনির গল্পে 'রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরেও সে ধন আছে' অথবা সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের প্রতিটি ছড়া তীব্র পলিটিকাল স্যাটায়ারের পাশাপাশি শিশুমনে তার ভবিষ্যৎ জীবনাদর্শের একটা সুস্পষ্ট ধারণাও তৈরি করে দিতে পারত। ফ্ল্যাট বাড়ির শিশু শুধু নয়, আজ গ্রাম বা আধা শহরের শিশুদের কাছেও আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ অদৃশ্য, তারা আর 'আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা' শুনে বড় হয় না। তারা আজ শৈশবহীন, যদিও আজকের অভিভাবক-অভিভাবিকারা সেটা মানতে চান না।

তবে তাঁদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি কেন শিশুমনের উপযোগী সাহিত্য আজ রচিত হচ্ছে না, কেন প্রকাশকরা শিশুসাহিত্য বলতে শুধুমাত্র ভূতপ্রেত, ডাকিনী যোগিনী, তন্ত্রমন্ত্রের দিকে ঝুঁকছেন? নির্মল আনন্দ দিতে পারে, এমন শিশুসাহিত্য কোথায়? আজ আমরা অনেকেই হা-হুতাশ করি বাংলা সাহিত্যের পাঠক কমে যাচ্ছে বলে। কিন্তু সত্যিকারের পাঠক তো তৈরি হয় ছোটবেলা থেকে। সেখানেই যদি থাকে রসদের অভাব, তাহলে আজকের প্রজন্মের ছোটরা 'সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি'-র স্পর্শ পাবে কী করে? কী করেই বা আশাপূর্ণা দেবী আর লীলা মজুমদারের রেখে যাওয়া গুপ্তধনের সন্ধান পাবে? শিশুদের কল্পনার জগৎকে সৃজনশীল, মননশীল করে তুলতে গেলে বই-এর কোনও বিকল্প নেই আর এই মননশীলতা, সৃজনশীলতার গোড়ায় যদি আলো, বাতাস, জল দেওয়া যায়, তাহলে তারাই হবে আমাদের ভবিষ্যতের মহীরুহ। এই সহজ সত্যি কথাটা আমরা কবে বুঝব যে পাঠক তৈরি করতে হবে গোড়া থেকে। তবেই সাহিত্য বাঁচবে স্বমহিমায়। গোড়া কেটে আগায় জল দিলে গাছ বাঁচে না। শিশুরা ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকব। আমরা ভালো থাকলে আমাদের আগামীও ভালো থাকবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। দিনহাটার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৫৭

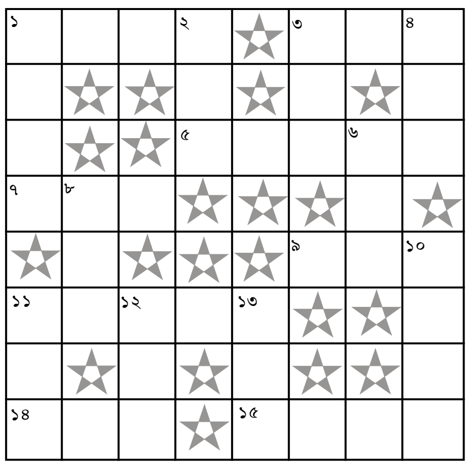

পাশাপাশি : ১। বেহিসেবি ব্যয় বা অপচয় ৩। চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ৫। চারদিক থেকে যা ঘনিয়ে আসছে ৭। অত্যন্ত কোমল ও মোলায়েম ৯। এমন অবস্থা যেখানে শরীর ও মন নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে ১১। মনের ভাবগতিক ১৪। পাহাড়ের গুহা বা গহ্বর ১৫। শরীরে রক্তের অভাব।

উপর-নীচ : ১। বেশ পাতলা গড়নের তরুণী ২। গরমের দিন বা গ্রীষ্মকাল ৩। গভীর আস্থা বা বিশ্বাস ৪। শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক ৬। এক নামে দুই দেবতা, কৃষ্ণ হতে পারেন, বিষ্ণুও হতে পারেন ৮। অবাধ্যতা বা অতিক্রম ১০। দুঃখ বেদনা উপশমকারী ১১। উভচর প্রাণী ব্যাঙ ১২। পুর কর্পোরেশনের প্রধান ১৩। মহার্ঘ্য বস্তু।

সমাধান ■ ৪২৫৬

পাশাপাশি : ১। জলসা ৪। দয়িত ৫। হিত ৭। মন্দির ৮। দফারফা ৯। হট্টগোল ১১। ভরন ১৩। জরা ১৪। ডওর ১৫। মশান।

উপর-নীচ : ১। জশম ২। সাদর ৩। মদবাদ ৬। তয়ফা ৯। হরজ ১০। লবডঙ্কা ১১। ভরম ১২। নন্দন।

বিন্দুবিসর্গ

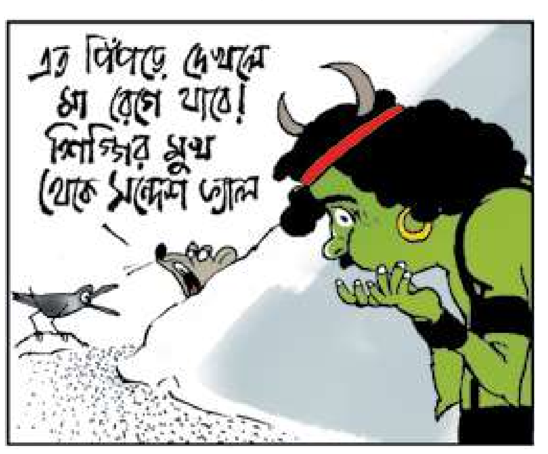

এত পিঁপড়ে দেখলে মা রেগে যাবে! শিগ্গির মুখ থেকে সন্দেশ ফ্যাল

জুবিনের মৃত্যুতে আরও গ্রেপ্তারি

গুয়াহাটি, ৩ অক্টোবর : অসমের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের মৃত্যু রহস্যে এবার তাঁর ব্যান্ডের সদস্যরাও জড়িয়ে পড়লেন। জুবিনের সহ গায়ক শেখর জ্যোতি গোস্বামী এবং ব্যান্ডমেট অমৃতপ্রভা মহন্তকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহন্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হয়েছিল। বর্তমানে এই মামলায় মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের সূত্রে খবর, জুবিনের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জনপ্রিয় শিল্পীর মৃত্যুতে একের পর এক ঘনিষ্ঠ মানুষজনের গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় রাজ্যের সংগীত মহল এবং ভক্তদের মধ্যে চরম চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

বেরেলিতে বন্ধ ইন্টারনেট

বেরেলি, ৩ অক্টোবর : উত্তরপ্রদেশের বেরেলিতে সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও অশান্তির আশঙ্কায় প্রশাসন ৪৮ ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা সাসপেন্ড করে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। স্থানীয় এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, কোনও প্রকার গুজব বা উসকানিমূলক বার্তা যাতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেই কারণেই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নজরদারির জন্য ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও, শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ এবং প্যারামিলিটারি ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।

কমান্ডো থেকে ‘মাদক সম্রাট’

জয়পুর, ৩ অক্টোবর : ছিলেন এনএসজি কমান্ডো। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে তিনদিন ধরে চলা সন্ত্রাসবাদী হামলায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে তিনি লড়েছিলেন। পেশা বদলে মাদক পাচারে নেমে এখন ‘মাদক সম্রাট’। বজরং সিং নামে সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হল। বুধবার রাজস্থান পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড ও মাদকবিরোধী টাস্ক ফোর্স যৌথ অভিযান চালিয়ে চুরু থেকে বজরংকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধার হয়েছে ২০০ কেজি গাঁজা। আইজি বিকাশ কুমার জানিয়েছেন, বজরংয়ের বিরুদ্ধে গাঁজা পাচারের অভিযোগ ছিল। প্রাক্তন কমান্ডোর বাড়ি রাজস্থানের সিকারে। তেলেঙ্গানা থেকে ওড়িশা দিয়ে গাঁজা আসত রাজস্থানে। বজরং সিংয়ের খবর দিতে পারলে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।

ভারতীয় সিনেমায় রোষ

অটোয়া, ৩ অক্টোবর : ২৫ সেপ্টেম্বরের পর ২ অক্টোবর। ভারতীয় সিনেমা দেখানোর বিরুদ্ধে কানাডার অন্টারিও প্রদেশের ওকভিলের একটি সিনেমা হলের গেটে আগুন ধরানো হয়। ঠিক সাতদিন পরে ওই হলের দরজা নিশানা করে গুলি চলে। পরপর দু’টি ঘটনার পরে হল কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সিনেমা দেখানো বন্ধ করে দিয়েছেন। বন্ধ হয়ে গিয়েছে ঋষভ শেট্টির ‘কান্তারা : আ লেজেন্ড চ্যাপ্টার ১’, ও পবন কল্যাণের ‘দে কিল হিম ওজি’। পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম ঘটনাটিতে দুই সন্দেহভাজন একটি গ্যাস ক্যানের সাহায্যে হলের গেটে আগুন ধরিয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটিতে দরজা লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। ওই হল কর্তৃপক্ষ ভারতীয় ছবি দুটি তুলে নেওয়ার পর কানাডার বেশ কিছু সিনেমা হল থেকে ভারতীয় সিনেমা দেখানো বন্ধ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

অসুরের দাড়ি

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : ঢাকায় কয়েকটি দুর্গাপুজো মণ্ডপে ‘বিগ্রহের মধ্যে অসুরের মুখে অযথা দাড়ি জুড়ে দেওয়ার’ অভিযোগ তুলেছে বাংলাদেশ পুজো উদযাপন ফ্রন্ট। অভিযোগ, ইতিহাসে এমন কাণ্ডের নজির নেই। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে সংগঠনের তরফে। এহেন মূর্তি নির্মাণের পিছনে অসৎ অভিসন্ধি দেখতে পাচ্ছেন সংগঠনের আহ্বায়ক রমেশ দত্ত। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে কোথাও দুর্গাপুজোয় এমন অশোভন ঘটনা দেখা যায়নি। ধর্মীয় অনুভূতিকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

উত্তেজনার আবহে পুলিশি ঘেরাটোপে প্রার্থনাস্থল। শুক্রবার বেরেলিতে।

রাবণের মাথায় উমর, শার্জিলের মুখ

জেএনইউ’তে ধুন্ধুমার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) দুর্গাপুজোর বিসর্জন আর দশেরার অনুষ্ঠান ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ক্যাম্পাস। বৃহস্পতিবার রাতে এবিভিপি ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মুখোমুখি সংঘাতে চরম অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এবিভিপি-র উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রাতে জেএনইউ ক্যাম্পাসে রাবণ দহন কর্মসূচিতে রাবণ রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র উমর খালিদ ও শার্জিল ইমামকে চিত্রিত করার অভিযোগ ওঠে। দু’জনই সিএএ-বিরোধী আন্দোলন ও দিল্লি হিংসায় অভিযুক্ত এবং বর্তমানে জেলবন্দি।

এবিভিপি-র দাবি, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সবরমতী টি-পয়েন্টের কাছে শোভাযাত্রায় হামলা চালায় আইসা, এসএফআই, ডিএসএফ সহ বাম সংগঠনগুলি। অভিযোগ, শোভাযাত্রায় ঢিল ছোড়া হয়েছে, মহিলাদের লক্ষ্য করে। এমনকি প্রতিমার সামনেই জুতো দেখানো হয়েছে।

অন্যদিকে, বামপন্থী সংগঠনগুলির অভিযোগ, এবিভিপি-র পুরো কর্মসূচিই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উমর খালিদ ও শার্জিল ইমামকে রাবণ রূপে দেখিয়ে মুসলিম সমাজকে অপমান করার চেষ্টা করা হয়েছে। আইসার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এটা ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণার রাজনীতি। ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছে এবিভিপি। কেন গডসে বা রাম-রহিমদের রাবণ হিসাবে দেখানো হল না?’ তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, জেএনইউ ইসলামবিদ্বেষ মেনে নেবে না।

অন্যদিকে লখনউতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরের বাইরে দশেরা উপলক্ষ্যে লাগানো একটি হোর্ডিং ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে। হোর্ডিংটিতে রায়বেরেলির কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে দেখা যায় ভগবান রামের ভূমিকায় ধনুক-বাণ হাতে। রাবণের এক মাথায় লেখা ছিল ‘ভোট চোর’, আর বাকি মাথাগুলিতে লেখা ছিল ইডি, দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি এবং নির্বাচন কমিশন।

কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে বিজেপি মুখপাত্র রাকেশ ত্রিপাঠী বলেন, ‘যাঁরা রামদ্রোহী, যাঁরা সনাতনের সম্মান করতে জানেন না, যাঁরা অযোধ্যায় রাম মন্দিরে গিয়েও দর্শন করেননি, তাঁদের আজ রামের রূপে নিজেকে দেখানো অত্যন্ত দুঃখজনক।’

কংগ্রেসের আরেক নেতা উদিত রাজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রাবণের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ‘মোদিজি আধুনিক রাবণ। যেভাবে তিনি সোনার প্রাসাদ বানাচ্ছেন, একদিন সেই প্রাসাদই পুড়ে যাবে।’

এবিভিপি-র দাবি

শোভাযাত্রায় হামলা চালায় আইসা, এসএফআই, ডিএসএফ সদস্যরা। শোভাযাত্রায় ঢিল ছোড়া হয়েছে। আক্রান্ত মহিলারা

বামেদের অভিযোগ

এবিভিপি-র কর্মসূচি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উমর, শার্জিলকে রাবণ রূপে দেখিয়ে মুসলিম সমাজকে অপমান করার চেষ্টা হয়েছে

গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার গেটস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সিয়াটেলের ভারতীয় কনসুলেট। সেখানে মহাত্মা গান্ধির আদর্শের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভারতের উন্নয়নের পক্ষে সওয়াল করেন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। তিনি বলেন, ‘আমরা আজ মহাত্মা গান্ধির জন্মদিনে একত্রিত হয়েছি। তিনি যে আদর্শের পক্ষে ছিলেন তা হল ব্যক্তিসমতা এবং সমমর্যাদা। উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত এখন বিশ্বনেতা হিসেবে গণ্য হচ্ছে এবং গ্লোবাল সাউথের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে।’

স্ট্যালিনকে নিশানা বিজয়ের

চেন্নাই, ৩ অক্টোবর : তামিলাগা ভেট্রি কাঝাগাম (টিভিকে)-এর জনসভায় পদদলিত হয়ে ৪১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় এবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালেন অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়। ঘটনার পর দলের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিজয় একটি ভিডিও বার্তা দেন। সেখানে তিনি স্ট্যালিনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘যদি আপনার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে, তবে যা করার আমাকে করুন। আমার বন্ধু বা সমর্থকদের গায়ে হাত দেবেন না।’ তিনি দাবি করেন, তাঁর দল সমস্ত নিয়ম মেনে জনসভার আয়োজন করেছিল, তবুও তাঁদের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। শাসকদল ডিএমকে পালটা প্রশ্ন তুলেছে সভার স্থান নির্বাচন নিয়ে এবং জনসভা চলাকালীন বিধিভঙ্গের ভিডিও প্রকাশ করে বিজয়ের অভিযোগ খণ্ডন করেছে। এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক আবহ।

এদিকে কারুরের মর্মান্তিক ঘটনায় টিভিকে-র ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, পার্টির প্রধান বিজয় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান এবং নিহতদের প্রতি শোকওপ্রকাশও করতে দেখা যায়নি তাঁকে। বিচারপতি সেন্থিলকুমারের কথায়, ‘৪১ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটানো এই বিপর্যয় মানবসৃষ্ট এবং মারাত্মক অব্যবস্থার ফল।’

আদালতের প্রশ্ন, আয়োজক ও পুলিশ কীভাবে দায়িত্বহীন থাকতে পারে? আদালতের মতে, সরকারও বিজয়ের প্রতি অযথা সহানুভূতি দেখিয়েছে। ভিডিও প্রমাণে দেখা গিয়েছে, টিভিকে-র বাস দু’চাকার গাড়িকে ধাক্কা দিয়েও চালক থামেনি, যার জন্য ‘হিট অ্যান্ড রান’ মামলা দায়ের হওয়া উচিত ছিল।

এই ঘটনায় প্রবীণ আইপিএস আধিকারিক আসরা গর্গের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি টিভিকে নেতাদের আগাম জামিন আবেদনের শুনানিতে রাজ্য জানিয়েছে, পদপিষ্টের জন্য দলের কর্মীরাই দায়ী। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, এত বড় প্রাণহানির ঘটনায় তারা ‘চুপচাপ বসে থাকতে পারে না’ এবং আইন লঙ্ঘনকারী নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

পদপিষ্টের ঘটনায় কড়া বার্তা আদালতের

দেহ উদ্ধার

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় এক ভারতীয় মেডিকেল ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঢাকার অ্যাড-ডিন মোমিন মেডিকেল কলেজের হস্টেলের ঘরে উদ্ধার হয়েছে রাজস্থানের জয়পুরের বাসিন্দা নিদা খানের (১৯) দেহ।

মার্কিন শুল্কে কঠোর নির্মলা

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের শুল্ক নিয়ে বোঝাপড়া হয়নি। মোদি সরকার এবিষয়ে কোনও আলটপকা মন্তব্যও করেনি। এই পরিস্থিতিতে ভারত যে শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকবে না শুক্রবার তা বুঝিয়ে দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেছেন, ‘বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কের মতো পদক্ষেপের ফলে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল নতুন করে পুনর্গঠন করতে হবে। এই সময় ভারত স্রেফ নির্বাক দর্শক হয়ে থাকতে পারে না।’ শুক্রবার রাজধানীতে কৌটিল্য অর্থনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী সাফ জানান, ওই সমস্ত ধাক্কা সহ্য করার ক্ষমতা ভারতকে আরও শক্তিশালী করেছে। বর্তমান বিশ্বের অনিশ্চয়তা গোটা বিশ্বের পাশাপাশি ভারতীয় স্বার্থকে কতটা ও কীভাবে প্রভাবিত করছে তার উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এও বলেছেন, ‘বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সত্ত্বেও ভারত তার শক্তি দেখাতে পেরেছে।’

দ্রৌপদীকে চিঠি সোনমের স্ত্রীর

লে, ৩ অক্টোবর : লাদাখের পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে ‘জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি’ হিসেবে দেখছে সরকার, যা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। অথচ একসময় সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর মতামত নেওয়া হত। লাদাখের সাংবিধানিক অধিকারের দাবিতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন। সম্প্রতি তাঁর ওপর সরকারি নজরদারি এবং গৃহবন্দি করে রাখার অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখেছেন সোনমের স্ত্রী। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, কীভাবে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বকে অযৌক্তিক কারণে নিশানা করা হচ্ছে। এটি শুধু একজন ব্যক্তির নয়, বরং লাদাখের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবির ওপর আক্রমণ বলে মনে করছে অধিকার রক্ষা গোষ্ঠীগুলি। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ।

বিসর্জনে মৃত্যু ১৪ জনের

ভোপাল, ৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আনন্দ আর উৎসবের মাঝেই বিষাদের ছায়া। প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার সময় একাধিক দুর্ঘটনায় মধ্যপ্রদেশে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে যেমন মহিলা রয়েছেন, তেমনই রয়েছে শিশুরাও। জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিসর্জন দিতে গিয়ে নদি বা পুকুরে ডুবে যাওয়ার ফলেই এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলি ঘটেছে। প্রশাসন এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে। উৎসবের আবহে এই ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আবারও বিসর্জনের ঘাটগুলিতে নজরদারির অভাবের দিকে ইঙ্গিত করছে।

মুদ্রায় ‘ভারতমাতা’

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১০০ টাকার একটি বিশেষ স্মারক মুদ্রা উন্মোচন করলেন। এই মুদ্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল, প্রথমবারের মতো দেশের কোনও প্রচলিত বা স্মারক মুদ্রায় ‘ভারতমাতা’র ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এই ১০০ টাকার কয়েনটি আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। মোদি সরকার বরাবরই ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর জোর দিয়ে আসছে। তারই প্রতিফলন দেখা গেল এই নতুন কয়েনে।

কড়া সুর সেনাপ্রধান ও বায়ুসেনার

পাকিস্তানকে মুছে দেওয়ার হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : অপারেশন সিঁদুর স্থগিত রেখেছে ভারত। বন্ধ হয়নি। প্রয়োজনে পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে ফের অভিযানের জন্য তৈরি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী। আর সেই অভিযানের পথে পাকিস্তানি সেনা যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাদেরও রেয়াত করা হবে না। শুক্রবার দেশের দুই প্রান্ত থেকে একযোগে এই বার্তা দিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী এবং বায়ুসেনা প্রধান এয়ারচিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং।

শুক্রবার রাজস্থানের অনুপগড়ে সেনার এক অনুষ্ঠানে জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার নীতি থেকে সরে না এলে পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সেনাপ্রধান বলেন, ‘পাকিস্তানের উচিত সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে রাশ টানা। নয়তো ভূগোলে আপনাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানচিত্রে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া বন্ধ করুন।’ তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘অপারেশন সিঁদুরের প্রথম পর্বে আমরা সংযত ছিলাম। আগামী দিনে আর সেই সংযম দেখাব না।’

অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারতীয় বিমানবাহিনীর জবাবি হামলায় পাকিস্তানের অন্তত ৫টি ফাইটার জেট ভূপতিত হয়েছে। ধ্বংস হওয়া যুদ্ধবিমানগুলির মধ্যে রয়েছে আমেরিকায় তৈরি এফ-১৬ এবং চিনের জেএফ-১৭। বায়ুসেনা দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ারচিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং।

তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানের এফ-১৬ ও জেএফ-১৭-র মতো ৫টি ফাইটার জেট আমরা ধ্বংস করেছি। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি রাডার, আকাশ প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো, কমান্ড সেন্টার, বিমানঘাঁটির হ্যাঙার ও রানওয়ে ধ্বংস হয়েছে।’ তবে হামলায় ভারতের তরফে কী ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি বায়ুসেনা প্রধান। শুধু জানিয়েছেন, ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র পাকিস্তানের ৩০০ কিলোমিটার গভীরে ঢুকে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। অমরপ্রীত সিং জানান, পহলগাম হামলার পর সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই ভারত পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে নিশানা করেছিল। পাক সেনা বাধা দেওয়ায় তাদেরও যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বায়ুসেনা প্রধান বলেন, ‘আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি, লক্ষ্য স্থির করেছি। তারপর নিখুঁতভাবে অভিযান চালিয়েছি। অপারেশন সিঁদুরের প্রথম রাতেই ওদের ধাক্কা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অভিযানে আমাদের তরফে হতাহতের সংখ্যাও ছিল হাতেগোনা।’

> মানচিত্রে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া বন্ধ করুন।
>
> **জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী**
> *সেনাপ্রধান*

গণতন্ত্রে গঠনগত ত্রুটি, সরব রাহুল

বোগোটা, ৩ অক্টোবর : বিদেশে গিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে ফের সুর চড়ালেন রাহুল গান্ধি। কলম্বিয়ায় দাঁড়িয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের কাঠামো ভেঙে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ তুললেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ভারতে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল গণতন্ত্রের ওপরে ঘটে চলা আক্রমণ।

কলম্বিয়ার ইআইএ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, ‘ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মতো জায়গায় ভারতের শক্তিশালী ক্ষমতা আছে, যা নিয়ে আমি খুবই আশাবাদী। কিন্তু দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় গুরুতর গঠনগত ত্রুটি রয়েছে যা সংশোধন করা দরকার। সেই ত্রুটিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল গণতন্ত্রের ওপর আঘাত।’ তিনি বলেন, ‘ভারত বহু ধর্ম, বহু ভাষা ও বহু ঐতিহ্যের দেশ। এই ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় রক্ষায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ অপরিহার্য।’

বিজেপি এবং আরএসএস-এর আদর্শকে সরাসরি ‘ভীরুতা’ বা ‘কাপুরুষতা’ বলে আক্রমণ করেন রাহুল। এই প্রসঙ্গ টেনে তিনি সাভারকরের একটি বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করেন, সাভারকর লিখেছিলেন যে কীভাবে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা এক মুসলিম ব্যক্তিকে মেরে খুশি হয়েছিলেন।

রাহুল বলেন, ‘পাঁচ জন মিলে একজন দুর্বল মানুষকে পেটানো যদি আনন্দের কারণ হয়, তবে সেটা কাপুরুষতা। আরএসএস-এর এটাই মূল নীতি যাঁরা দুর্বল তাঁদের ওপর হামলা করা, আর যাঁরা শক্তিশালী তাঁদের থেকে দূরে পালানো।’

কলম্বিয়ায় ভারতীয় বাইক বাজারের প্রশংসায় শুক্রবার এই ছবি পোস্ট করলেন রাহুল গান্ধি।

বাংলার ৩ তরুণের যাবজ্জীবন

রাজকোট, ৩ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের তিন তরুণকে ‘দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্রে’ দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল গুজরাটের রাজকোটের অতিরিক্ত দায়রা আদালত। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন আব্দুল সুকারালি (২০), আমান মালিক (২৩) এবং সইফ নওয়াজ (২৩)। এঁদের মধ্যে মালিক হুগলি এবং বাকি দু’জন বর্ধমান জেলার বাসিন্দা। তাঁরা গুজরাটে গয়না কারিগর হিসেবে কাজ করতেন। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে গুজরাট সন্ত্রাস দমন শাখা তাঁদের রাজকোটের সোনি বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকে একটি পিস্তল, ১৮ রাউন্ড কার্তুজ এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রচারমূলক হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা সহ বিভিন্ন ডিভাইস উদ্ধার হয়েছিল। আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নথি এবং অস্ত্রশস্ত্র তাঁদের ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার প্রমাণ দিয়েছে।

‘করাচির পথ জানা আছে’

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে স্যর ক্রিক অঞ্চলে পাকিস্তানের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির কড়া জবাব দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। গুজরাট সংলগ্ন এই বিতর্কিত জলসীমার কাছে পাকিস্তানের সেনা মোতায়েন প্রসঙ্গে রাজনাথ সিং প্রকাশ্যেই ইসলামাবাদকে হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান যদি কোনও প্রকার উসকানি বা অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করে, তবে ভারত তার সমুচিত জবাব দিতে প্রস্তুত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ‘করাচির পথ আমাদের জানা আছে’, যার মাধ্যমে তিনি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেন যে প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনী পালটা আক্রমণাত্মক সামরিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম। এই কঠোর মন্তব্য পাকিস্তানের প্রতি ভারতের নতুন, কড়া কূটনৈতিক এবং সামরিক অবস্থানকেই তুলে ধরল, যা সীমান্ত নিরাপত্তা বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতির প্রমাণ।

শুল্কধাক্কায় মস্কো ভারতের পাশে

মস্কো, ৩ অক্টোবর : রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ‘অপরাধে’ ভারতীয় পণ্যের ওপর চড়া হারে শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। ধাক্কা খেয়েছে আমেরিকায় ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য। সেই ঘাটতি কমাতে সাহায্য করবে রাশিয়া। শুক্রবার দিল্লিকে সেই বার্তা দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়ার সোচিতে এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে আমাদের সমস্যা নেই। কখনও ছিল না।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভারসাম্যযুক্ত, জ্ঞানী এবং জাতীয়তাবাদী নেতা বলে উল্লেখ করে পুতিন বলেন, ‘মার্কিন শুল্ক আরোপের কারণে ভারতের যে ক্ষতি হবে তা রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানির মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং একটি সার্বভৌম দেশ হিসেবে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।’ রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা সামাল দিতে ভারত থেকে বেশি করে কৃষিপণ্য এবং ওষুধ আমদানি করতে পারে রাশিয়া।’ আমেরিকার চাপে ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে না বলে মনে করেন পুতিন।

কথা-কাজে সংযমের ডাক সংঘ প্রধানের

নাগপুর, ৩ অক্টোবর : দেশের বৈচিত্র্য এবং জাতীয় ঐক্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এক জোরালো বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। শতবর্ষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের সবার নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস, পূজাস্থল এবং শ্রদ্ধার মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু কাউকে তাচ্ছিল্য করা বা অসম্মান করা চলবে না। তাঁর মতে, এটাই সমাজের শান্তি ও ভারতের প্রগতির মূল চাবিকাঠি।

বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে নাগপুরে দেওয়া ভাষণে মোহন ভাগবত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘সমাজ, দেশ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্র হিসাবে আমরা সবাই এক। এই বড় পরিচয়ই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’ এই মৌলিক সত্যকে মনে রেখে সকলের সঙ্গে সদ্ভাবপূর্ণ এবং সংযত আচরণ করা জরুরি।

সংঘ প্রধান মনে করিয়ে দেন, ‘মন, বচন, কর্ম— কোনওভাবেই যেন আমরা একে অপরের বিশ্বাসকে অপমান না করি, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।’ তিনি ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে আইন হাতে তুলে নেওয়া, রাস্তায় নেমে গুন্ডাগিরি বা হিংসা করার প্রবণতাকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, ছোটখাটো বিষয়ে বা নিছক সন্দেহের বশেই এই ধরনের ঘটনা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি ইঙ্গিত করেন, অনেক সময় বিশেষ কোনও সম্প্রদায়কে উসকানোর জন্য বা শক্তি দেখানোর উদ্দেশ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়। তিনি তরুণ প্রজন্মকে এই ধরনের চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

বিভেদ নয়, সংহতি চাই

শাসন-প্রশাসনের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা ছিল পক্ষপাত ছাড়া এবং কোনও চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে। অন্যদিকে, সমাজের সচেতন শক্তি ও তরুণদেরও প্রয়োজন অনুসারে হস্তক্ষেপ করে শান্তি বজায় রাখতে হবে।

মোহন ভাগবত দেশের বিশাল বৈচিত্র্য একাধিক ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারা— এসবকেই ভারতের জন্মগত শক্তি বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, কোনও জাতির উন্নতির জন্য সামাজিক ঐক্যই হল সবচেয়ে বড় কারণ।

অভ্যন্তরীণ ঐক্যের বার্তার পাশাপাশি, তিনি আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও ভারতকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি নাম না করে বলেন, ‘সাম্প্রতিক বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ থেকে আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃত বন্ধু কারা এবং প্রয়োজনে তারা ভারতের পাশে কতটা দাঁড়াতে প্রস্তুত।’ চিন ও পাকিস্তানের সম্প্রসারণবাদী নীতি এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়েও তিনি সতর্ক করে দেন। তাই দেশকে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভর হওয়া জরুরি।

এছাড়াও তিনি দেশের সমাজের মধ্যে থাকা আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করা, দারিদ্র্য মোকাবিলা করা এবং দেশের সীমিত সম্পদের কথা মাথায় রেখে একটি সুসংহত জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের ওপর জোর দেন। তিনি নকশাল প্রভাবিত অঞ্চলে এখন উন্নয়ন এবং সম্প্রীতি নিশ্চিত করার কথা বলেন।

সবশেষে ভোগবাদী উন্নয়নের মডেলের কারণে প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে বলেও তিনি কঠোরভাবে সতর্ক করেন। সামগ্রিকভাবে, মোহন ভাগবতের এই ভাষণ একাধারে দেশের ঐক্য ও বৈচিত্র্যকে সম্মান জানানোর এবং বিশ্ব মঞ্চে মাথা উঁচু করে চলার জন্য অভ্যন্তরীণ শক্তি সঞ্চয়ের বার্তা দিয়েছে।

এক গ্রাসে গিলে নিতে পারে ৩৬ কোটি সূর্যকে

ব্রহ্মাণ্ডে বিদঘুটে ব্ল্যাকহোল

আমাদের নিজেদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির মাঝখানেও একটা ব্ল্যাক হোল আছে। নামের দিক থেকেও বেশ জাঁকালো-- স্যাজিটেরিয়াস এ*। কিন্তু ওই ব্ল্যাক হোলের ভর যেখানে মাত্র ৪০ লক্ষ সূর্যের সমান, সেখানে এই নতুন ব্ল্যাকহোলটা তার চেয়ে ১০ হাজার গুণ বেশি ভারী! সুদীপ মৈত্র

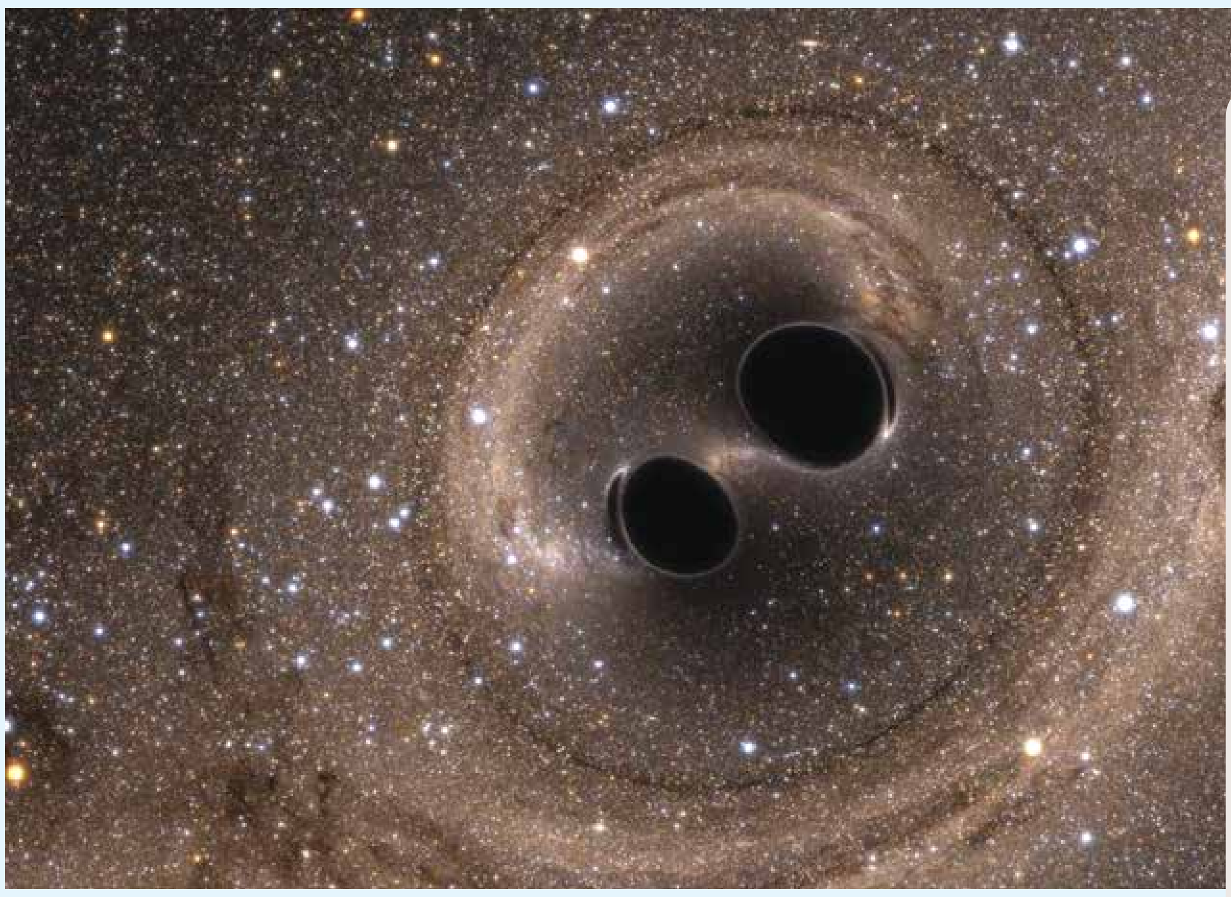

ব্ল্যাকহোল তো অনেক আছে। কিন্তু তার মতো কেউ নয়! সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এমন একটা ব্ল্যাক হোল খুঁজে পেয়েছেন যার ভিতরে ৩৬০০ কোটি সূর্যের সমান ভর গুঁজে বসানো!

এই মহা-রাক্ষুসে ব্ল্যাকহোলটা পৃথিবী থেকে রয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে। এটা একটা বিশাল গ্যালাক্সির মাঝখানে বসে আছে। সেই গ্যালাক্সির চারপাশে আলো এমনভাবে বাঁক খেয়েছে যে দেখতে একেবারে ঘোড়ার নালের মতো লাগে। তাই এর নাম হয়েছে কসমিক হর্সশু।

ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথ-এর অধ্যাপক ও গবেষক টমাস কোলেট-এর মতে, এটা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে ভারী ১০টি ব্ল্যাক হোলের মধ্যে একটি, আর সম্ভবত এটি সবথেকে ভারীও বটে। তাঁর কথায়, 'অন্য বেশিরভাগ ব্ল্যাক হোলের ভর মাপা হয়েছে পরোক্ষভাবে, তাই সেগুলিতে বেশ অনিশ্চয়তা থেকে যায়। ফলে আসলে কোনটা সবচেয়ে বড়, তা নির্ভুলভাবে বলা যায় না। তবে নতুন পদ্ধতির কারণে এই ব্ল্যাক হোলের ভর নিয়ে আমাদের অনেক বেশি নিশ্চিত ধারণা হয়েছে।'

আমাদের নিজেদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির মাঝেও একটা ব্ল্যাক হোল আছে। নামের দিক থেকেও বেশ জাঁকালো-- স্যাজিটেরিয়াস এ*। কিন্তু ওই ব্ল্যাক হোলের ভর যেখানে মাত্র ৪০ লক্ষ সূর্যের সমান, সেখানে এই নতুন ব্ল্যাক হোলটা তার চেয়ে ১০ হাজার গুণ বেশি ভারী!

তবে ভয় নেই, এত বড় হলেও এটা একেবারেই শান্ত, হেড আপিসের বড়বাবুর মতো! বিজ্ঞানীরা এটাকে বলছেন 'ঘুমন্ত ব্ল্যাক হোল'—মানে চারপাশের তারা, গ্যাস বা ধুলো টেনে নিয়ে গিলে খাচ্ছে না। আমাদের গ্যালাক্সির ব্ল্যাক হোলটাও নাকি এখন ঘুমন্ত অবস্থায় আছে।

বিজ্ঞানীরা কীভাবে খুঁজে পেলেন এই দানব ব্ল্যাক হোল-টাকে? অবশ্যই কৌশল করে। এই কৌশলের একটা হল গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং, আর দ্বিতীয়টা হল স্টেলার কাইনেমেটিক্স।

গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং: আলো যখন ব্ল্যাক হোলের চারপাশ দিয়ে ঘুরে যায়, তখন সেটা বাঁকা হয়ে যায়, যেমন কাচের লেন্সে আলো বাঁকে। দূরের কোনও তারা বা গ্যালাক্সির আলো ব্ল্যাক হোলের পাশ দিয়ে গেলে, সেটা বাঁক খেয়ে বড়, বিকৃত বা আংটির মতো দেখায়। বিজ্ঞানীরা এই বাঁকা হওয়া আলোর নকশা দেখে বুঝতে পারেন, সেখানে বিপুল ভরের কোনও বস্তু আছে কি না।

স্টেলার কাইনেমেটিক্স: গ্যালাক্সির তারারা শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় না। তারা একটা কেন্দ্রীয় টানের চারপাশে ঘোরে। যদি কোনও জায়গায় অতি-অতি ভারী কিছু (মানে ব্ল্যাক হোল) থাকে, তাহলে কাছাকাছি তারারা অতি দ্রুত গতিতে ঘুরতে থাকে। বিজ্ঞানীরা তারাদের গতি, ঘূর্ণনের ধরন, কতটা দ্রুত কক্ষপথে চলছে—এসব মেপে বোঝেন ভিতরে কত বড় ভর বসে আছে। যেমন যদি দেখ, একটা ঘূর্ণিঝড়ে শুকনো পাতা প্রচণ্ড জোরে ঘুরছে, বুঝতে পারবে ভিতরে ঝড়টা অনেক শক্তিশালী।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রতিটা গ্যালাক্সির মাঝেই একটা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল আছে। ছোট গ্যালাক্সিতে ছোট, বড় গ্যালাক্সিতে বড়।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে—এত বড় ব্ল্যাক হোল কীভাবে তৈরি হয়? কেউ বলেন প্রথম দিকের বিশাল তারারা ভেঙে পড়ে (লাইট সিডস), কেউ বলেন গ্যাসের বিশাল মেঘ একসঙ্গে ধসে যায় (হেভি সিডস)। তবে এখনও এর কোনও পাকা প্রমাণ নেই।

এমনকি, গত বছরই বিজ্ঞানীরা আরেকটা ব্ল্যাক হোল খুঁজে পেয়েছিলেন, যে নাকি গোগ্রাসে সব গিলছে—৪০ গুণ বেশি গতিতে, যা আসলে নাকি সৃষ্টিছাড়া। এমনটা যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও ঘটে না!

'অন্য বেশিরভাগ ব্ল্যাকহোলের ভর মাপা হয়েছে পরোক্ষভাবে, তাই সেগুলিতে বেশ অনিশ্চয়তা থেকে যায়। ফলে আসলে কোনটা সবচেয়ে বড়, তা নির্ভুলভাবে বলা যায় না। তবে নতুন পদ্ধতির কারণে এই ব্ল্যাকহোলের ভর নিয়ে আমাদের অনেক বেশি নিশ্চিত ধারণা হয়েছে।'

টমাস কোলেট

বিজ্ঞানী, ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথ

আলোর দূষণে ঘুম উড়েছে পাখিদের

সভ্যতার প্রতীক আলো। আলো উত্তরণের দ্যোতকও বটে। আমরা কথায় কথায় অন্ধকারকে নেতিবাচক এবং তার বিপরীতে আলোকে ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সেই আলোই পাখিদের জীবনে আঁধার নামিয়ে আনছে। শহরে থাকতে গিয়ে শুধু মানুষ নয়, পাখিদেরও যে ঘুমের বারোটা বাজছে, সেই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে নতুন এক গবেষণায়।

শহুরে পাখিরা গ্রামের পাখিদের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে জেগে থাকে। দক্ষিণ ইলিনয়ের অধ্যাপক ব্রেন্ট পিস জানিয়েছেন, রাতের আকাশ যত উজ্জ্বল হবে, পাখিদের দিনের দৈর্ঘ্যও তত বাড়বে। কিছু ক্ষেত্রে যা এক ঘণ্টা পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে।

গবেষকরা দেখেছেন, আমাদের শহুরে পাখিরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০ মিনিট দেরিতে ঘুমোতে যায়, আবার অনেক সময় এক ঘণ্টা আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। এর পিছনের মূল কারণ হল, আমাদের চারপাশের কৃত্রিম আলোর দূষণ।

এই গবেষণাটি করা হয়েছে 'বার্ডওয়েদার' নামে একটি নাগরিক বিজ্ঞান প্রকল্পের তথ্য ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষ সেখানে পাখির ডাক রেকর্ড করে জমা দিয়েছেন। প্রায় ২৬ লক্ষ সকালের ডাক এবং ১৮ লক্ষ সন্ধ্যার ডাক বিশ্লেষণ করে সেগুলিকে উপগ্রহে মাপা আলো-দূষণের ডেটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

আশ্চর্যজনকভাবে, গবেষকরা আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুঁজে পেয়েছেন।

■ যেসব পাখির শরীরের তুলনায় চোখ বড়— যেমন, আমেরিকান রবিন, নর্দার্ন মকিংবার্ড এবং ইউরোপীয় গোল্ডফিঞ্চ— তারা আলোর দূষণে বেশি প্রভাবিত হচ্ছে।

■ কিন্তু ছোট চোখওয়ালা প্রজাতি যেমন আমাদের চড়ুই, তারা নাকি ততটা প্রভাবিত হয়নি।

এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হতে পারে, সেটা এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন ঘুমের ঘাটতি ক্ষতিকর, পাখিদেরও স্বাভাবিক আচরণে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিম আলো তাদের খাদ্য সংগ্রহ ও প্রজননের সময় বাড়িয়ে দিতে পারে, যা আবার ছানাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

তবে এটুকু জেনে রাখা ভালো যে, আমাদের পৃথিবীর পিঠের প্রায় ২৩ শতাংশই এখন আলো-দূষণের শিকার। আর এর নেতিবাচক প্রভাব যে শুধু পাখির ওপর পড়ছে তা নয়। পোকামাকড়, বাদুড় আর সামুদ্রিক কচ্ছপ সহ বহু প্রাণীর জীবনচক্রেও এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী 'সায়েন্স'-এ। তাই রাতের শহরে যত্রতত্র আলো লাগানোর আগে একবার কি ভাবা উচিত নয়, এতটা আলো আমাদের সত্যিই দরকার আছে কি না?

পৃথিবীর পিঠের প্রায় ২৩ শতাংশই এখন আলো-দূষণের শিকার। আর এর নেতিবাচক প্রভাব যে শুধু পাখির ওপর পড়ছে তা নয়। পোকামাকড়, বাদুড় আর সামুদ্রিক কচ্ছপ সহ বহু প্রাণীর জীবনচক্রেও এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী 'সায়েন্স'-এ।

নাসার ধ্রুবতারা

সম্মান পেলেন বাঙালি বিজ্ঞানী

হুগলির কোন্নগরের নবগ্রাম থেকে নাসা। স্বপ্ন ছিল মহাকাশবিজ্ঞানী হওয়ার। সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে ১৯৯৯ সালেই। এবার আরও বড় কীর্তি গড়লেন বাংলার ছেলে নাসা-জেপিএলের সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট গৌতম চট্টোপাধ্যায়। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা থেকে পেলেন ২০২৫ সালের 'নর্থ স্টার অ্যাওয়ার্ড'। এটি নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির অন্যতম সেরা সম্মান।

এই পুরস্কার দেওয়া হয় এমন সব বিজ্ঞানীকে, যাঁদের কাজ পুরো ল্যাবে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে এবং যাঁরা নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেন। ধ্রুবতারা যেভাবে সমুদ্রের অকূল অন্ধকারে নাবিকদের পথ দেখায়, বিজ্ঞানী হিসাবে গৌতমের কাজও সেভাবেই পথ দেখাবে নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের।

কৃতী বাঙালি বিজ্ঞানীকে পুরস্কৃত করে নাসার তরফে বলা হয়েছে, 'নতুন প্রজন্মের মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তিবিদদের অনুপ্রেরণা দিয়ে গৌতম চট্টোপাধ্যায় নতুন পথ খুঁজে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছেন।'

গৌতম নিজে কী বলছেন? তিনি বলেছেন, গবেষণার পাশাপাশি তরুণ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের শেখানো ও অনুপ্রাণিত করা তাঁর নেশা। তাঁদের কৌতূহল, উদ্যম আর সীমা ভাঙার ইচ্ছে তাঁকেও উৎসাহ দেয়।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মী, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের—অতীত ও বর্তমান—যাঁরা সবসময় তাঁকে চ্যালেঞ্জ, সমর্থন আর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এই পুরস্কার আসলে সবার মিলিত সাফল্যের স্বীকৃতি, যা মাইক্রোওয়েভ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

গৌতম 'ক্যালটেক' থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি নাসা-জেপিএলের সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট এবং ক্যালটেকের পদার্থবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের ভিজিটিং অ্যাসোসিয়েটও বটে। তাঁর নিজের লেখা বা যৌথভাবে লেখা আন্তর্জাতিক জার্নাল ও সম্মেলনে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৩৫০-এর বেশি এবং তাঁর নামে রয়েছে ২০টিরও বেশি পেটেন্ট।

গৌতমের গবেষণার মূল ক্ষেত্র মাইক্রোওয়েভ, মিলিমিটার-ওয়েভ এবং টেরাহার্টজ (THz) যন্ত্রপাতি—যা মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। তিনি আইইটিই (ইন্ডিয়া)-র ফেলো এবং আইইইই-এর ডিস্টিংগুইশড লেকচারার। ইতিমধ্যে নাসার কাছ থেকে তিনি ৩৫টিরও বেশি প্রযুক্তিগত কৃতিত্ব ও নতুন আবিষ্কারের পুরস্কার পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি আইইইই এমটিটি সোসাইটির নির্বাচিত সদস্য এবং মিটিংস ও সিম্পোজিয়ামের চেয়ার হিসেবেও কাজ করছেন।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের এই সাফল্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত স্বীকৃতি নয়, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানীদের অবদানকেও নতুন করে আলোচনায় এনেছে।

আসছে বছর এই শরতে আবার এসো মা ...

শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক ঘাটে। ছবি : সূত্রধর

আলোয় আলো।। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

শেষমুহূর্ত।। আলিপুরদুয়ারের নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বিদায়বেলায়।। কোচবিহারের মদনমোহনবাড়ি। ছবি : জয়দেব দাস

বরণ।। মালবাজারের কলোনি মাঠে। অ্যানি মিত্রর ক্যামেরায়।

বড়োদেবী।। কোচবিহারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

দুগ্গা দুগ্গা।। কুমারগ্রামে নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

রাঙিয়ে দাও।। শিলিগুড়িতে। ছবি : সুশান্ত পাল

কেরামতি।। জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে। ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আভি না যাও...

মালদা শহরে। ছবি : কল্লোল মজুমদার

আদর।। শিলিগুড়িতে। সূত্রধরের তোলা ছবি।

বইটই

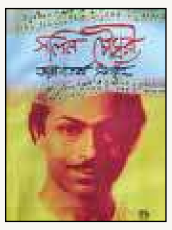

সলিল চৌধুরী স্মরণে

জন্মশতবর্ষের আলোয় সলিল চৌধুরী স্মরণিকা। প্রকাশক সলিল চৌধুরী জন্মশতবর্ষ সমারোহ উদযাপন কমিটি, উত্তর দিনাজপুর এবং আহ্বায়ক কবি আশিস সরকার। আধুনিক বাংলা গানের সুরস্রষ্টা ও গণ সংগীতের প্রণেতা সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ স্মরণিকাতে রয়েছে দুটি পর্বে সাতটি প্রবন্ধ। সম্পাদকীয়তে সলিল চৌধুরীর জীবনের নানা পরিচয় ছাড়াও সাক্ষাৎকার বইটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। সব মিলিয়ে সলিল সাগরে বিকশিত শতফুল। কোনও লেখায় তাঁর নান্দনিক প্রতিবাদের জোরালো ভাষা, আবার কোথাও সুরসন্ধান। আবার কোথাও ভারতীয় সংগীত বিবর্তনে সলিল চৌধুরীর ভূমিকা, গণনাট্য সংঘের সুরের নৌকো কীভাবে সময়ের নদীতে এগিয়েছে, ধরা পড়েছে স্মরণিকাতে। রয়েছে সলিল চৌধুরীর সুরারোপিত চলচ্চিত্র, স্মরণীয় কিছু গান, বাংলা হিন্দি চিত্রগীতি, চেতনার গান, গণ সংগীত ইত্যাদির তালিকা।

আঞ্চলিক ইতিহাসের দলিল

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলায় নবজাগরণের প্রভাব অবিভক্ত উত্তরবঙ্গেও আসে। উত্তরবঙ্গের শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রতিক্রিয়া কীভাবে বিকশিত হয় এবং পাশাপাশি মুসলিম সমাজ, নিম্নবর্গের মানুষ এবং নারীদের মধ্যে এর প্রভাব কতটা, কীভাবে পড়ে, তা নিয়েই 'রেসপন্স টু দি বেঙ্গল রেনেসাঁ অ্যান্ড মাইনরিটিস অফ নর্থ বেঙ্গল'। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার অন্যতম দলিলটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক সুকুমার বাড়ই। লার্নওয়ে প্রকাশনী সংস্থা থেকে প্রকাশিত ২৩০ পাতার এই বইতে দিনাজপুর, রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় নবজাগরণের মোট ১২টি লেখা ইংরেজিতে স্থান পেয়েছে। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষের লেখায় বাংলার নবজাগরণ কীভাবে উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘু ও নিম্নবর্গের মানুষের ওপর প্রভাব ফেলেছিল, তার বিবরণ রয়েছে।

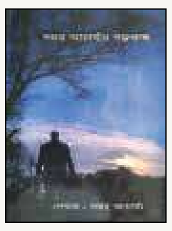

গল্পগুচ্ছ

গল্পের প্রতি মানুষের চিরন্তন আকর্ষণ আজও অটুট। কলকাতার 'চৌধুরী প্রকাশনী' থেকে 'গল্পগুচ্ছ' লিখেছেন রায়গঞ্জের কবি ও সাহিত্যিক সমর আচার্য। ৯৬ পাতার এই বইটিতে ৪৪টি ছোট গল্প সংকলনের প্রতিটি গল্পই বিষয়, ভাবনা, বিন্যাস এবং উপস্থাপনায় অনন্য। প্রতিটি গল্পই সুখপাঠ্য, আলাদা করে পাঠকের মনে রেখাপাত করার রসদ রয়েছে। লেখক তাঁর শৈলীতে নিজস্ব কল্পলোক নির্মাণ করেছেন। গল্প পড়তে পড়তে পাঠক নিজেকে সহজেই খুঁজে পাবেন। সুখপাঠ্য মনোগ্রাহী লেখাগুলোতে মূল্যবোধ, সমাজচেতনা, নৈতিকতা এবং সময়ের হালহকিকত দেখিয়েছেন। কোনও কোনও লেখায় মুক্তির স্বাদ মেলে। 'টুসুপিসির গাছের আম' থেকে শুরু করে 'আক্রোশ' পর্বে গিয়ে গল্পগুলো অজান্তেই সমঝোতা করেছে নিজের সঙ্গে।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

সানাইয়ের সুরে বাঁচার পথ খোঁজেন হরেন

সুকুমার বাড়ই

কাগজে-কলমে নাম হরেন্দ্র বৈশ্য। সবাই ডাকে হরেন। ভিলাইয়ের পাশেই দাশিয়া নামের এক প্রান্তিক গ্রামে কোনওমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই হরেনের। ছোটবেলা থেকেই সুরের সঙ্গে সখ্য। জ্যাঠামশাই বসন্ত বৈশ্য পেশাগত-ভাবেই সানাই বাজাতেন। পরে জ্যাঠামশাইয়ের বড় ছেলে তরেন্দ্র বৈশ্য সানাই বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কথায় কথায় হরেন জানান, জ্যাঠামশাই বা দাদা যখন সানাই-বাঁশি ঘরে রেখে অন্য কাজে যেতেন, সেই ফাঁকেই হরেন বাঁশি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। ফুঁ দিয়ে চেষ্টা করতেন বাজাতে। এই চেষ্টাই যে কখন বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে যায়, হরেন আজও জানেন না।

বেশ কয়েকটি সানাই রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। সানাই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, এটি একপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র। দুই রিডযুক্ত বংশী শ্রেণির লোকফুৎকার বাদ্য সানাই কাঠের তৈরি, যার এক প্রান্তে একটি ডবল রিড এবং অন্য প্রান্তে একটি ধাতু বা কাঠের ফ্লারেড ঘণ্টা থাকে এবং দেখতে অনেকটা ধুতুরা ফুলের মতো। ওপরের দিক সরু হলেও নীচের দিকটা ক্রমশ চওড়া। লম্বায় দেড়ফুটের মতো।

তখনও হরেন লুকিয়ে লুকিয়ে বাঁশি বাজাতেন। একদিন বিয়েবাড়িতে সানাই বাজানোর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। জ্যাঠামশাই হরেনকে পাঠিয়ে দেন... ঠেকা কাজ চালাতে হরেন সেদিন সানাই বাজিয়ে সবাইকে অবাক করে দেন। এভাবে বাজাতে বাজাতে সুর ধরা দেয় হরেনের মনে আর সেখান থেকেই শুরু নতুন জার্নি। প্রথমে বিয়েবাড়ি, তারপর কালীপুজো-দুর্গাপুজোর বাজনা, একে একে মনসা পুজো, হনুমান পুজোতে বাজিয়ে জনসাধারণকে সানাইয়ের সুরে মুগ্ধ করতে থাকেন। হরেনের মনে বাড়তে থাকে জেদ। এই সানাইকে আরও কত সুন্দরভাবে বাজানো যায়, এই স্বপ্নই দেখতে থাকেন। এখন বিভিন্ন মুখোশ দলে সানাই-বাঁশি বাজিয়ে দর্শকদের হৃদয় হরণ করে চলেছেন। মূলত মেঘনাদ সিংহের মুখোশ দলে নিয়মিত সানাই-বাঁশি বাজিয়ে হিসেবে হরেন কাজ করে চলেছেন। ফাঁকা সময় অন্যান্য জায়গায় ভাড়াটিয়া বাঁশি বাজিয়ে হিসেবে কাজ করেন। ৫৫ বছর ধরে তিনি এভাবেই উত্তর দিনাজপুরের পথে-প্রান্তরের মানুষদের সানাই-বাঁশির সুরে মুগ্ধ করে চলেছেন।

খন পালাগানের প্রচারে কান্ডারি পড়ুয়ারা

সৌকর্য সোম

দিনাজপুরের ঐতিহ্য, রাজবংশী সমাজের দর্পণ খন পালাগানের প্রচার ও প্রসারে খন অ্যাকাডেমি এর আগেও দুই দিনাজপুর, মালদা সহ উত্তরবঙ্গে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছে। সম্প্রতি মালদা কলেজের বাংলা বিভাগের আয়োজনে তিনদিনের লোকনাট্য কর্মশালায় প্রশিক্ষণে এসেছিল দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডির খন অ্যাকাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার। এই কর্মশালায় মালদা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একটি নতুন খন দল তৈরি করে খন অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর সুদেব সরকারের লেখা খন পালাগান 'গেদো শোরী আসারু বাউদিয়া' পালায় অভিনয় করে, যেখানে খনের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং পালার সংগীতের গুরুত্ব ও পরিবেশন, সঙ্গে শিল্পী, বাদ্যযন্ত্র, পালাকারের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

কর্মশালার প্রথমদিন ডিরেক্টর সুদেব সরকার জানান, 'আমরা রাজবংশী সংস্কৃতি তথা দিনাজপুর জেলার প্রধান লোকসংস্কৃতি খন পালাগানের পরিবেশন মালদা কলেজে করতে পেরেছি এবং আনন্দের বিষয়, শিক্ষার্থীদের দিয়ে খনের পরিবেশন করাতে পেরেছি। আমরা চাইব, এই খনের দল মালদা কলেজে টিকে থাকুক। তাহলে ভবিষ্যতে তাদের নিয়ে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে যেতে পারব।'

দ্বিতীয় দিন প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন বিহারের পাটুলিপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক খন অ্যাকাডেমির প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ড. অমরকুমার পাল। তিনি খনের ভাষা ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেন, তৃতীয় দিন প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক গবেষক সুব্রত সরকার। তিনি খন পালাগানের সংগীত ও নৃত্য নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া খন অ্যাকাডেমির শিল্পীরা 'মায়াবন্ধকি' খন পালাগান পরিবেশন করেন। কর্মশালার শেষদিনে শিক্ষার্থীরা খন দল তৈরি করে অভিনয় করেন।

কর্মশালার আয়োজক বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিপ্লব চক্রবর্তীর মতে, 'তিনদিনে রাজবংশী ভাষা না জানা পড়ুয়াদের দিয়ে একটি খন পালাগান পরিবেশন করাটা চ্যালেঞ্জিং। আমরা এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও পেরেছে, দেখিয়ে দিয়েছি অতিযান্ত্রিক সভ্যতায় লোকসংস্কৃতি কীভাবে রক্ষা করতে হয়। এই বিশ্বায়নের যুগে লোকশিল্প-সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। আমরা এই নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে ন'দিন ধরে মালদার গম্ভীরা, দিনাজপুরের গমীরা মুখোশ নৃত্য ও মুখোশ তৈরি এবং খন পালাগানের মতো চারটি কর্মশালার আয়োজন করেছি। শেষ কর্মশালায় শিক্ষার্থীরা রাজবংশী ভাষা আয়ত্ত করে 'গেদো শোরী আসারু বাউদিয়া' খন পালাগান পরিবেশন করেছে।'

কলেজের অধ্যক্ষ ড. মানসকুমার বৈদ্য বলেন, 'আমি ভীষণ আপ্লুত যে আমাদের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা লোকসংস্কৃতি বিষয়ে এতটা উৎসাহী ও আগ্রহী। তারা এই তিনদিনের কর্মশালায় দিনাজপুরের লোকনাট্য খন পালাগান মঞ্চস্থ করতে পেরেছে। ভবিষ্যতে আমরা এরকম আরও প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালার আয়োজন করার চেষ্টা করব, যাতে তারা পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক-সামাজিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে।'

লোকশিল্পীদের সম্মেলন
ফোটোস্টোরি

বালুরঘাট রবীন্দ্রভবনে জেলার লোকশিল্পীদের সম্মেলন। ছবি-মাজিদুর সরদার

বাঙালিয়ানার সংগীত সন্ধ্যা

মালদার বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলে হয়ে গেল জনপ্রিয় বাংলা গানের দল 'রসিক বাঙালি'র প্রথম বর্ষপূর্তিতে মনোমুগ্ধকর সংগীত সন্ধ্যা। ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি সংস্কৃতি ও পরম্পরা রক্ষা এবং বাঙালিয়ানাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে তারা বাঙালি জীবনে মিশে থাকা জনপ্রিয় লোকসংগীত ও ছায়াছবির গানগুলিকে তাদের নির্বাচনে রাখে। গানের সঙ্গে লোকনৃত্য ও লোকায়ত অভিনয়কে মিশিয়ে তারা দর্শককে স্মৃতিমেদুর করে তোলে। প্রথমেই নজর কাড়ে শিল্পীদের পোশাক। বাঙালি ঐতিহ্যবাহী চিরাচরিত ধুতি-পাঞ্জাবি ও শাড়িতে তাদের বাঙালিয়ানার প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ পায়। দলের নির্দেশক আর্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনে প্রায় তলানিতে ঠেকে যাওয়া বাঙালির নিজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত করাই তাদের লক্ষ্য।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্র, মালদা সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস। শক্তিপদ পাত্র তাঁর বক্তব্যে রসিক বাঙালির শিল্পীদের রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের সুরঙ্গমার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'তারা আমাদের ভিতরের সুদর্শনাকে সতর্ক করে দিচ্ছে।' দর্শকপূর্ণ টাউন হলের প্রত্যেককে রাখি পরিয়ে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি 'রসিক বাঙালি' নামে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ হয়।

তথ্য : সৌকর্য সোম

ঐতিহ্য রক্ষায় মোখা নাচের কর্মশালা

উত্তর দিনাজপুর জেলার লোকশিল্পের অন্যতম আঙ্গিক মোখা নাচ। সম্প্রতি লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সভাকক্ষে তিনদিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চোপড়া থেকে ইটাহারের ৫০ জন মোখা নৃত্যশিল্পী এই কর্মশালায় অংশ নেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি, তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতি গবেষক ড.বৃন্দাবন ঘোষ ও ড. অভিজিৎ চৌধুরী।

বক্তাদের কথায় উত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামের পথের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে থাকা মোখা নাচ সহ অসংখ্য লোকশিল্পের কথা উঠে এল। এগুলোই এই জনপদের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির প্রতীক। লুপ্তপ্রায় লোকশিল্পগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন বলে জানালেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী। তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলো পুনরায় জেগে উঠছে, অন্যদিকে লোকশিল্পীদের মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে। ড. অভিজিৎ চৌধুরী মোখা নাচের ওপর তাঁর গবেষণা ও ভাবনা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন। যেখানে মোখা নাচের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমকালীন সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণের পথের দিশা দেখান।

তিনদিনের এই প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন কুশমণ্ডির লোকসংস্কৃতি গবেষক সৌরভ রায় এবং লালন পুরস্কারপ্রাপক শচীন্দ্রনাথ সরকার। পারস্পরিক আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তরে হাতে-কলমে মোখা নাচের খুঁটিনাটি শিক্ষা নিয়ে আগামীতে কীভাবে এই নাচ জেলা এবং জেলার বাইরে জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতি হিসেবে স্থান পায়, তার বিভিন্ন শলাপরামর্শ, আঙ্গিক তুলে ধরা হয় কর্মশালায়। শেষদিন অংশ নেয় শচীন্দ্রনাথ সরকারের হেমতাবাদের উত্তরবঙ্গ মুখোশ দল, ভেলসু দেবশর্মার কালিয়াগঞ্জের চিমাইচণ্ডী মুখোশ দল, মেঘনাদ সিংহের কালিয়াগঞ্জের মেঘনাদ সিংহ মুখোশ দল, রাজকুমার দেবশর্মার দিলালপুরের মুখোশ দল, সুবলচন্দ্র গোপের রাজধানী রামায়ণ মুখোশ দল। প্রত্যেক দলের উপস্থাপনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কথা বলেন প্রশিক্ষকরা। যাতে আগামীতে এই শিল্প পরিশীলিত রূপ পায়। রঙিন এবং নান্দনিক উপস্থাপনে আগামী দিনে মোখা নাচের ভবিষ্যতের পথে আশার আলো দেখা গেল।

তথ্য : সুকুমার বাড়ই

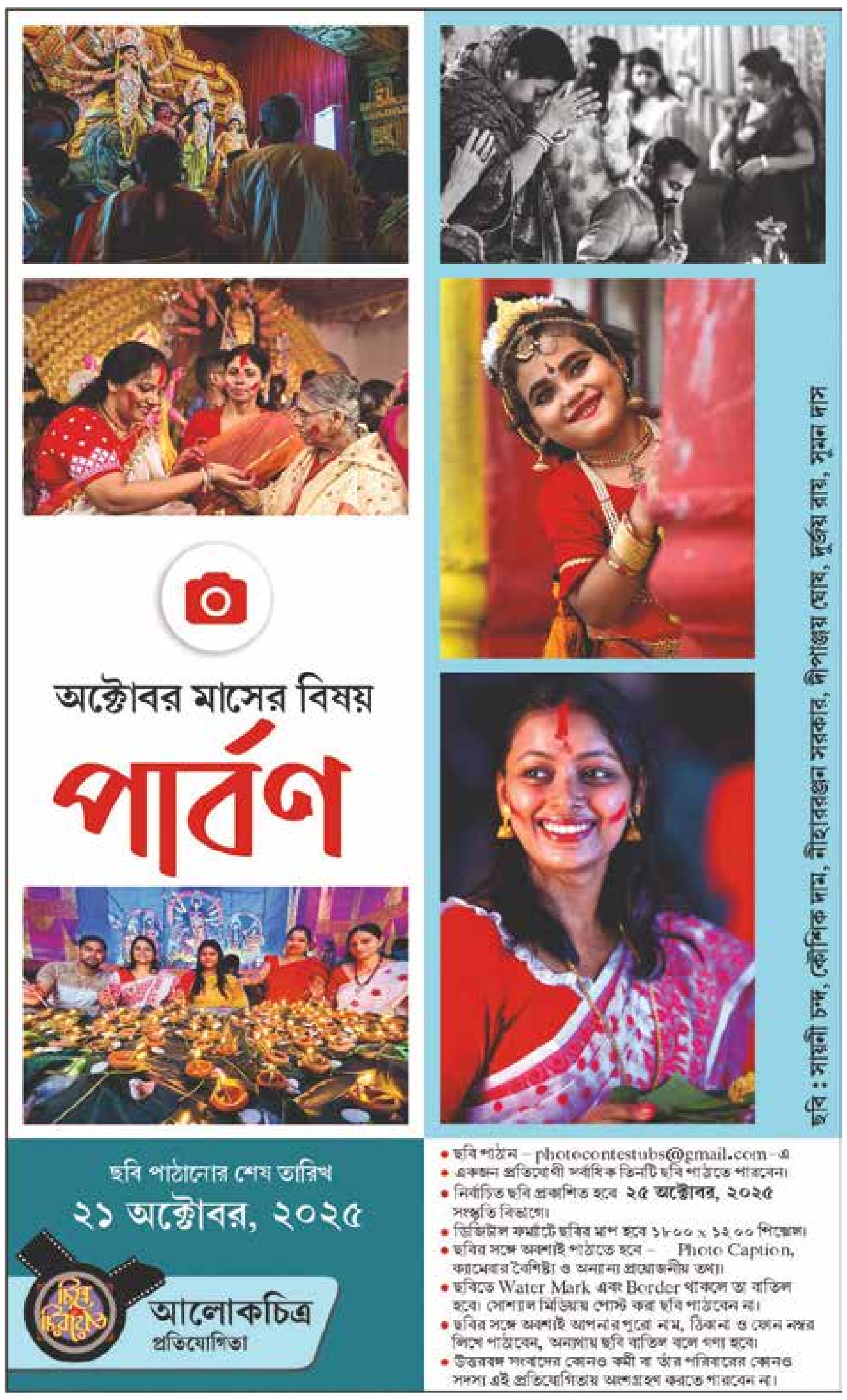
ছবি : সায়নী চন্দ, কৌশিক দাস, নীহাররঞ্জন সরকার, দীপাঞ্জয় ঘোষ, দুর্জয় রায়, সুমন দাস

অক্টোবর মাসের বিষয়

পার্বণ

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২১ অক্টোবর, ২০২৫

আলোকচিত্র
প্রতিযোগিতা

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com -এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে **২৫ অক্টোবর, ২০২৫** সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্মাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ছোট্ট তারা

বালুরঘাট গার্লস হাইস্কুলের কৃত্তিকা ভুঁইমালি পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোয় পারদর্শী। ১১তম জেলা তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে।

আজ ভিজতে পারে কার্নিভাল

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৩ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার ছিল দশমী। প্রথা অনুযায়ী ওইদিন উমা কৈলাসে ফিরে গিয়েছেন। এরপর শনিবার দ্বাদশী তিথিতে রায়গঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত হবে এবছরের পুজো কার্নিভাল।

এবছরও শহরের সুপার মার্কেট এলাকায় কার্নিভালের প্রস্তুতি চলছে। ওই এলাকায় কার্নিভালের জন্য মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে। এবছর কার্নিভালে পনেরোটি পুজো কমিটি অংশ নেবে। তারা দেশীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি তুলে ধরবে। সেখানে প্রশাসনিক সমস্ত স্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন।

কয়েক বছর আগে এই কার্নিভালে গোরু আনার ফলে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটেছিল। তারপর থেকে প্রশাসন কার্নিভালে যে কোনও প্রাণী নিয়ে আসার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সেই মতো এবছরও কার্নিভালে কোনও পশু রাখা হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে।

রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি জানালেন, এবছর কার্নিভাল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।
কার্নিভালে কোনওরকম জীবজন্তু আনার প্রশ্নই উঠছে না।

সুপার মার্কেট এলাকায় কার্নিভালের মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে। ছবি : দিবাকর সাহা

রায়গঞ্জের পুর প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতি বছর রায়গঞ্জ শহরে কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবছরও তা অনুষ্ঠিত হবে। কার্নিভাল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পুর প্রশাসন, পুলিশ-প্রশাসন সহ প্রশাসনের সর্বস্তর তৈরি আছে।'

এদিকে, কার্নিভাল নিয়ে উৎসাহী শহরবাসীও। শহরের বাসিন্দা এক তরুণী পিয়ালী বসাকের কথায়, 'প্রতি বছর এখানে কার্নিভাল দেখি। খুব ভালো লাগে। কিন্তু এবছর অষ্টমীর রাত থেকে আবহাওয়া একটু খারাপ হয়েছে। শনিবার কার্নিভাল হলেও শুক্রবার বিকেল থেকে আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। ওইদিন যাতে একটুও বৃষ্টি না হয় সেটাই চাইব।'

প্রতি বছর কার্নিভালে সুপার মার্কেট এলাকায় তিলধারণের জায়গা থাকে না। আবহাওয়া ঠিক থাকলে এবছরও তাই হবে বলে মনে করছেন অনেকেই। সুব্রত বণিক নামে শহরের এক বাসিন্দার কথায়, 'প্রতি বছর খুব সুন্দর কার্নিভাল উপভোগ করি। অনেক সময় ধরে কার্নিভাল হয়। বৃষ্টি না হলে এবছরও অন্যান্য বছরের মতো কার্নিভাল উপভোগ করতে পারব।'

তবে অনেকের কথায় জানা গেল, দরকারে ছাতা মাথায় দিয়ে হলেও কার্নিভাল দেখবেন। কোনওমতেই তা মিস করা যাবে না।

অতসী চক্রবর্তী নামে এক বধূ বললেন, 'কার্নিভাল তো বছরে একবার হয়। তা দেখতে এত সুন্দর লাগে তা বলার নয়। বৃষ্টি হলে দরকারে ছাতা মাথায় দিয়ে কার্নিভালের আনন্দে অংশ নেব।'

কার্নিভালের দিন কিছু বাড়তি রোজগারের আশায় সুপার মার্কেট এলাকায় বেশ কিছু ব্যবসায়ী অস্থায়ী দোকান দেন। এমনই একজন রোল বিক্রেতা স্বপন রায় বললেন, 'কার্নিভালের দিন সুপার মার্কেট এলাকাতে দোকান দিই। এতে মোটামুটি ভালো লাভ হয়।'

রাফাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর পুলিশের

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৩ অক্টোবর : মালদা সাইবার পুলিশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করা হল জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রাফা ইয়াসমিনকে। সপ্তমীর সন্ধ্যায় পুলিশ লাইন আবাসনের দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে রাফাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ঘোষণা করেন পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব। রাফার হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর মা-বাবাকে সংবর্ধিত করা হয়। উচ্ছ্বসিত রাফা বলে, 'পুলিশের প্রচারমূলক যে কোনও কাজে থাকা আমার কাছে গর্বের ব্যাপার। আমি সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।'

মাত্র ১০ বছর বয়সে সংগীত জগতে রাফার যাত্রা শুরু গানের রিয়েলিটি শো থেকে। ইতিমধ্যে দুটি বাংলা সিনেমা, টিভি সিরিয়াল ও অ্যালবামে প্লে-ব্যাক করে ফেলেছে সে। মানুষকে সাইবার প্রতারণার ফাঁদ থেকে বাঁচাতে রাফার জনপ্রিয়তাকেই কাজে লাগাতে তাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপার বলেন, 'রাফা জেলার জনপ্রিয় মুখ। তাকে আমরা সাইবার ক্রাইম থানার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করেছি। বিভিন্ন প্রচারমূলক কাজে সে কাজ করবে।'

রাফার বাড়ি মালদা শহরের মীরচক এলাকায়। রাফার বাবা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'সাইবার ক্রাইম থানার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়া রাফার বড় একটা প্রাপ্তি। এবারের পুজোয় সাইবার ক্রাইম থানা ট্রেজার হান্ট প্রতিযোগিতার প্রচারেও রাফাকে কাজে লাগিয়েছে। চলতি বছরেই আমার সঙ্গে সাইবার প্রতারণা হয়েছে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাপিস হয়ে যায়। সাইবার ক্রাইম থানার তৎপরতায় টাকা ফেরত পাই। ভবিষ্যতে রাফা পুলিশের যে কোনও কাজে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবে।'

শোভাযাত্রায় পুরস্কার

বালুরঘাট, ৩ অক্টোবর : সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ওই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলিকে পুরস্কার দেওয়া হয়। সাংসদ বলেন, 'ক্লাবগুলিকে আর্থিক পুরস্কার ও শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ছাড়া আরও ১০টি ক্লাবকে বিশেষ সম্মান ও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।'

মালদায় ডিএসএ ময়দানে রাবণবধ অনুষ্ঠান।

দুর্যোগের মধ্যে রাবণবধ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৩ অক্টোবর : এবছর পুজোয় আবহাওয়া মোটের ওপরে সঙ্গ দিয়েছে বলাই যায়। তবে বৃহস্পতিবার দশমীর দিন সকাল থেকে মালদায় দফায় দফায় বৃষ্টি হয়।

আর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে এদিন রাবণবধ দেখতে কয়েক হাজার মানুষ ভিড় জমালেন মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে। তবে বৃষ্টির জন্য আতশবাজি দেখা নিয়ে নিরাশ হয়েছেন মালদাবাসী।

প্রতি বছর মালদার কালীতলা ক্লাব জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে রাবণবধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ওই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আতশবাজির আনন্দও উপভোগ করেন সাধারণ মানুষজন। তবে এবছর এই অনুষ্ঠানের বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বৃষ্টি।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা ক্লাবের কর্মকর্তা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'দীর্ঘ সময় ধরে কালীতলা ক্লাব এই রাবণ বধ বা দশেরা উৎসবের আয়োজন করছে। তবে এবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আমাদের কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তারপরেও কয়েক হাজার মানুষ রাবণবধ অনুষ্ঠান দেখতে এসেছেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা অশুভ শক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির উদয় করতে চাইছি।'

বৃষ্টির জেরে একটা সময় রাবণ বধ অনুষ্ঠান হওয়া নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে বিকেলের পর বৃষ্টি খানিকটা কমায় রাবণবধ অনুষ্ঠান আয়োজিত করে কালীতলা ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ভিড় অনেকটা কম হয়। প্রায় হাজার চারেক মানুষ এবছর অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন। অন্য বছর সংখ্যাটা থাকে অনেক বেশি।

শহরবাসী রমেশ সরকারের কথায়, 'প্রতিবছর সপরিবারে রাবণ বধের অনুষ্ঠান দেখতে আসি। কিন্তু সকাল থেকে যেভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল তাতে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। শেষমেশ রাবণ বধ অনুষ্ঠান হলেও বৃষ্টির কারণে এবার তেমন আতশবাজিও পোড়ানো হয়নি।'

রিঙ্কি গোস্বামী নামে এক তরুণীর বক্তব্য, 'বৃষ্টির জন্য রাবণ বধ অনুষ্ঠানটা অনেকটা ফিকে হয়ে গিয়েছে। প্রতিবছর ঘণ্টাখানেক ধরে শুধু আতশবাজি পোড়ানো দেখতাম। এবছর অনেক কম সংখ্যায় আতশবাজি পোড়ানো হয়েছে।'

> কালীতলা ক্লাব এই রাবণবধ বা দশেরা উৎসবের আয়োজন করে। তবে এবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আমাদের কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তারপরেও কয়েক হাজার মানুষ রাবণবধ অনুষ্ঠান দেখতে এসেছেন। এর মাধ্যমে আমরা অশুভ শক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির উদয় করতে চাইছি।
>
> **কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী**
> *ক্লাব কর্মকর্তা*

মালদার রামকৃষ্ণ মিশনের কুমারী এবার ঈশানী

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৩ অক্টোবর : কুমারীপুজো দেখতে ভিড় উপচে পড়েছিল মালদা রামকৃষ্ণ মিশনে। এবছর সেখানে কুমারী হিসাবে পূজিত হয়েছে সাত বছরের ঈশানী ঝাঁ। কুমারীপুজো দেখার পাশাপাশি ভোগ খেয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ।

১৯০১ সালে বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর অষ্টমী তিথিতে কুমারীপুজোর প্রবর্তন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ওই সময় থেকে দেশ ও বিদেশে থাকা রামকৃষ্ণ মিশনগুলিতে অষ্টমীর দিন কুমারীপুজো হয়ে আসছে।

মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ স্বামী দ্বিজেন্দ্রানন্দ মহারাজ বলেন, 'কুমারীপুজোর জন্য আমরা ব্রাহ্মণ পরিবার থেকেই কুমারী নির্বাচিত করি। যদিও স্বামীজি যখন তাঁর পরিব্রাজক জীবনে প্রথম কুমারীপুজো করেছিলেন, তখন তিনি এক মুসলিম পরিবারের মেয়েকে পুজো করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ক্ষীরভবানীতে পুজো করেছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ-কন্যাকেই কুমারী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। সবশেষে তিনি বেলুড় মঠে কুমারীপুজো করেন। সেখানে একাধিক কুমারীকে তিনি পুজো করেছিলেন। এবছর কুমারী হিসেবে ঈশানীকে পুজো করা হয়েছে।'

ঈশানীর দাদু স্বপন ঝাঁ'র কথায়, 'আমার নাতনি মালদা শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। প্রতি বছরের মতো এবছরও রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে কুমারীপুজোর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। ঈশানী সেখানে অংশ নেয়। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ ওকে এবারের কুমারী হিসাবে নির্বাচিত করে। এজন্য মাসখানেক ধরে ঈশানীকে বেশকিছু নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে রাখতে হয়েছিল। এবছর কুমারী হিসাবে আমার নাতনিকে পুজো করা হয়েছে। এতে ভীষণ ভালো লাগছে।'

অপরদিকে বালুরঘাটে মহাষ্টমী উপলক্ষ্যে একাধিক পুজোমণ্ডপে কুমারীপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। মঙ্গলবার বালুরঘাটের চকভৃগু বারোয়ারি কমিটি, নবপ্রভাত সংঘ সহ একাধিক পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা কুমারীপুজোর আয়োজন করেছিলেন। নবপ্রভাত সংঘের পুজোমণ্ডপে স্থানীয় দুজন খুদেকে কুমারী রূপে পুজো করা হয়। কুমারীপুজো দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

মালদা রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারীপুজো চলছে।

বিসর্জনের পথে।। রায়গঞ্জের বন্দর শ্মশানঘাটে ছবিটি তুলেছেন দিবাকর সাহা।

পুলিশের উদ্যোগ

মালদা, ৩ অক্টোবর : পুলিশের উদ্যোগে প্রতিমা দর্শনের সুযোগ পেলেন বৃদ্ধাশ্রমের মহিলারা। মালদা শহরের মিশন রোডে একটি বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে। প্রতিবছর পুজোর সময় ওই মহিলাদের আনন্দ দিতে পুলিশ তাঁদের ঠাকুর দেখানোর আয়োজন করে। এবছরও ব্যতিক্রম হয়নি। মঙ্গলবার দুপুরে, মহাষ্টমীর দিন পুলিশের তরফে তাঁদের গাড়িতে করে শহরের বড় বাজেটের পুজোগুলি দেখানো হয়েছে। সেইসঙ্গে ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়াও হয়েছে। ইতিরানি সিংহ নামে বৃদ্ধাশ্রমের এক আবাসিক বলেন, 'পুলিশদিদিরা আমাদের ঠাকুর দেখতে নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে আবাসিকের বন্ধুরাও রয়েছেন। খুব ভালো লাগছে।'

স্কুলে চুরি, ধৃত ১

রায়গঞ্জ, ৩ অক্টোবর : রায়গঞ্জের দেবীনগর গয়ালাল রামহরি গার্লস হাইস্কুলের তালা ভেঙে নগদ টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী চুরির অভিযোগে শুক্রবার সকালে একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ছোটন রাজবংশী ওরফে নাটা (৩০), বাড়ি দেবীনগর এলাকায়। ধৃতকে এদিন রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জলে ভর্তি রাস্তা, বিক্ষোভের মুখে বিধায়ক

রায়গঞ্জ, ৩ অক্টোবর : বৃষ্টির জেরে রায়গঞ্জের বিধাননগর এলাকায় রাস্তাঘাট ও নিকাশিনালা জলে ভরে থাকায় বাসিন্দাদের পুজোর আনন্দ মাটি হয়েছে। এতে ক্ষোভ ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে তাঁদের। জাতীয় সড়কের আশপাশের নয়নজুলি ভরাট হয়ে যাওয়ায় নিকাশিনালাগুলি কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে।

পুজোর আগে ঠিকাদার সংস্থা রাস্তা ও নর্দমার কাজ শুরু করলেও সাঁওতালপাড়া এলাকায় কয়েকজন বাসিন্দা কাজে বাধা দেওয়ায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পুজো শেষ হতেই শুক্রবার দুপুরে চার নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর এবং ঠিকাদার সংস্থার সদস্যদের নিয়ে এলাকায় যান বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। তখন সমস্যার বিষয় তুলে ধরে বিধায়কের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মানুষজন।

এদিন কৃষ্ণ কল্যাণী বিধাননগর মোড় থেকে সাঁওতালপাড়া পর্যন্ত বেহাল ওই রাস্তা ও নর্দমা পরিদর্শন করে যাঁরা কাজে বাধা দিচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় বাসিন্দা রাতুল সাহা বলেন, 'একদিকে বেহাল রাস্তা, অন্যদিকে নর্দমার বেহাল অবস্থায় আমরা দুর্ভোগে রয়েছি।'

কোঅর্ডিনেটর অরুণচন্দ্র চন্দ বলেন, 'কাজে কেউ বাধা দিচ্ছে এই বিষয়টি আগে জানলেই সমস্যা মিটে যেত। নর্দমার আউটলেট বন্ধ থাকায় জল জমে যাচ্ছে।' সাঁওতালপাড়ার বাসিন্দারা জানালেন, আউটলেটের ব্যবস্থা করে দিলে কোনও সমস্যা নেই। এদিন বাসিন্দারা বিধায়কের সামনে আশ্বাস দেন ড্রেন তৈরির কাজে তাঁরা সহযোগিতা করবেন।

এব্যাপারে বিধায়কের বক্তব্য, 'নর্দমার কাজে কয়েকজন বাধা দেওয়ায় ঠিকাদার কাজ করতে পারছিলেন না। সেজন্য রাস্তা ও ড্রেন জলে ভরে রয়েছে। আশা করি কাজ শেষ হলে এমন সমস্যা আর থাকবে না। স্থানীয় কোঅর্ডিনেটরকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে কাজটা শেষ করতে বলেছি।'

কাঁসর বাজিয়ে পুজো কাটে দেব, পরিমলদের

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৩ অক্টোবর : দশভুজার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাচ্ছিল ছোট্ট দেব। পাশেই ওর বাবা ঢাক বাজাচ্ছিলেন। নবমীতেও দেবের মন ভারাক্রান্ত। কাঁসর-ঘণ্টা বাজানোর ফাঁকে মাঝে মাঝে জামা দিয়ে দু'চোখ মুছে নিচ্ছিল দেব। পুজোর দিনে মন খারাপ কেন প্রশ্ন করতে দেব জানায়, 'আজকে আমার বন্ধুরা সবাই মিলে একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে বের হবে। গত বছর আমিও নবমীর রাতে বন্ধুদের সঙ্গে মালদা শহরের ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার আর হবে না।' তবে শুধু দেব নয়, মন খারাপ পলাশ, পরিমলদের মতো অনেক বাচ্চাদের। ওদের মধ্যে কেউ ষষ্ঠ শ্রেণির আবার কেউ সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া। ওদের বন্ধুরা যখন দলবেঁধে পুজোর কয়েকটা দিন মজা করে, তখন ওদের শৈশব কেটে যায় মণ্ডপে মণ্ডপে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে। ওরা পুজোর সময় বাবার সঙ্গে কেউবা কাকা বা দাদার সঙ্গে শহরে চলে আসে। পুজো শেষ হলে আবার ওদের ফিরে যেতে হয় বাড়িতে।

এমনই এক কিশোর দেব দাস। বাড়ি রতুয়ার নুরপুরে। সেখানে মহানন্দা হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে সে। বাবা তপন দাসের সঙ্গে বালুচর এলাকার একটি পুজোমণ্ডপে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাচ্ছিল সে। তার বাবা পেশায় ঢাকি। বাবা যখন ঢাক বাজায় তখন দেব তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁসর-ঘণ্টা বাজায়। দেব বলে, 'পুজোর সময় বাবা-কাকাদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। এটাই আমাদের পেশা। তাই এবছর পুজোয় আর বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করা হল না।'

মালদা শহরের আরেকটি পুজোমণ্ডপে ছিল আরেক কিশোর পরিমল দাস। সে তার দাদা প্রশান্ত দাসের সঙ্গে কাঁসর বাজাতে এসেছিল। তবে পুজোয় আসার আগে দাদা তাকে একটি নতুন জামা কিনে দিয়েছিল। সেই জামা পরে পুজোর চারটে দিন মণ্ডপে কাঁসর বাজিয়েছে পরিমল। দেবের মতো ওর মনও একটু খারাপ ছিল। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র পরিমল ভারাক্রান্ত গলায় বলে, 'আমাদের গ্রামেও পুজো হয়। গত বছর বন্ধুরা মিলে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। কত আনন্দ হয়েছিল। একদিন চপ-ঘুগনি খেয়েছিলাম। একদিন এগরোলও খেয়েছিলাম। এবার আর আনন্দ করা হল না। শুধু দুর্গাপুজো নয়, কালীপুজোতেও দাদার সঙ্গে মণ্ডপে কাঁসর বাজাতে যাব। আগে আমাদের বাবা পুজোর সময় মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাক বাজাতেন। কিন্তু বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবছর থেকে আমরা দুই ভাই মিলে এই কাজ করছি।'

আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি শিল্পীদের সংগঠনের সদস্য অদ্বৈত বিশ্বাসের মতে, 'এই ছোট ছোট কিশোরদের মনে উৎসবের আগে পেটের চিন্তা। একটা সময় সরকার এইসব কাঁসরশিল্পীদের বয়স বেঁধে দিয়েছিল। বলা হয়েছিল ১৮ বছর না হলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাতে পারবে না। তখন আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। শিল্পীর বয়স কখনও বেঁধে যাওয়া যায় না।'

কাঁসর বাজাচ্ছে দেব।

> আমাদের গ্রামেও পুজো হয়। গত বছর বন্ধুরা মিলে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। এবার আর আনন্দ করা হল না। শুধু দুর্গাপুজো নয়, কালীপুজোতেও দাদার সঙ্গে মণ্ডপে কাঁসর বাজাতে যাব। আগে আমাদের বাবা পুজোর সময় মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাক বাজাতেন। কিন্তু বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবছর থেকে আমরা দুই ভাই মিলে এই কাজ করছি।
>
> **পরিমল দাস** *কাঁসরশিল্পী*

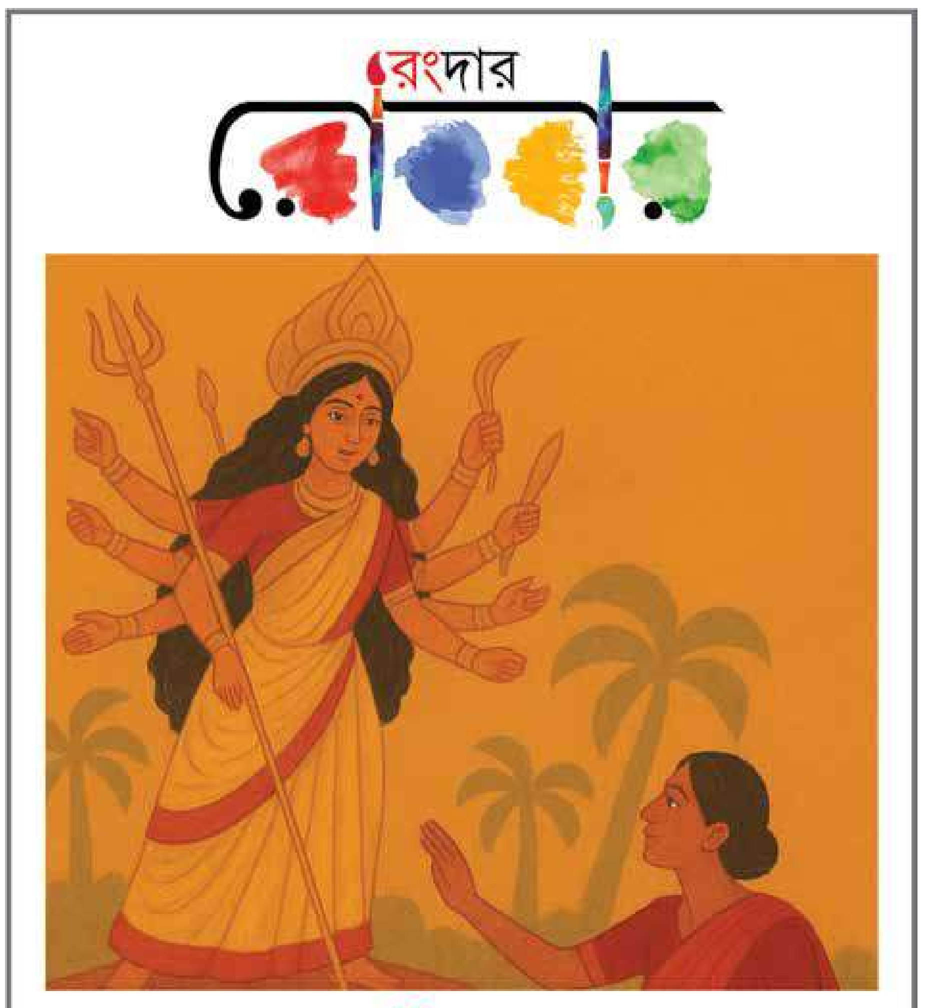

বিদায়

দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে কেবল পুজো নয়, আনন্দ, মিলন আর স্মৃতির রঙিন ক্যানভাস। দেবীর আগমনে আলো জ্বলে ওঠে হৃদয়ে, অন্যদিকে নিরঞ্জনের ক্ষণে নেমে আসে গভীর শূন্যতা। বাঙালি বিদায়কে বিদায় বলে না—বলে, আসি। এই আশাতেই চোখের জলে লুকিয়ে থাকে আগামী বছরের প্রতীক্ষা।

প্রচ্ছদ কাহিনী অনুরাধা কুন্ডা, রঞ্জন রায় ও অরিন্দম ঘোষ
ছোটগল্প শৌর্য চৌধুরী
ট্রাভেল ব্লগ কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য
কবিতা উত্তম চৌধুরী, শর্মিষ্ঠা শেলী চক্রবর্তী, অভিজিৎ বিশ্বাস, স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়, আখেরুল রহমান, অনন্ত রায় ও রমা ঘোষ

পৃথিবীর পাঠশালা

ক্যানসার জয়, এক বৈজ্ঞানিকের গল্প

গ্লিওব্লাস্টোমা নামক ব্রেন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীরা সাধারণত এক বছরের কম বাঁচেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত প্যাথলজিস্ট প্রফেসর রিচার্ড স্কোলিয়ার একটি নতুন চিকিৎসার মাধ্যমে প্রায় এক বছর পর এখনও ক্যানসারমুক্ত আছেন। তিনি মেলানোমা (এক ধরনের ত্বকের ক্যানসার) নিয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাঁর চিকিৎসায় ব্রেন সার্জারির আগে কম্বিনেশন ইমিউনোথেরাপি ব্যবহার করা হয়। এর সঙ্গে একটি বিশেষ ক্যানসার ভ্যাকসিনও দেওয়া হয়, যা তার শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে টিউমারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করেছে। যদিও তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন, তবুও তাঁর সাম্প্রতিক এমআরআই রিপোর্টে ক্যানসারের কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি। এই খবরটা প্রতি বছর ব্রেন ক্যানসারে আক্রান্ত ৩ লক্ষ মানুষের জন্য নতুন আশার আলো।

সবজি খাও, গল্প শোনো!

শিশুদের সবজি খাওয়ানো নিয়ে চিন্তা হয়? বার্লিনের হামবোল্ড ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় দারুণ এক উপায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। গবেষকরা দেখেছেন, বাচ্চারা যখন এমন কোনও রূপকথার গল্প শোনে, যেখানে সবজিদের জাদুকরি ক্ষমতা আছে, তখন তাদের খাওয়ার অভ্যাসও বদলে যায়। দেখা গিয়েছে, গল্পের পরে ৮০% শিশু পুষ্টিকর সবজি যেমন - ব্রোকোলি, গাজর, মটরশুঁটি বা ভুট্টার মতো স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নিয়েছে। এই গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, কল্পনাপূর্ণ গল্প শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরি করতে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।

মহাজাগতিক হিরের গল্প

পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছে এক বিরল হিরে! সম্প্রতি রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় 'পোপিগাই ইমপ্যাক্ট ক্রেটার'-এ পাওয়া গিয়েছে এক নতুন ধরনের হিরে, যা সাধারণ হিরের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। এগুলোকে 'কার্বোনাডো' বলা হয়, যা উল্কাপাতের কারণে সৃষ্ট বলে মনে করা হয়। এই হিরেগুলো কার্বন নাইট্রাইড দিয়ে তৈরি, যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে পাওয়া হিরের রাসায়নিক গঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই হিরেগুলো সম্ভবত অন্য কোনও গ্রহাণু বা মহাজাগতিক পরিবেশের উপাদান। এই আবিষ্কার শুধু মহাকাশ গবেষণায় নতুন পথ খুলে দেয়নি, বরং এটি আমাদের মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কেও নতুন তথ্য দেবে। এককথায়, মহাজাগতিক হিরে আবিষ্কার সত্যিই বিজ্ঞান জগতে নতুন উদ্দীপনা এনেছে।

শহরজুড়ে মৌমাছিদের বাড়ি

শহরজুড়ে মানুষের বাড়ি, কিন্তু মৌমাছিদের বাড়ি কোথায়? যুক্তরাজ্যের ব্রাইটন ও হোভে ৫ মিটারের বেশি উঁচু নতুন ভবনের জন্য মৌমাছি-ইট ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক হয়েছে। এই ইটগুলো দেখতে সাধারণ ইটের মতোই, কিন্তু এতে ছোট ছোট গর্ত থাকে যা একাকী মৌমাছিদের বাসা তৈরির জন্য আদর্শ। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল শহরের জীববৈচিত্র্য বাড়ানো। আধুনিক ভবনগুলো এত নিখুঁত হয় যে, মৌমাছিদের জন্য কোনও ফাঁকফোকর থাকে না। এই ইটগুলো সেই অভাব পূরণ করে। কিছু বিজ্ঞানী অবশ্য এই ইটের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু উদ্যোগটা অন্তত প্রকৃতিকে শহরে ফিরিয়ে আনার এক সৃজনশীল প্রচেষ্টা।

আজ প্রতীক্ষার

প্রথম পাতার পর

তবে নবমীতে বৃষ্টির রেশ না দেখা দেওয়ায় রায়গঞ্জের রাজপথে কার্যত জনপ্লাবন নামে। দশমীর বিকেল থেকে বৃষ্টি হলেও বৃষ্টি মাথায় নিয়েই নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা দেখতে অনেকে মেতে ওঠেন। ধর্মীয় সংস্কার মেনে অনেক ক্লাব ও বাড়ি বৃহস্পতিবার প্রতিমা বিসর্জন দেয়নি। পেশায় শিক্ষক শহরের বাসিন্দা তাপস সরকারের কথায়, 'এবছর পুজো অন্যান্য বছরের থেকে কিছুটা আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সেজন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা-আনন্দে একটুও ভাটা পড়েনি। পরিবারের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত ঠাকুর দেখেছি। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কার্নিভালও দেখব।' ইটাহারের উল্কা ক্লাবের পরিচালনায় রবিবার আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা হবে। সেই প্রতিযোগিতা দেখতে প্রতি বছর দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই উপস্থিত হন।

এবারের পুজোয় বালুরঘাটের নিউটাউন ক্লাব, প্রগতি সংঘ বা ত্রিধারা ক্লাবের পাশাপাশি গঙ্গারামপুরের একাধিক ক্লাব নজর কেড়েছে। হিলির বিভিন্ন পুজোও এবারে ভিড় টেনেছে। বালুরঘাটের প্রচুর মানুষ পুজোর ক'টা দিন নিয়ম বেঁধে হিলির পুজো দেখতে গিয়েছিলেন। নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে বালুরঘাটের বিভিন্ন রাস্তায় ভিড় জমতে শুরু করেছিল। বিশ্বাসপাড়া, থানা মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় জিলিপি ও বিভিন্ন অস্থায়ী মিষ্টির দোকান বসে। ত্রিধারা, অভিযাত্রী, নিউটাউন, মহামায়া, মৈত্রী চক্র সহ একাধিক ক্লাবের প্রতিমার এদিন নিরঞ্জন হয়। আত্রেয়ী নদীর সদরঘাটে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। ম্যানুয়ালি ও হাইড্রলিক ট্রলির মাধ্যমে এদিন প্রতিমা নিরঞ্জনপর্ব চলেছে। বিভিন্ন রাস্তায় যানজট মোকাবিলার জন্য পুলিশি নজরদারি রাখা হয়েছিল। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুশমণ্ডি সর্বজনীন, বুড়িমাতলা সহ হরিরামপুর ব্লকের একাধিক দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। শুক্রবার দুপুরেও গ্রামের প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়।

বিস্ফোরণে কাঁপল ডোমকল, মৃত ১

পরাগ মজুমদার

হাসপাতালে তদন্তে পুলিশ।

কী ঘটেছে

- বাড়ির উঠোনে গৃহস্থালির কাজ করছিলেন ছিদ্দাতুন খাতুন
- ধানের গাদায় মজুত থাকা বোমার মধ্যে অসাবধানতাবশত ওই মহিলার হাত পড়ে যায়
- এর পরেই বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হয়

ডোমকল, ৩ অক্টোবর : মুর্শিদাবাদের ডোমকলে ঘাটপাড়া এলাকায় শুক্রবার ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ছিদ্দাতুন খাতুন (৪২) নামে এক মহিলার। এই ঘটনায় আরও এক নাবালক জখম হয়েছে বলে খবর। মৃত মহিলার স্বামী গফুর মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিকে, ঘটনাটির পর গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, 'বিস্ফোরণের জেরে এক মহিলার মৃত্যু ঘটেছে। সেই সঙ্গে পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

প্রতিদিনের মতো এদিনও ঘাটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কৃষকের স্ত্রী ওই মহিলা বাড়ির উঠোনে গৃহস্থালির কাজ করছিলেন। তখনই ধানের গাদার মজুত থাকা বোমার মধ্যে অসাবধানতাবশত ওই মহিলার হাত পড়ে যায়। এর পরেই বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হয়। আর তাতেই গুরুতর জখম হন ওই মহিলা। স্থানীয় বাসিন্দারা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন। গুরুতর অবস্থায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে ডোমকল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত ওই মহিলা গফুরের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। গফুরের প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার কিছু মাস পরে গফুর দ্বিতীয় বিয়ে করেন। গফুর ও তাঁদের প্রথম স্ত্রীর ছেলে গিয়াস মণ্ডল ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহের কাজের সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি গিয়াস ডোমকলে ফিরে এসে জায়গাজমি কেনাবেচার কাজ শুরু করেন। তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। এই গিয়াস ক্রমশ নিজের ব্যবসা বাড়িয়ে ভিনজেলাতেও পৌঁছে যায়। এলাকায় কুখ্যাত দুষ্কৃতী হিসেবে গিয়াসের পরিচয় রয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা তাঁর দুষ্কর্মমূলক কাজকর্মের প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। সম্প্রতি জমিজায়গা কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে গিয়াস নানান ধরনের বিবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে বোমা মজুত হয়েছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু হয়ে যাবে। তার আগে ডোমকলে এই ধরনের ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাড়িতেই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত করা হয়েছিল বলে এলাকার বাসিন্দা মিনারুল শেখ জানিয়েছেন। তবে ঠিক কী কারণে এই বিস্ফোরণটি ঘটল, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

দুর্ঘটনার বলি

পতিরাম, ৩ অক্টোবর : বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল গোলাপ হোসেন সরকার (৫৭) নামে বাহিচার এক বাসিন্দার। পেশায় ওষুধ বিক্রেতা কয়েকদিন আগে আত্মীয়দের বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। বগুড়া-আদমদিঘি হাইওয়েতে গত বুধবার আত্মীয়দের সঙ্গে গাড়ি করে ভ্রমণের সময় একটি ভ্যানের সঙ্গে তাঁদের গাড়ির সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কীটনাশক পান

গাজোল, ৩ অক্টোবর : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ। আর তার জেরেই হয়তো কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন শাহিদ আনসারি নামে এক তরুণ। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোলের শাহজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোরদহিল এলাকায়।

সন্তানের দেহ

প্রথম পাতার পর

বলে মনে হচ্ছে না। বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে জেরা করেও পুলিশ অবশ্য বিশেষ কোনও সূত্র পায়নি।

তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন। তিনজনের মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ নাকি অন্য কিছু, তা ময়নাতদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। ওই বাড়িতে সপ্তমীর রাতে কারা এসেছিলেন, তা জানতে পুলিশ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজের খোঁজও করছে। স্থানীয় কাউন্সিলার শ্যাম মণ্ডল বলেন, 'পুজোর আবহে এমন রহস্যজনক মৃত্যু সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। দ্রুত ঘটনার কিনারা না হলে এলাকায় আতঙ্ক কাটবে না।'

তিন নাবালিকা

প্রথম পাতার পর

আরেক নাবালিকার মা বলেন, 'কোনও ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যাবে এই ধরনের সন্দেহ আমাদের নেই। কারণ আমরা জানি ওই তিন মেয়ের মধ্যে কারওই স্বভাব, আচার-আচরণ ওই ধরনের ছিল না। আমরা নিশ্চিত কেউ ওদেরকে অপহরণ করে অন্যত্র পাচার করে দিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।'

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আইনজীবী বিশ্বরূপ দেবের কথায়, '৩০ তারিখে ওই তিনজন নাবালিকা নিখোঁজ হয়। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাদের কোনও হদিস পায়নি পুলিশ। চলতি মাসের ১ তারিখে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু ইটাহার থানার পুলিশের কাছে সাহায্য না পেয়ে অবশেষে এসপি'র দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার।'

বন্দে ভারতের ধাক্কায় মৃত ৪

শিলিগুড়ি ও কিশনগঞ্জ, ৩ অক্টোবর : দশমীর মেলা দেখে ফেরার পথে বন্দে ভারতের ধাক্কায় প্রাণ গেল চার তরুণের। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও একজন। তিনি পূর্ণিয়ায় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কসবা এলাকায়। ভোর পাঁচটা নাগাদ পাটলিপুত্রগামী বন্দে ভারতের ধাক্কায় ওই চারজনের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরপিএফ এবং জিআরপি-র আধিকারিকরা। রেলের পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আহত তরুণকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে একই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নীলাঞ্জন দেব বলেন, 'আহত ও মৃতদের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি।'

পূর্ণিয়ার কসবা এলাকায় দশমীর মেলা চলছিল। রাতভর সেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হাজার হাজার মানুষ যান। শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ সেখান থেকেই ফিরছিলেন পাঁচ তরুণ। তাঁদের প্রত্যেকেরই বয়স ১৯ থেকে ২৫-এর মধ্যে। ওই এলাকা থেকে ফেরার রাস্তায় লেভেল ক্রসিং পড়ে। ওই লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় পাটলিপুত্রগামী বন্দে ভারতের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন পাঁচজন। দুর্ঘটনা হয়েছে বুঝে ট্রেন দাঁড় করিয়ে নিকটবর্তী স্টেশনে খবর দেন লোকোপাইলট। খবর পেয়ে প্রথমে জিআরপি এবং আরপিএফ-এর আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এদিকে আশপাশের কয়েকশো মানুষ এলাকায় ভিড় করতে থাকেন। পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকলে বাড়তি ফোর্স আনা হয়। রেলের আধিকারিকরা পৌঁছাতেই মৃতদেহগুলি সরিয়ে ফেলা হয়।

কিন্তু কী করে দুর্ঘটনা ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। লেভেল ক্রসিংয়ের রক্ষীর ভূমিকা কী ছিল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পূর্ণিয়া জংশনের স্টেশন ম্যানেজার মুন্না কুমারের বক্তব্য, 'অন্ধকার থাকায় ট্রেন দেখতে পাননি ওই তরুণরা। দ্রুতগতিতে আসা বন্দে ভারত সামনে চলে আসায় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তবে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সেটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' অন্যদিকে, ঘটনার দুঃখপ্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তিনি মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

ভুটানের সঙ্গে ভরসার

প্রথম পাতার পর

তিন বছরের মধ্যে কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেওয়া হয়েছে। বানারহাট-সামসী রেলপথ চালু হলে পর্যটনের ক্ষেত্রেও ডুয়ার্স ও ভুটানে নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।

সামসীকে ভুটান সরকার শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছে। নতুন রেলপথটি সেদেশে আমদানি-রপ্তানিতে নতুন দিশা দেখাবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রস্তাবিত রেলপথটির দৈর্ঘ্য ২০ কিলো মিটার। থাকবে দুটি স্টেশন সহ ১টি বড় সেতু, ২৪টি ছোট সেতু ও ৩৭টি রোড আন্ডারব্রিজ (আরইউবি)।

এর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ভুটানের রাজা জিগমে খেসর নামগেয়াল ওয়াংচুং নয়াদিল্লি সফরে গিয়েছিলেন। তখনই দুই রেলপথ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভুটানে গিয়ে দুই রেলপ্রকল্প নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বানারহাট স্টেশন থেকে লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের পেছন দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে সামসীগামী রেলপথটি তৈরি হবে। দিল্লি সূত্রের খবর, বানারহাট-সামসীর পাশাপাশি হাসিমারা-ফুন্টশোলিংয়ের প্রায় সাড়ে ১৭ কিলোমিটার ও মুজনাই-নিওপালিং সাড়ে ৩৭ কিলোমিটার ইন্দো-ভুটান রেলপথও তৈরি নিয়েও দু'দেশের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।

দুই রেলপথ চালুর ঘোষণায় খুশি নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল। তাঁর কথায়, 'রেলপথ চালুতে পণ্য আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে জটিলতা, খরচ দুই-ই কমবে। তাতে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীরাই সবথেকে বেশি উপকৃত হবে।' আসাম রাইফেলসের এক ঊর্ধ্বতন কর্তার কথায়, 'ভুটানের সঙ্গে জোড়া রেল যোগাযোগ সেনাকে অনেক বেশি সক্রিয় করবে। চোরাচালান ও অস্ত্রপাচার বন্ধেও ওই রেলপথ ঘুরিয়ে সহায়ক হবে।'

বহরমপুরের একটি পুজো মণ্ডপে। ছবি ঃ পঙ্কজ ঘোষ

সাবিত্রীর অবস্থা স্থিতিশীল

মালদা, ৩ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাঁকে কলকাতার বেলভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার বিধায়কের অনুগামীরা জানিয়েছেন, নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন থাকলেও আপাতত তিনি বিপন্মুক্ত।

ভিমরুলের হুলে মৃত ১

গঙ্গারামপুর, ৩ অক্টোবর : ভিমরুলের আক্রমণে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম আদিত্যকুমার হালদার (৫০)। তপন থানার কাঁটাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার সময় একঝাঁক ভিমরুল তাঁকে হুল ফোটায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। শুক্রবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

হত পরিযায়ী

মালদা, ৩ অক্টোবর : ভিনরাজ্যে সাপের ছোবলে মৃত্যু হল মালদা জেলার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত ওই শ্রমিকের নাম শেখ মহবুল। বাড়ি ইংরেজবাজারের কোকলামারি এলাকায়। রাজস্থানের শ্রমিক ছাউনিতে ঘুমন্ত অবস্থায় বিষধর সাপের ছোবলে তাঁর মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার মৃত শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ মালদায় ফিরে এলে কোকলামারি গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত মহবুলের বাবা শেখ জাহিরুদ্দিন বলেন, 'মাসখানেক আগে আমার ছেলে রাজস্থানে কাজে গিয়েছিল। তার ৩ সন্তান রয়েছে, সকলেই বিশেষভাবে সক্ষম। এখন সংসার চলবে কী করে?'

রাবণ দহন

পতিরাম, ৩ অক্টোবর : পতিরামে প্রথমবার দশমীতে উৎসবের আয়োজন করে বিএসএফ ১২৩ নম্বর ব্যাটালিয়ন। বৃহস্পতিবার রাতে বাহিনীর প্রাঙ্গণে ৫৮ ফুট উঁচু রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদের কুশপুতুল দহন করা হয়। রাবণ বধের নাটক দেখে এলাকাবাসী মুগ্ধ হয়ে যান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ আঞ্চলিক সদর দপ্তরের ডিআইজি মোহিন্দর সিং। তিনি বলেন, 'সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ কর্মীরাই আমাদের রাম। সীমান্তে বেআইনি কাজে যুক্ত থাকা মানুষ এই যুগের রাবণ।' এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্যাটালিয়নের সিও গুরিন্দর সিং।

পুজোয় সাড়ে ২৭ কোটির মদ বিক্রি

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই মালদা শহরের ফরেন লিকার অফ শপ সহ বারগুলিতে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। আর পুজোর ক'টা দিন উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, পুজোর মরশুমে শুধুমাত্র মালদা জেলায় সরকারিভাবে সাড়ে ২৭ কোটি টাকারও বেশি মদ বিক্রি হয়েছে। পুজোর মরশুম বলতে বিশ্বকর্মাপুজো থেকে শুরু করে নবমী পর্যন্ত। আর পুজোর তিনদিন ধরলে মদ বিক্রির পরিমাণ ৭ কোটি টাকার বেশি। এই হিসেব সরকারি। আর বেসরকারি হিসাব ধরলে টাকার অঙ্কটা কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন মদ বিক্রেতারা। জেলার মদ ব্যবসায়ীদের মতে, এবার বেশি বিক্রির কারণ অনুকূল আবহাওয়া। সাধারণ দিনে মালদা জেলায় প্রতিদিন দেড় কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মালদা জেলায় কমবেশি ১৫০টি শপ রয়েছে। তিনি বলেন, 'পুজোর মরশুমে গত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি মদ বিক্রি হয়েছে।'

পুজোর এই সময়ে জেলার প্রায় প্রতিটি প্রান্তে এবং পাড়ায় পাড়ায় পানের দোকান, মুদিখানা এবং কিছু বাড়ি থেকেও লুকিয়ে মদ বিক্রি হয় অনেক বেশি দামে। পুজোর সময় অতিরিক্ত আয়ের আশায় দোকানে এবং বাড়িতে আগে থেকেই মদ কিনে মজুত করে রাখা হয়, সেই মদ অতিরিক্ত দামে স্থানীয় মানুষের কাছে বিক্রি হয়। সেসব বিক্রির হিসেব অবশ্য সরকারি খাতায় ওঠে না।

মালদার একটি ফরেন লিকার অফ শপের মালিক দেবু সাহার কথায়, 'নিয়ম মেনে পুজোর সময় শুধুমাত্র বিজয়া দশমীর দিন জেলার সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখা হয়েছিল। তাছাড়াও ওই দিনটি ছিল গান্ধিজির জন্মদিন। তবুও অন্যবারের তুলনায় এবার ভালো বিক্রি হয়েছে।'

পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর দিন থেকেই এবার মদ কেনার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। গভীর রাত পর্যন্ত ছিল ক্রেতাদের ভিড়। এক ক্রেতার কথায়, 'পুজোর চারদিনের জন্য চার রকম ব্র্যান্ডের বিলিতি মদ আগের থেকেই কিনে রেখেছি। প্রতিবছরই পুজোর সময় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মদ্যপানের আসর বসে। পুজোর দিনগুলি আমরা এভাবেই উদযাপন করি।'

একটি বিদেশি মদের দোকানের বিক্রেতার মতে, এই বছর প্রথম পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও দোকানে এসে লাইন দিতে দেখা গিয়েছে। পানশালাগুলিতেও মহিলাদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

নাড়ু-মোয়া খেয়ে গেল চোর

তপন, ৩ অক্টোবর : মহানবমীর আনন্দে মাতোয়ারা ছিল তপন। চারদিকে ভিড়, আলো আর ঢাকের বাদ্যি। বুধবারের সেই রাতে তপন থানার কয়েকশো মিটার দূরে কসবা গ্রামে একটি বাড়িতে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা।

অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব লাহার বাড়ি ফাঁকা পেয়ে আলমারি ভেঙে প্রায় আট ভরি সোনার গয়না এবং নগদ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। এতেই ক্ষান্ত হয়নি দুষ্কৃতীরা। ফ্রিজ থেকে নাড়ু ও মোয়া সাবাড় করে দিয়ে গিয়েছে তারা। পরিবারের লোকজন বাড়ি ফিরে চুরির ঘটনাটি বুঝতে পারেন। বৃহস্পতিবার তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বিপ্লব লাহা জানান, মহানবমীর দিন পরিবারের সকলে ঠাকুর দেখতে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে দেখি ঘরের তালা ভাঙা। আলমারির সামগ্রী এলোমেলো। সোনার গয়না আর নগদ টাকা উধাও। আমার ছেলে দীপ বাড়িতে ড্রেস চেঞ্জ করতে গিয়েছিল। কিন্তু সে কিছু টের পায়নি। এ বিষয়ে দীপ লাহার বক্তব্য, পরিবারের সঙ্গে পুজো দেখার জন্য ড্রেস চেঞ্জ করতে বাড়ি গিয়েছিলাম। তখনও বুঝতেই পারিনি এমন ঘটনা ঘটবে। দুর্গোৎসবের আনন্দের মাঝেই ঘটে যাওয়া এই চুরির ঘটনায় গোটা তপনবাসী আতঙ্কিত।

ভিনরাজ্যে মৃত্যু

বৈষ্ণবনগর, ৩ অক্টোবর : অভাবের সংসারের হাল ধরতে তিন মাস আগে পাড়ি দিয়েছিলেন ভিনরাজ্যে। উদ্দেশ্য ছিল রোজগার করে সংসারের দুঃখ ঘোচানো, বাবা-মা ও সন্তানদের মুখে হাসি ফোটানো। কিন্তু তা গড়াল হৃদয়বিদারক পরিণতিতে। কফিনবন্দি হয়ে ফিরলেন বৈষ্ণবনগরের এক তরুণ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সাইদুল শেখ (৩১)। বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার জহক মণ্ডলপাড়া গ্রামে। শোকে স্তব্ধ গ্রাম। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন মাস আগে সাইদুল পাড়ি দেন মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

প্রলেপ শারদ সম্মানে

প্রথম পাতার পর

কোচবিহারের প্রথম পুরস্কার বিজেতা ছাট গুড়িয়াহাটি নেতাজি স্কোয়ার সংঘের মণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছিল সেই রাজস্থানকে।

স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক তথা বাচিকশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল ও চিত্রশিল্পী ইভানা কুণ্ডু সহ আরও অনেকের হাত থেকে কোচবিহারের ওই অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় সেরার সম্মান পায় দিনহাটার শহিদ কর্নার দুর্গাপুজো কমিটি। যাদের মণ্ডপে ছিল অনবদ্য নান্দনিকতার ছোঁয়ায় কাল্পনিক এক মন্দির। তৃতীয় দিনহাটারই বলরামপুর রোড কালীবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটি রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ বন্ধ সহ নারীর প্রতি সম্মানের নানা ছবি তুলে ধরেছিল মণ্ডপে।

জলপাইগুড়ি জেলায় শারদ সম্মানে প্রথম ধূপগুড়ির মিলন সংঘের মণ্ডপে ছিল ছবির মাধ্যমে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণে সংস্কৃতির ধারা। দ্বিতীয় ময়নাগুড়ি বিবেকানন্দ ক্লাবের পুজোতে পোড়ামাটির পুতুলের কাজ ছিল অনবদ্য। তৃতীয় জলপাইগুড়ির তরুণদলের পুজোর নারীকথা থিম দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। রত্নগর্ভা মায়েদের সম্মান জানিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলায় শারদ সম্মানে প্রথম হয় ফালাকাটা কলেজপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও অবনীন্দ্রনাথকে মণ্ডপে তুলে ধরে আলিপুরদুয়ার জেলায় দ্বিতীয় সম্মানটি পায় মিলন সংঘ। তৃতীয় স্থানাধিকারী দত্তপাড়ার স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের মণ্ডপে ছিল ব্যাংককের অরুণ মন্দিরের আদল। জেলার সেরার সেরা ফালাকাটা কলেজপাড়া দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক প্রহ্লাদ দাস বলেন, 'আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে পুরস্কার পেলেও উত্তরবঙ্গ সংবাদের পুরস্কার একটা আলাদা মাত্রা বহন করে।'

চিত্রশিল্পী প্রণব সাহা চৌধুরী, নাট্যকর্মী ওঙ্কারানন্দ সাহা এবং মূকাভিনেতা বিদ্যুৎ কর্মকারের বিচারে মালদা জেলার বাছাই করা ৪৭টি পুজোর মধ্যে প্রথম পুরস্কার জিতে নিয়েছে মালঞ্চপল্লি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে মালদার নেতাজি ক্লাব ও লাইব্রেরি এবং ঘোড়াপীর সার্বজনীন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কবি শুভদীপ আইচ, চিত্রশিল্পী শুভ্রদীপ চৌধুরী ও নাট্যকর্মী শুভদীপ পালের বিচারে প্রথম হয়েছে বালুরঘাট কবিতীর্থ অ্যাথলেটিক ক্লাব, দ্বিতীয় গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব ও তৃতীয় হিলি বিপ্লবী সংঘ।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় এই সম্মানে এবার প্রথম হয়েছে রায়গঞ্জের বিপ্লবী সার্বজনীন, দ্বিতীয় উদয়পুর বারোয়ারি দুর্গোৎসব পুজো কমিটি ও তৃতীয় রূপাহার যুব সংঘ। বিচারক হিসেবে ছিলেন শিবশঙ্কর উপাধ্যায়, শ্যামল কর্মকার ও শোভন মৈত্র। প্রতি জেলাতেই এই তিন সেরার বাইরে ছিল কম বাজেটের পুজোয় শারদ সম্মান। উত্তর দিনাজপুর জেলায় চোপড়া থানাপাড়া সার্বজনীন, কালিয়াগঞ্জ রশিদপুর সার্বজনীন ও রায়গঞ্জের সমাজ সেবক সংঘ এই সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় কম বাজেটের সেরা পুজো হয়েছে জলপাইগুড়ি পূর্বাচল সংঘ পুজো কমিটি, মালবাজারের রাধা গোবিন্দ মন্দির কমিটি ও পল্লিসংঘ শোভাবাড়ি। উত্তরবঙ্গ সংবাদের জলপাইগুড়ি দপ্তরে শারদ সম্মান বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজা রাউত, গৌতম গুহরায় প্রমুখ। আলিপুরদুয়ার জেলায় কম বাজেটের সেরা পুজো নির্বাচিত হয়েছে সোনাপুর পূজারি সংঘ দুর্গোৎসব কমিটি, রাধানগর সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব, বারবিশা এবং হ্যামিল্টনগঞ্জ অগ্রগামী সংঘ।

মালদার কম বাজেটের পুরস্কারগুলি জিতে নিয়েছে গাজোলের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ক্লাব, পুড়াটুলি স্পোর্টিং ক্লাব ও সাহাপুর যুবক সমিতি। দক্ষিণ দিনাজপুরে কম বাজেটের তিন সেরা পুজো হল বালুরঘাটের ব্রতী সংঘ ক্লাব ও লাইব্রেরি, পতিরামের অরবিন্দপল্লি দুর্গাপুজো সমিতি ও বুনিয়াদপুর পীরতলা সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি।

জয় হোক রাজনীতির, নিকুচি করুক

প্রথম পাতার পর

শহরটা দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরসভার অফিস কাছেপিঠেই। এখনকার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীও এই জেলা থেকে নির্বাচিত।

তাঁদের একজনের নজর থাকলেও সুনীতি দেবীর এমন দুর্দশা হওয়ার কথা নয়। সুনীতি দেবীর মুখ কালো করে নিজেদেরই মুখ পুড়িয়েছেন যাঁরা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপিত যে মূর্তিটি শুধু পর্যটক নয়, ইতিহাসপ্রেমীদের আকর্ষণের কেন্দ্র হতে পারত, তার কথা এখন শহরের টোটোচালকরাই জানেন না। কী লজ্জা, কী লজ্জা! পর্যটকরা যেতে চাইলে তাঁরা নিয়ে যাবেন কী করে! কতটা অবহেলায় এমন পরিণতি- ভাবতে ভাবতে সুনীতি দেবীর সামনে নতমস্তক হয়েছিলাম কিছুক্ষণ।

এই একই শহরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কার্যালয়ের সামনে কয়েক মাস আগে মহারাজার মূর্তি স্থাপনকে ঘিরে উদয়ন গুহ ও পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কাজিয়া দেখেছেন সবাই। শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে জেলা শাসককে পর্যন্ত সেই নাটকে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। শুনতে পাই, হেরিটেজ কমিটি থাকলেও তার বৈঠক হয় না অনেকদিন। ইতিহাস নিয়ে এমন ছেলেখেলা শুধু কোচবিহারে নয়, মাত্র এক মাস আগে দেখেছে আলিপুরদুয়ার জেলাও।

চিলাপাতার গভীর অরণ্যে একটি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে রাজনীতির খেলা চলল। নলরাজার গড় বলে পরিচিত ওই স্থাপত্যটির নামই বদলে দেওয়ার হল। ঐতিহাসিক তথ্য বা পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ নয়, নাম বদলের কারণ জাতিগত আবেগ উসকে নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর ভোট ব্যাংক বগলদাবা করা। ইতিহাস চর্চার সঙ্গে আজীবন যুক্ত অনেকেও ভেসে গেলেন রাজনীতির সেই খেলায়।

নল নামে কোনও রাজার গড় কি না, তা নিয়ে বিতর্ক, সংশয় আছে। কিন্তু গড়টি যে কোনওকালে নরনারায়ণের গড় নামে পরিচিত ছিল না- তা ঐতিহাসিক সত্য। ছয়ের দশকে রাজ্য পুরাতাত্ত্বিক দপ্তরের খননেও নরনারায়ণের গড় নামের সমর্থন নেই। এখন হঠাৎ নর থেকে অপভ্রংশ হয়ে নল নাম হয়েছে বলে হাস্যকর বাহানা (ইচ্ছে করেই যুক্তি শব্দটি উচ্চারণ করলাম না) দেওয়া হল।

সুনীতি দেবীর মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণে যেমন কোচবিহার নীরব, তেমনই নলরাজার গড়ের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন নাম বদলে আলিপুরদুয়ারের কোনও হেলদোল দেখলাম না। অথচ আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা কম নয় উত্তরবঙ্গে। তাঁরা যেন রাজনীতির পায়ে নিজেদের গবেষণা, সত্যানুসন্ধানকে বন্ধক দিয়ে ফেলেছেন। ইতিহাসের সঙ্গে পর্যটনকে জড়িয়ে ফেলার ভাবনাই নেই। না সরকারি মহলে, না বেসরকারি স্তরে।

এখন শুনছি, পুজোর পর নাকি গৌড়, পাণ্ডুয়া, আদিনাকে কেন্দ্র করে মালদা জেলায় পর্যটন সার্কিট হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি...।' গৌড়, আদিনা কিংবা দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড় তো আজকের স্থাপত্য নয়। এতদিনে মনে পড়ল এখানে পর্যটন সম্ভাবনা আছে! অথচ মালদা জেলা থেকে একসময় পর্যটনমন্ত্রী ছিলেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত। তিনি মালদার ঐতিহাসিক পর্যটন নিয়ে বলেছেন বেশি, করেছেন কম।

বিশ্বাস করুন, মন্ত্রীদের কাণ্ড দেখলে অতীতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির 'কথা কম কাজ বেশি' স্লোগানটাকে ভাঁড়ামো ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। কোচবিহারের সিপিএম নেতা দীনেশ ডাকুয়া ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ছিলেন। সৎ, পার্টি অন্ত প্রাণ, দক্ষ সংগঠক হিসাবে পরিচিতি থাকলেও কোচবিহারকে ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক আকর্ষণের পর্যটনকেন্দ্র করে তুলতে তাঁর কোনও ভূমিকাই মনে পড়ে না।

যে কারণে কোচবিহার শহরের ব্রাহ্ম মন্দির ও সুনীতি দেবীর মূর্তির মতো অনেক পর্যটন সম্ভাবনা সত্ত্বেও খোলা মাঠে নষ্ট হচ্ছে গোসানিমারির ঐতিহাসিক স্থাপত্য। যেখানে অনেক ইতিহাস কথা বলে। রাতে নিকষ আলো আঁধারে দাঁড়িয়ে সুনীতি দেবী যেন কোচবিহারের অন্ধকার দেখিয়ে দিচ্ছেন- জয় হোক রাজনীতির, নিকুচি করুক ইতিহাসের। হেরিটেজ সংরক্ষণের নামেও রাজনীতির খেল!

সংক্ষিপ্ত খবর...

অস্ট্রেলিয়াকে ইনিংসে হারাল ভারত

বিধ্বংসী বৈভব

ব্রিসবেন, ৩ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়া ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল প্রথম যুব টেস্টে দাপট দেখিয়ে ইনিংস ও ৫৮ রানে জিতেছে। ব্রিসবেনে অজিরা প্রথম ইনিংসে ২৪৩ রানে অল আউট হয়। পেসার দীপেশ দেবেন্দ্রন ৪৫ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন কিষান কুমার (৪৮/৩)। জবাবে তরুণ সেনসেশন বৈভব সূর্যবংশীর (৮৬ বলে ১১৩) তাণ্ডবে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪২৮ রানে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যুব টেস্টে দ্রুততম শতরানের রেকর্ড গড়েন বৈভব। তাঁর শতরান আসে ৭৮ বলে। শতরান পেয়েছেন বেদান্ত ত্রিবেদীও (১৪০)। ১৮৫ রানে পিছিয়ে থাকা অজিদের দ্বিতীয় ইনিংস ভাঙেন দীপেশ (১৬/৩), খিলান প্যাটেল (১৯/৩)। অজিরা ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়।

পিসিবি-র কড়া পদক্ষেপ

বিদেশি লিগ নীতিতে পরিবর্তন

লাহোর, ৩ অক্টোবর : এশিয়া কাপ বিতর্কের আবহে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকেটারদের বিদেশি টি২০ লিগে খেলার জন্য নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দেওয়ার নীতিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এশিয়া কাপের পর বোর্ডের কড়া মনোভাব ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এখন থেকে ক্রিকেটারদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়ানো হবে।

অন্যদিকে, আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের জন্য পাকিস্তান টেস্ট দল ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে কিছু নতুন মুখকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দলে এসেছেন রোহেল নাজির, আসিফ আফ্রিদি এবং ফয়সল আক্রামের মতো তরুণরা। পিসিবি-র লক্ষ্য, এই পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের ক্রিকেটের মান উন্নত করা এবং শৃঙ্খলার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

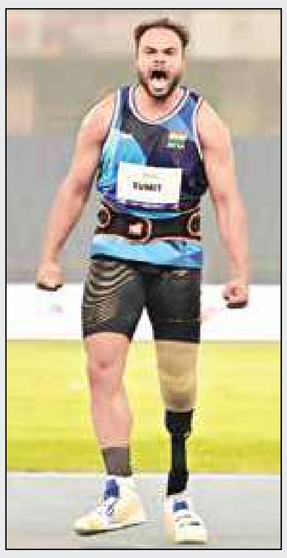

সোনা জয়ের পর হুংকার ভারতের সুমিত আন্টিলের।

বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স

সোনার হ্যাটট্রিক সুমিতের

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্সে ফের সোনালি অধ্যায় লিখলেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার সুমিত আন্টিল। গত দুইবারের মতো এবারও তিনি সোনা জিতলেন। এফ ৬৪ ক্যাটিগোরিতে ৭০.৫৯ মিটার ছুড়ে সোনার পদক গলায় ঝোলালেন সুমিত। ভারতের প্রথম পুরুষ প্যারা অ্যাথলিট হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে টানা তিনবার সোনা জিতলেন তিনি। এর আগে টোকিও ও প্যারিস প্যারালিম্পিকে সোনা জিতেছিলেন ২৭ বছরের সুমিত।

ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে সিরিজ নেপালের

শারজা, ৩ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে চলতি প্রথম টেস্টে চাপে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে ক্যারিবিয়ানরা ভারতে আসার আগে তাদের বড়সড়ো লজ্জায় ফেলেছে নেপাল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-১ ব্যবধানে হারাল তারা। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে নেপাল সিরিজ পকেটে পুরেছিল। তৃতীয় ম্যাচ জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোনওক্রমে হোয়াইটওয়াশ বাঁচায়। আইসিসি-র পূর্ণ সদস্যের দেশের বিরুদ্ধে এটাই নেপালের প্রথম সিরিজ জয়।

অ্যাসেজে সুযোগ না পেয়ে অবসর ওকসের

লন্ডন, ৩ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার ক্রিস ওকস। আসন্ন অ্যাসেজের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি তাঁর। যার ফলেই ওকসের এহেন সিদ্ধান্ত বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। যদিও অবসর প্রসঙ্গে ওকস জানিয়েছেন, তাঁর সময় শেষ হয়েছে এবং এখন নতুন প্রজন্মের জন্য জায়গা করে দেওয়া উচিত। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ওকস সবসময়ই ইংল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটেও তাঁর পারফরমেন্স ছিল বেশ নির্ভরযোগ্য। ২০১৯ সালের ইংল্যান্ডের ওডিআই বিশ্বকাপ জয়েও ওকস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মালিকানা বদলের সম্ভাবনা আরসিবি-র

বেঙ্গালুরু, ৩ অক্টোবর : আইপিএলে এবার বড়সড়ো পালাবদলের ইঙ্গিত। সূত্রের খবর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা কিনতে আলোচনা শুরু করেছেন সেরাম ইনস্টিটিউটের কর্ণধার আদর পুনাওয়ালা। বিরাট কোহলিদের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি বর্তমানে ইউবি গ্রুপের হাতে রয়েছে। নতুন মালিকানার খবর সত্যি হলে আইপিএলের ইতিহাসে এটি অন্যতম বড় অর্থনৈতিক চুক্তি হতে চলেছে। যদিও পুনাওয়ালার তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

ব্রাজিল দলে ফিরলেন ভিনিরা

সাও পাওলো, ৩ অক্টোবর : ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি তাঁর পরবর্তী ম্যাচের স্কোয়াডে রিয়াল মাদ্রিদের তিন তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রডরিগো ও এডের মিলিটাওকে ফিরিয়ে এনেছেন। চোট, অফফর্মের জন্য গত কয়েকটি ম্যাচে এই তিনজনকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তবে রিয়ালের হয়ে ভিনিদের সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের ভিত্তিতে আন্সেলোত্তি তাঁদের প্রতি আস্থা রেখেছেন।

নতুন বল 'ট্রাইওন্ডা'

জুরিখ, ৩ অক্টোবর : ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের জন্য 'ট্রাইওন্ডা' নামের এক নতুন রহস্যময় বল উন্মোচন করেছে ফিফা। এই বলের ডিজাইন এবং প্রযুক্তি সাধারণ নয়। এই বিশেষ বলটি তৈরি হয়েছে তিনটি আয়োজক দেশ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর সংস্কৃতিকে মাথায় রেখে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারিকুরিতে এটি যাতে মাঠে আরও দ্রুত এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়, সেই দিকে নজর রাখা হয়েছে। 'ট্রাইওন্ডা' অর্থাৎ তিনের মিলন, যা খেলার গতিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবে বলেই আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রথম দশেও নেই গুকেশ

চেন্নাই, ৩ অক্টোবর : গ্র্যান্ড সুইস দাবায় খারাপ পারফরমেন্সের জের। সদ্য প্রকাশিত ফিডে র‍্যাংকিংয়ে প্রথম দশের বাইরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। অক্টোবর মাসের তালিকায় ১৫ রেটিং পয়েন্ট খুইয়ে সেরা দশের বাইরে চলে গিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, মহিলা বিভাগে ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন দিব্যা দেশমুখ। রয়েছেন বিশ্বের ৪ নম্বর হয়ে ভারতীয়দের মধ্যে সেরা র‍্যাংকিংয়ে রয়েছেন অর্জুন এরিগাইসি।

সিরাজের শক্তিশেলের পর ব্যাটিং দাপট

তিন সেঞ্চুরিতে জয়ের হাতছানি

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে প্রথম শতরান করে ভারতীয় সেনার উদ্দেশ্যে 'গান স্যালুট' সেলিব্রেশন ধ্রুব জুরেলের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-১৬২
ভারত-৪৪৮/৫
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

আহমেদাবাদ, ৩ অক্টোবর : সেলিব্রেশন ডে!

কারও উচ্ছ্বাস সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে। কারও উচ্ছ্বাসে কার্গিল হিরো বাবা, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি নির্ভেজাল আবেগ। কারও সেলিব্রেশনে ধরা পড়ল রাজপুত ঘরানার তলোয়ারবাজির চেনা ছবি। তিনটি শতরান, অভিনব তিন সেলিব্রেশন। যোগফল, দ্বিতীয় দিনেই আহমেদাবাদ টেস্টে জয়ের হাতছানি ভারতের।

বৃহস্পতিবার প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ভাঙেন মহম্মদ সিরাজ, জসপ্রীত বুমরাহ, কুলদীপ যাদবরা। বোলারদের তৈরি যে মঞ্চে এদিন ব্যাটারদের একতরফা আধিপত্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৬২ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪৪৮/৫। সবমিলিয়ে ২৮৬ রানের লিড। হাতে এখনও ৫ উইকেট।

ভারতীয় বোলিংয়ে গতকাল নেতৃত্ব দেন সিরাজ (৪০/৪)। ইংল্যান্ড সফর থেকে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। এশিয়া কাপ দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। লাল বল হাতে গতকাল তারই যেন জবাব দিলেন। পেস-সুইংয়ে প্রতিপক্ষের টপ অর্ডারে কার্যত কাঁপুনি ধরিয়ে দেন। টপ ফাইভের চার শিকারও হায়দরাবাদ-এক্সপ্রেসের পকেটে।

যোগ্য সংগতে বুমরাহ (৪২/৩) ও কুলদীপ (২৫/২)। ফলে, ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররা কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে প্রথমদিনে চায়ের আগেই ১৬২ রানে গুটিয়ে রোস্টন চেজের দল। সর্বাধিক জাস্টিন গ্রিভসের ৩২। চেজ ২৪, শাই হোপ ২৬। বাকিদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। শিবনারায়ণ চন্দ্রপলের পুত্র তেগনারায়ণ খাতা খুলতেও ব্যর্থ। জবাবে গতকাল ভারত খেলা শেষ করে ১২১/2 স্কোরে। আউট যশস্বী জয়সওয়াল (৩৬), বি সাই সুদর্শন (৭)।

আজ দিনভর সুযোগ দুই হাত ভরে কাজে লাগানোর স্ক্রিপ্ট। ১২১/২ থেকে শুরু করে এদিন মাত্র তিন উইকেট খুইয়ে ৩২৭ রান যোগ করে ভারত। শুরুটা গতকালের দুই অপরাজিত ব্যাটার শুভমান গিল-লোকেশ রাহুলের। নান্দনিক ব্যাটিংয়ে ছোঁয়ায় বাইশ গজে অনায়াস দাপট। দিনের ১৯তম ওভারে অবশ্য ভুল করে বসেন শুভমান (৫০)। রিভার্স সুইপ চলে যায় স্লিপে। নিজের আইপিএল টিম গুজরাট টাইটান্সের হোম গ্রাউন্ডে বড় স্কোরের সুযোগ হাতছাড়ার আক্ষেপ নিয়ে ফেরা।

ইংল্যান্ড সিরিজের ফর্ম ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেও ধরে রাখলেন রবীন্দ্র জাদেজা। করলেন টেস্ট কেরিয়ারের ছয় নম্বর শতরান।

গ্যালারিতে হাজির অল্পসংখ্যক সমর্থককে অবশ্য আক্ষেপ নিয়ে ফিরতে দেননি লোকেশ, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজারা। গত ইংল্যান্ড সফর থেকে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির অবর্তমানে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের 'ভরকেন্দ্র' হয়ে উঠেছেন লোকেশ। জুরেলের সামনে যেখানে ঋষভ পন্থের (চোটের জন্য বাইরে) শূন্যতা পূরণের গুরুভার।

বিক্ষিপ্ত কিছু মুহূর্ত বাদ দিলে ক্যারিবিয়ান বোলাররা চাপ তৈরিতে ব্যর্থ। এরমধ্যে ৫৭ রানে লোকেশের ক্যাচ ফেলায় বিড়ম্বনা বাড়ে। সুযোগের সদ্ব্যবহারে লাঞ্চের আগে শতরানে পা। এক হাতে ব্যাট ধরে আকাশের দিকে। অপর হাতের দুই আঙুল মুখে! গত মার্চেই কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন। দেশের মাটিতে ৩২১১ দিন অপেক্ষার পর (ভারতে শেষ টেস্ট সেঞ্চুরি ২০১৬ সালে) পাওয়া শতরান উৎসর্গ করলেন সদ্যোজাতকে।

লাঞ্চে ভারতের স্কোর ২১৮/৩। ৫৬ রানের লিড। গ্যালারিতে 'দুশো চাই লোকেশ' আবদার। যদিও লাঞ্চের পর শুরুতেই আউট লোকেশ (১০০)। অফের দিকে ড্রাইভ করতে গিয়ে বল কভার ফিল্ডারের হাতে।

২১৮/৪। এখান থেকে জুরেল-জাদেজার ২০৬ রানের যুগলবন্দি। ঋষভের মতো দুঃসাহসী ব্যাটিং নয়, জুরেলের শক্তি ক্রিকেটীয় শটে। লোকেশের মতো ব্যাকফুটে যেন অনায়াসে স্পিন-পেসকে সামলালেন, তেমনই ফ্রন্টফুটে ফিল্ডারদের ফাঁকফোকর খুঁজে নিচ্ছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ শতরান।

হাফ সেঞ্চুরির পর স্যালুট করেছিলেন বাবার উদ্দেশ্যে। শতরানের পর ব্যাটকেই বন্দুক বানিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি জুরেলের 'গান স্যালুট'! পাকিস্তানি ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহানের জঙ্গিসুলভ 'গান সেলিব্রেশন' নয়, জুরেলের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ল ভারতীয় সেনার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম। তফাত পরিষ্কার!

জুরেল-ম্যাজিকে (১২৫) ইতি পড়ে বাঁহাতি স্পিনার খারি পিয়েরের স্বপ্নপূরণে। ৩৪ বছর বয়সে আহমেদাবাদে টেস্ট অভিষেক। প্রথম উইকেটের স্বাদ মেটালেন জুরেলকে দিয়ে। ফেরার আগে জুরেল প্রশংসা কুড়িয়ে নিলেন প্রাক্তনদের। হরভজন সিংয়ের দাবি, আরও অনেক জুরেল-স্পেশাল অপেক্ষা করছে। বিদেশের মাটিতেও জুরেলকে খেলালে ঠকবেন না গৌতম গম্ভীররা।

ক্যারিবিয়ান বোলিংয়ের দৈন্যদশা আরও প্রকট জাদেজা-জাদুতে। কেন তিনি এক নম্বর টেস্ট অলরাউন্ডার, আবারও বোঝালেন। এদিন কাজ সারলেন ব্যাট হাতে। ৫টি ছক্কা ও হাফ ডজন বাউন্ডারিতে সেঞ্চুরি পূরণ। ফিরলেন ১০৪ রানে অপরাজিত থেকে। আগামীকাল ফের নামবেন স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস, ব্রায়ান লারার দেশের বিরুদ্ধে দাপট আরও বাড়িয়ে দিতে।

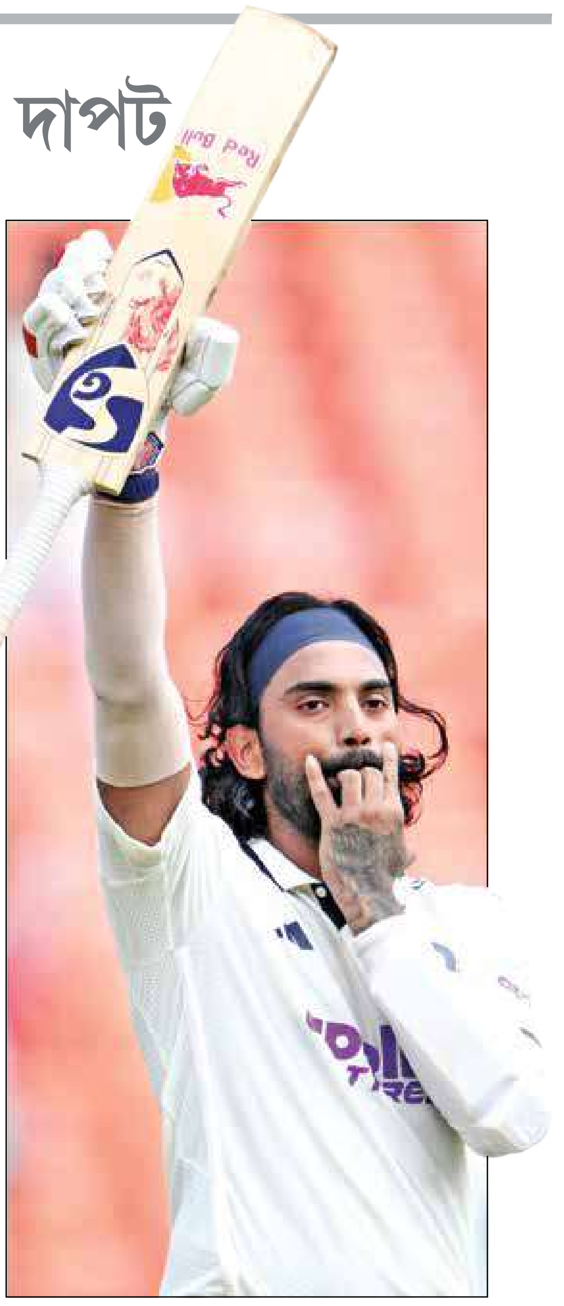

শতরানের পর মেয়ের মতোই মুখে আঙুল লোকেশ রাহুলের।

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সেঞ্চুরি উৎসর্গ ধ্রুবর

আহমেবাদ, ৩ অক্টোবর : বাইশ গজে ফের 'বন্দুক' নিয়ে সেলিব্রেশন!

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে সাহিবজাদা ফারহানের গান-সেলিব্রেশন বিতর্কের রেশ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তার মধ্যেই আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ফের ব্যাট হয়ে উঠল 'বন্দুক'! সৌজন্যে ধ্রুব জুরেল। জঙ্গিসুলভ আগ্রাসন নয়, সেনাবাহিনীর 'গান স্যালুটে' সম্ভ্রমের ছোঁয়া। শ্রদ্ধা জানানো কার্গিল যোদ্ধা বাবাকেও।

দেশের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরি। স্বপ্নপূরণের মুহূর্তটা তুলে রাখলেন সেনাবাহিনীর জন্য। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েও দিলেন, হাফ সেঞ্চুরির পর স্যালুট করেছিলেন বাবাকে উদ্দেশ্য করে। সেঞ্চুরি উৎসর্গ করছেন দেশরক্ষা জীবন বাজি রাখা ভারতীয় সেনাদের। ২১০ বলে ১২৫। ১৫টি বাউন্ডারি ও ৩টি ছক্কা সাজানো প্রায় নিখুঁত ইনিংসের খুশি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ধ্রুব বলেছেন, 'পঞ্চাশের পর সেলিব্রেশন ছিল বাবার জন্য। সেঞ্চুরি উৎসর্গ করেছি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে যে দায়িত্ব সামলান, বরাবর তার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল।'

কার্গিল যোদ্ধার পুত্র ধ্রুবর কাছে বাইশ গজের দ্বৈরথে দেশের প্রতিনিধিত্ব করাও বিশাল প্রাপ্তি। উইকেটিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'ভারতের হয়ে খেলা আমার কাছে বিরাট সম্মান। সবাই সুযোগ পায় না। যদি ডাক না পেতাম, তাহলেও লড়াই চালিয়ে যেতাম। পরিশ্রমকে পাথেয় করে অপেক্ষায় থাকতাম। পারব, বিশ্বাসটুকু সঙ্গে নিয়ে নিজেকে উদ্দীপ্ত করতাম।'

দেশের মাটিতে ৩২১১ দিন পর পাওয়া টেস্ট সেঞ্চুরি আবার আট মাসের কন্যাকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন লোকেশ রাহুল। লাঞ্চের ঠিক আগে তিন অঙ্কের স্কোরে পা রাখার পর এক হাতে ব্যাট আকাশের দিকে, অপর হাতের দুই আঙুল মুখে!

মেয়ের জন্য 'উপহার' লোকেশের

> ভারতের হয়ে খেলা আমার কাছে বিরাট সম্মান। সবাই সুযোগ পায় না। যদি ডাক না পেতাম, তাহলেও লড়াই চালিয়ে যেতাম। পরিশ্রমকে পাথেয় করে অপেক্ষায় থাকতাম।
>
> **ধ্রুব জুরেল**

সেলিব্রেশন রহস্য ভেদ করে পরে লোকেশ বলেছেন, 'সেরকম কিছু নয়। শতরান উপহার দিলাম মেয়েকে। ওর জন্য ওভাবে উচ্ছ্বাস দেখিয়েছে সেঞ্চুরির পর।' মার্চ মাসে স্ত্রী আথিয়া শেট্টি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির টেস্ট অবসরের পর বাড়তি দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ক্রমশ চওড়া রাহুলের ব্যাট। নিজের চলতি ফর্ম সম্পর্কে বলেছেন, 'ব্যাটিং উপভোগ করছি। গত কয়েক মাসে ভিন্নধর্মী পরিবেশে খেলতে হচ্ছে। ইংল্যান্ড সফরে রান পেয়েছি যা আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। এই সাফল্য এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগছে।'

ইংল্যান্ড সফরের পর লম্বা ছুটি। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রস্তুতি হিসেবে একটা প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেন। লোকেশের কথায়, 'দীর্ঘদিন পর টেস্টে ফেরা। ফলে একটা চাপ ছিল। হঠাৎ মাঠে ফিরে রান পাওয়া সহজ নয়। টেস্টে বাড়তি ধকল থাকে। মানসিক, শারীরিকভাবে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তাই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিলাম। লম্বা সময় ক্রিজে কাটাতে না পারলেও ম্যাচ-আবহ কাজে এসেছে।'

দেশের তুলনায় বিদেশে সাফল্যের হার বেশি! ৩২১১ দিন পর হোম সিরিজে সেঞ্চুরি! লোকেশ অবশ্য তুলনায় রাজি নন। দাবি, গত কয়েক বছর ধরে ব্যাটিং নিয়ে প্রচুর ঘাম ঝরাচ্ছেন। তার সুফল মিলছে। বিদেশ সফরে বাউন্স ও সুইংয়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সবসময় চ্যালেঞ্জ। দেশে সেখানে স্পিন সহায়ক পরিস্থিতি। বাড়তি স্পিনার নিয়ে খেলে প্রতিটি দল। রানের জন্য বাড়তি পরিশ্রম দরকার। মূল কথা, পরিস্থিতি যেমনই হোক, নিজেকে প্রস্তুত রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

কোচ বিজয় শর্মার সঙ্গে পদক নিয়ে সাইখোম মীরাবাই চানু। শুক্রবার।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো মীরাবাইয়ের

অসলো, ৩ অক্টোবর : প্যারিস অলিম্পিকে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া। তারপর চোটের জেরে বছরখানেকের বিরতি। গত অগাস্টে প্রত্যাবর্তনে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে সোনা জিতে নেন। সেই সাফল্যের রেশ ধরে রেখে নরওয়েতে বিশ্ব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন সাইখোম মীরাবাই চানু। ৪৮ কেজি বিভাগে রুপো জিতলেন তিনি।

নরওয়েতে পদক জয়ের পথে মোট ১৯৯ কেজি ওজন তোলেন চানু। স্ন্যাচে ৮৪ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১১৫ কেজি ওজন তোলেন তিনি। এই নিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় পদক জিতলেন চানু। এর আগে ২০১৭ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ২০২২ সালে রুপো জিতেছিলেন তিনি। এদিকে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৪৮ কেজি বিভাগে বিশ্বরেকর্ড করে সোনা জিতেছেন উত্তর কোরিয়ার রি সং গুম। তিনি মোট ২১৩ কেজি ওজন তোলেন। ১৯৮ কেজি ওজন তুলে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন থাইল্যান্ডের থানিয়াথন সুকচারোয়েন।

ভারত সফর ঘিরে উচ্ছ্বসিত মেসি

ফ্লোরিডা, ৩ অক্টোবর : ১৪ বছর পর ফের ভারতে আসছেন লিওনেল মেসি। নভেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতিতে কেরলে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। মেসি সেই ম্যাচে খেলবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে ডিসেম্বরে ব্যক্তিগত সফরে ভারতে আসছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার মেসির ম্যানেজমেন্ট তাঁর ভারত সফরের সূচি নিশ্চিত করেছে। ২০১১ সালে মেসি ম্যাজিক দেখেছিল কলকাতা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সেই প্রীতি ম্যাচে দেশের জার্সিতে অধিনায়কত্বে তাঁর হাতেখড়ি। দ্বিতীয়বার সেই কলকাতায় পা রাখার আগে মেসি বলেছেন, 'ভারত আমার জন্য স্পেশাল। সেখানে আবার যেতে পারা সম্মানের। ১৪ বছর আগে ভারত সফরের মুহূর্ত স্মৃতিতে রয়েছে এখনও।'

ফুটবল নিয়ে ভারতের উচ্ছ্বাস মেসির স্মৃতিতে এখনও তাজা। তিনি বলেছেন, 'ভারতের সমর্থকরা অসাধারণ। ফুটবলকে ঘিরে ওদের আবেগ দেখার মতো। ওখানকার নতুন প্রজন্মের সমর্থকদের দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।' জানা গিয়েছে, ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ভারতে থাকবেন মেসি। এর মধ্যে ১৩ তারিখ কলকাতা, ১৪ তারিখ দিল্লি ও ১৫ তারিখ মুম্বইয়ে মেসির 'গোট কনসার্ট' অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে, মেজর লিগ সকারে প্লে-অফের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেও গত ম্যাচে হেরেছে মেসির ইন্টার মায়ামি। শিকাগো ফায়ার্সের কাছে ৫-৩ গোলে হারের ম্যাচে মায়ামির হয়ে জোড়া গোল করেন লুইস সুয়ারেজ।

আজ রোহিত-বিরাটের 'ফেয়ারওয়েল' সিরিজের দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর : ক্রিকেট উৎসব চলছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে।

এশিয়া কাপ জয়ের চারদিনের মধ্যে দেশের মাটিতে চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। সঙ্গে দরজায় কড়া নাড়ছে টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়া।

১৯ অক্টোবর থেকে পারথে শুরু হচ্ছে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার সাদা বলের সিরিজ। তিনটি ওয়ান ডে ও পাঁচটি টি২০ ম্যাচের সিরিজ নিয়ে ক্রমশ বাড়ছে আগ্রহ। সৌজন্যে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি।

দুজনই টি২০ ও টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন আগেই। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে এখনও বর্তমান 'রোকো' জুটি। সেই জুটির অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে। ১৫ অক্টোবর টিম ইন্ডিয়ার পারথ রওনা হওয়ার কথা। তার আগে শনিবার হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটের সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দল নির্বাচনি বৈঠক। মুম্বইয়ে শেষ এক মাস ধরে নিয়মিত অনুশীলন করা একদিনের দলের অধিনায়ক রোহিত আগামীকাল দল নির্বাচনি বৈঠকে হাজির থাকবেন। টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবেরও হাজির থাকার কথা কালকের বৈঠকে। আহমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ব্যস্ত থাকা অধিনায়ক শুভমান গিল বৈঠকে থাকবেন কিনা, স্পষ্ট নয়। ঠিক যেমন এখনও ধোঁয়াশায় ভরা বিরাট-রোহিতদের একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎও।

অনিশ্চিত হার্দিক

ভারতীয় ক্রিকেটের একটি বড় অংশের ধারণা ও দাবি, অস্ট্রেলিয়া সফরই কোহলি-রোহিতের 'ফেয়ারওয়েল' সিরিজ হতে পারে। যদিও 'রোকো' জুটি ঠিক কী ভাবছেন, তাঁদের পরিকল্পনায় ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের বিশ্বকাপ ভাবনা রয়েছে কিনা, কারও জানা নেই। এমন অবস্থার মধ্যে আগামীকাল মিশন অস্ট্রেলিয়ার দল নির্বাচনি বৈঠক নিয়ে তৈরি হয়েছে আগ্রহ। এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পাওয়া অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রবলভাবে অনিশ্চিত। তিনি এখনও ফিট নন। গত ফেব্রুয়ারিতে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল রোহিতের ভারত। সেখানেই শেষবার জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন বিরাট-রোহিত। মাঝে অনেকটা সময় পার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেই স্কোয়াডে খুব বেশি বদলের সম্ভাবনা নেই। ঠিক যেমন পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজেও এশিয়া কাপের দলটাই ধরে রাখতে চাইছেন অজিত আগরকাররা।

জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে একটা 'খটকা' অবশ্য রয়েছে এখনও। আহমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলছেন বুমরাহ। চলতি সিরিজের পর তিনি অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে সাদা বলের ক্রিকেট খেলবেন কিনা, রাত পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচকদের কাছে স্পষ্ট তথ্য নেই। ঋষভ পন্থ এখন অনেকটাই ফিট। কিন্তু তাঁরও অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কম। তুলনায় সঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মা, ধ্রুব জুরেলদের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে সঞ্জু-জিতেশ-জুরেলদের মধ্যে যে কোনও দুজন যাবেন বলে খবর।

শেষপর্যন্ত ভারতীয় দল যেমনই হোক না কেন, স্যর ডনের দেশে যদি কোহলি-রোহিতরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান, তাহলে আসন্ন সিরিজ এমনিতেই স্মরণীয় হয়ে যাবে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সিদ্ধিপ্রিয় রায় (সোনা) :** তোমার জীবনের প্রতিটি বছর হোক একটি নতুন বইয়ের অধ্যায়, যেখানে লেখা থাকবে আনন্দ আর সফলতার গল্প! শুভ নবম জন্মদিন। ০বাবা - (প্রীতম রায়), মা - (মৌ রায়), ঠাকুমা - (প্রীতি রায়), দাদু - (মনোতোষ ভাওয়াল), দিদা - (কৃষ্ণা ভাওয়াল), মামা - (অমিত ভাওয়াল)।

ভারতীয় সেনাকে ম্যাচ ফি উৎসর্গ স্কাইয়ের

ট্রফি ‘চুরি’ করে পুরস্কার পেতে চলেছেন নকভি!

নয়াদিল্লি ও লাহোর, ৩ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি ছাড়াই এক দলকে ফিরতে হয়েছে দেশে।

রানার্স হয়ে অপরদল তাদের প্রাপ্য বুঝে নিয়ে দেশে ফিরেছে।

মরুদেশে এশিয়া কাপ শেষ হওয়ার পর কেটে গিয়েছে পাঁচদিন। মাঝের সময়ে দুই প্রতিবেশীর তিক্ত সম্পর্ক আরও তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে। যার কেন্দ্রে রয়েছে এশীয় ক্রিকেট সংস্থা, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি।

২৮ সেপ্টেম্বর রাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের হ্যাটট্রিকের মাধ্যমে এশিয়া কাপ জিতে নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন তিলক ভার্মা। হতাশায় ভেঙে পড়েছিল পাকিস্তান। ওয়াঘা সীমান্তের ওপারের প্রতিনিধি নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করেছিল টিম ইন্ডিয়া। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও ট্রফি বয়কট করেছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা। মজার কথা হল, সেই ট্রফি এখনও পায়নি টিম ইন্ডিয়া। মাঝের কয়েকদিনে ঘটে গিয়েছে নানা ঘটনা। ভারতীয় দলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, পাকিস্তানের নকভি ট্রফি ‘চুরি’ করে নিয়ে চলে গিয়েছেন। পালটা হিসেবে নকভির তরফে ভারতীয় দলকে বলা হয়েছে, ট্রফি নিতে হলে তাঁর হাত থেকেই নিতে হবে। টিম ইন্ডিয়া চাইলে দুবাইয়ে তাঁর দপ্তর থেকেই ট্রফি নিতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই স্কাইয়ের টিম ইন্ডিয়া সেই পথে হাঁটেনি। ফলে ‘ট্রফি তুমি কার’ মেগা সিরিয়াল চলছেই। সঙ্গে চলছে দুই প্রতিবেশীর নিয়মিত অভিযোগ, পালটা অভিযোগের খেলা।

নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে আরও দুইটি ঘটনা ঘটেছে। এক, দুবাইয়ে এশীয় সেরা হওয়ার পর প্রায় গভীর রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কুড়ির ক্রিকেটের ভারত অধিনায়ক স্কাই তাঁর প্রতিযোগিতার ম্যাচ ফি ভারতীয় সেনা ও পহলগাম কাণ্ডে নিহতদের উৎসর্গ করেছিলেন। দুই, যাঁর উপস্থিতি নিয়ে যাবতীয় বিতর্ক, সেই নকভিকে সোনার মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। জানা গিয়েছে, যেভাবে ভারতীয় দলের হাতে ট্রফি না দিয়ে সেই ট্রফি নিয়ে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন মধ্যরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠ থেকে, সামলেছিলেন জটিল পরিস্থিতি, তার জন্য নকভিকে ‘শহিদ জুলফিকার আলি ভুট্টো’ মেডেল দিতে চলেছে পাকিস্তান। ইমরান খান, ওয়াসিম আক্রামের দেশের সংবাদমাধ্যমেই আজ এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, অপারেশন সিঁদুরে মুখ পোড়া পাকিস্তান ক্রিকেট মাঠেই ধ্বংস হওয়ার জ্বালা মেটাতে এখন ‘চুরি-জোচ্চুরি’ করতেও পিছপা হচ্ছে না।

এদিকে, আজ দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবি ডিভিলিয়ার্স তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে এশিয়া কাপ ফাইনালের ট্রফি বিতর্ক নিয়ে ভারতীয় দলের সমালোচনা করেছেন। তাঁর দাবি, দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ক্রিকেট ও রাজনীতি মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। বিরাট কোহলির ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এমন দাবিকে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে কেউই পাত্তা দিচ্ছেন না। দেওয়ার কথাও নয়।

ট্রফির বদলে চায়ের কাপ নিয়ে এশিয়া কাপ জয়ের রাতে ঘুমোতে যান বরুণ চক্রবর্তী।

পাকিস্তানই রেখে দিক ট্রফি : কপিল

এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সাজঘরে ট্রফির ইমোজি দিয়ে ছবি পোস্ট করেন অভিষেক শর্মা ও শুভমান গিল।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর : এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ষষ্ঠীর মধ্যরাতে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়ে ট্রফি জিতে নিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা।

মাঝে পাঁচদিন পার। দুর্গাপুজোও শেষ। দুবাই থেকে টিম ইন্ডিয়া দেশে ফিরে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে নেমে পড়েছে। কিন্তু এখনও এশিয়া কাপের ট্রফি অধরা ভারতীয় ক্রিকেট দলের। টিম ইন্ডিয়া আদৌ এশীয় সেরা হওয়ার পুরস্কার পাবে কিনা, কারও জানা নেই। দুই প্রতিবেশীর বিতর্ক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তার মধ্যেই মহাসপ্তমীর রাতে দক্ষিণ কলকাতার এক পুজোয় হাজির হয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কপিল দেব জানিয়েছেন, পাকিস্তান চাইলে এশিয়া কাপ ট্রফিটা রেখে দিক। দুনিয়া দেখে ফেলেছে ক্রিকেটীয় যুদ্ধে কারা সেরা। দেশের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের কথায়, ‘পাকিস্তান যদি মনে করে এশিয়া কাপ ট্রফিটা রেখে দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবে, রেখে দিক না। দুনিয়া দেখে ফেলেছে দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেটীয় লড়াইয়ে কোন দল সেরা। ভারতকে নতুন করে কিছু প্রমাণ করার নেই। তাই ট্রফিটা ওরাই রেখে দিক।’

শুধু ট্রফি বিতর্কই নয়। এশিয়া কাপের আসরে মোট তিনবার ভারত-পাকিস্তান মহারণ হয়েছে। প্রতিবারই অনায়াসে জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের অধিনায়ক স্কাই থেকে শুরু করে কোনও ক্রিকেটারই প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের কারও সঙ্গে হাত মেলাননি। কথাও বলেননি। এমন সিদ্ধান্তের প্রতিও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে দেশের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের। কপিলের কথায়, ‘আমি ক্রিকেটের সঙ্গে রাজনীতিকে মিলিয়ে ফেলার পক্ষপাতী কোনওদিনই নই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। তাই আমার মনে হয়, সূর্যকুমাররা যদি পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন না করা, কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, সেটা একেবারেই ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার অন্তত কোনও সমস্যা নেই।’

ক্রিকেট মাঠের লড়াইয়ে পাকিস্তানকে ‘উচিত শিক্ষা’ দেওয়া হয়েছে বলেও মনে করছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কপিলের কথায়, ‘ভারতীয় দল এশিয়া কাপ জিতেছে। ভারতীয় দল টানা তিনটি ম্যাচে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছে। গোটা দুনিয়া সবই দেখে ফেলেছে। ওদের উচিত শিক্ষা দিয়েছে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার এমন সাফল্যের পর যদি ট্রফিটা পাকিস্তানই রেখে দেয় নিজেদের কাছে, সেটাই করুক ওরা।’

সূর্যদের পথেই কাল হাঁটতে পারেন হরমনপ্রীত-স্মৃতিরা

কলম্বো, ৩ অক্টোবর : এশিয়া কাপের পুনরাবৃত্তি কি হবে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে?

গত তিনটি রবিবার এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ দেখা গিয়েছিল। তিনবারই ভারত জিতেছিল। কিন্তু সলমন আলি আঘাদের সঙ্গে একবারও হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদবরা। এমনকি ফাইনালে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান তথা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি মহসিন নকভির থেকেও ট্রফি নিতেও চায়নি তারা। আগামী রবিবার কলম্বোতে মহিলাদের বিশ্বকাপে ভারত-পাক মহারণ। সেই ম্যাচে সূর্যদের মতোই কি পাক দলকে এড়িয়ে যাবেন হরমনপ্রীত কাউর-স্মৃতি মান্ধানারা? বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া সেই সম্ভাবনা একদম উড়িয়ে দেননি। তিনি বলেছেন, ‘হাত মেলানো হবে কি না, এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। দুই দেশের সম্পর্ক একই রকম রয়েছে। গত এক সপ্তাহে কোনও উন্নতি হয়নি।’

এদিকে, বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ৫৯ রানে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে ভারত। প্রবল বৃষ্টিতে এই ম্যাচে ওভার কমিয়ে ৪৭ করা হয়। আমনজ্যোৎ কউর (৫৭), দীপ্তি শর্মা (৫৩) ও হার্লিন দেওলের (৪৮) সৌজন্যে ভারত ৮ উইকেটে ২৬৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ৪৫.৪ ওভারে শ্রীলঙ্কা ২১১ রানে অল আউট হয়ে যায়। ভারতের পক্ষে ৩ উইকেট নেন দীপ্তি।

এএফসি থেকে বহিষ্কৃত হতে পারে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর : বড় শাস্তি পেতে পারে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

এএফসি-র নিয়মে ৫.২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মোহনবাগান এসিএল টু থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে আগেই এএফসি-র তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়। মোহনবাগানের ম্যাচ ও পয়েন্ট গ্রুপের তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথাও জানায় এএফসি। কিন্তু মোহনবাগানের শাস্তি সম্ভবত এখানেই শেষ নয়। আরও বড় শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কারণ এএফসি থেকে আরও জানানো হয়েছে, মোহনবাগানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য। নিরাপত্তাজনিত কারণে না যাওয়ার বিষয়টি আরও দুর্বল হয়ে যায় কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস (ক্যাস) যখন মোহনবাগানের আবেদন বাতিল করে দেয়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আল ওয়াহদা ও বাহরিনের আল মুহারক এএফসি-র ম্যাচ খেলতে ওখানে পৌঁছানোর নিরাপত্তার যে সমস্যা নেই সেটা তুলে ধরা হয়। শুধু তাই নয়, এস্তেগলাল এফসি-র বিপক্ষে মুহারকের ম্যাচ পরিচালনার জন্য কলকাতা থেকে ম্যাচ কমিশনার হিসাবে ইরান পৌঁছান অরুণাভ ভট্টাচার্য। মোহনবাগানের আবেদনের যে কোনও ভিত্তি নেই, এই কথা প্রমাণ হয়ে যায় এর ফলে। শুধু তাই নয়, ওই ম্যাচে মোহনবাগানকে ব্যঙ্গ করে ওদেশের সমর্থকরা পোস্টার তুলে ধরেন। এএফসি না খেলার ইচ্ছা থাকলে অন্য ক্লাবকে সেই স্লট ছেড়ে দিক মোহনবাগান, এদেশের অন্যান্য ক্লাবের সমর্থকরা এখন এমন কথাও বলছেন সামাজিক মাধ্যমে।

এএফসি-র ৫.৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনও ক্লাব যদি এএফসি-র টুর্নামেন্ট খেলতে অস্বীকার করে তাহলে বিষয়টি যায় শৃঙ্খলারক্ষা এবং এথিকস কমিটিতে। সেক্ষেত্রে এই দুই কমিটি ৫০ হাজার ডলার জরিমানা ছাড়াও কম করে এক বছর বা তার বেশি সময় এএফসি-র টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কার করতে পারে সংশ্লিষ্ট দলকে। গত মরশুমেও ট্র্যাক্টর এফসি-র বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে মোহনবাগান ইরানে না যাওয়ায় তাদের শুধুমাত্র টুর্নামেন্ট থেকে বাতিল করা হয়। এর বেশি কোনও শাস্তি হয়নি। এবারও নিরাপত্তা ও অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, স্পেন ও আরও অন্যান্য দেশের ফুটবলারদের ইরানে যাওয়ার বিষয়ে বিধিনিষেধ ও বিমাজনিত সমস্যার প্রশ্ন তুলে চিঠি দিয়ে না খেলার কথা জানালেও তা অগ্রাহ্য করে এএফসি।

প্রীতি ম্যাচে অনূর্ধ্ব-২৩ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর : ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল প্রীতি ম্যাচ খেলতে জাকার্তা যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে ১০ ও ১৩ অক্টোবর ম্যাচ খেলবে নৌশাদ মুসার দল। এএফসি-র অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভালো খেলে বাহরিন ও ব্রুনেইয়ের বিপক্ষে জয় পাওয়ায় মূলপর্বে যাওয়ার আশা জাগে এই দলটি ঘিরে। কিন্তু কাতারের বিপক্ষে হারে স্বপ্নভঙ্গ হয়। ওই হারের পর এই প্রথম প্রীতি ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবেন ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলাররা।

মার্ককে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর : আগেই বিদেশি মিডিও মাদিহ তালালকে ছেড়ে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার ডিফেন্ডার মার্ক জোথানপুইয়াকেও ছেড়ে দিল তারা। তালাল জামশেদপুর এফসি-তে যোগ দিতে চলেছেন। শোনা যাচ্ছে, জোথানপুইয়াও সেই পথেই হাঁটতে চলেছেন। আইএসএলের আগে দল গুছিয়ে নিতে নেমে পড়েছে ক্লাবগুলি। ইতিমধ্যে স্প্যানিশ স্ট্রাইকার কোলডো ওবেইটাকে সই করিয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। মরক্কান ডিফেন্ডার সালাউদ্দিন বাহিকে দলে নিয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি।

এমবাপের হ্যাটট্রিকে পাঁচ গোল রিয়ালের

হার বার্সা, লিভারপুলের ■ ড্র ম্যান সিটির

আলমাতি ও বার্সেলোনা, ৩ অক্টোবর : লা লিগায় আগের ম্যাচেই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে ৫ গোল হজম। পরের ম্যাচেই উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কাজাখস্তানের ক্লাব এফসি কাইরাতকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল রিয়াল মাদ্রিদ। বিপক্ষের মাঠে হ্যাটট্রিক করলেন কিলিয়ান এমবাপে। অন্যদিকে গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ-এর কাছে হেরে গেল বার্সেলোনা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, অরলিয়েন চৌয়ামেনিরা। ২৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন এমবাপে। দ্বিতীয়ার্ধে ৫২ ও ৭৩ মিনিটে বাকি দুটি গোল করেন ফরাসি তারকা। রিয়ালের হয়ে অপর গোলগুলি এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা (৮৩) ও ব্রাহিম দিয়াজের (৯০+৩)।

অন্যদিকে শেষমুহূর্তের গোলে বার্সেলোনাকে ২-১ গোলে হারাল পিএসজি। কাতালান জায়েন্টদের বিরুদ্ধে ওসমানে ডেম্বেলে, কভিচা কাভারাতস্কেইয়া, দেজিরে দুয়ে, মার্কুইনহোসদের ছাড়াই দল সাজান পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। ১৯ মিনিটে গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফেরান টোরেস। তবে রোনাল্ড আরাউহো, আন্দ্রেস ক্রিশ্চিয়ানসেনরা না থাকায় ভুগতে হল বার্সাকে। ৩৮ মিনিটে গোল শোধ করেন সেনি মায়ুলু। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে পিএসজি-র জয়সূচক গোলটি করেন গঞ্জালো র‍্যামোস।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অন্য ম্যাচে অলিম্পিয়াকোসকে ২-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। মোনাকোর সঙ্গে ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ফ্রাঙ্কফুর্টকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ওই ম্যাচেই একটি গোল করে অ্যাটলেটিকো জার্সিতে প্রথম ফুটবলার হিসাবে ২০০ গোলের মাইলফলক তৈরি করলেন আতোঁয়া গ্রিজম্যান।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হ্যাটট্রিকের পর রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে।

ফলাফল
এফসি কাইরাত ০-৫ রিয়াল মাদ্রিদ
বার্সেলোনা ১-২ প্যারিস সাঁ জাঁ
গালাতাসারে ১-০ লিভারপুল
মোনাকো ২-২ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
চেলসি ১-০ বেনফিকা
আর্সেনাল ২-০ অলিম্পিয়াকোস
পাফোস এফসি ১-৫ বায়ার্ন মিউনিখ
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৫-০ এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট
নাপোলি ২-০ স্পোর্টিং লিসবন
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৪-১ অ্যাথলেটিক বিলবাও
ভিয়ারিয়াল ২-২ জুভেন্তাস
ইউনিয়ন সেন্ট-গিল্লোইসে ০-৪ নিউক্যাসল ইউনাইটেড
ইন্টার মিলান ৩-০ স্লাভিয়া প্রাহা
আটালান্টা ২-০ ক্লাব ব্রাগ
মার্সেই ৪-০ আয়াখস আমস্টারডাম
এফকে বোডো গ্লিমট ২-২ টটেনহাম হটস্পার
কারাবাগ এফকে ২-০ এফসি কোপেনহেগেন
বেয়ার লেভারকুসেন ১-১ পিএসভি আইন্দহোভেন

গালাতাসারের বিরুদ্ধে দল অপ্রত্যাশিত হার হজম করল। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন লিভারপুলের গোলকিপার অ্যালিসন বেকার।

শূন্য রানে আউট অভিষেক

হারের মুখে ভারত ‘এ’

কানপুর, ৩ অক্টোবর : ভারতীয় ‘এ’ দলের জার্সিতেও অব্যাহত তিলক ভার্মার দুরন্ত ব্যাটিং। শুক্রবার অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় বেসরকারি ওডিআইয়ে প্রথমে ব্যাট করে ৪৫.৫ ওভারে ভারত ২৪৬ রানে অল আউট হয়। ব্যর্থ হন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (৮), দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা (০) ও প্রভসিমরান সিং (১)। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ভারতকে লড়াইয়ের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তিলক (৯৪)। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন রিয়ান পরাগ (৫৮)। অজিদের পক্ষে জ্যাক এডওয়ার্ডস নেন ৪ উইকেট। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ ৫.৫ ওভারে ৪৮/০ স্কোরে পৌঁছানোর পর বৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। পরে খেলা শুরু হলে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে তাদের জয়ের টার্গেট দাঁড়ায় ২৫ ওভারে ১৬০ রান। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অজিদের স্কোর ১০ ওভারে ১ উইকেটে ৯২ রান।

প্রথম ওডিআইয়ে অবশ্য ১৭১ রানের বিশাল জয় পেয়েছিল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে শ্রেয়স (১১০) ও প্রিয়াংশ আর্যর (১০১) জোড়া সেঞ্চুরিতে ৪১৩ রান তুলেছিল ভারতীয়রা। অর্ধশতরান করেছিলেন প্রভসিমরান, আয়ুষ বাদোনি ও রিয়ান। জবাবে ২৪২ রানে গুটিয়ে যায় অজিরা।

চালকের আসনে বিদর্ভ

ইরানি কাপ

নাগপুর, ৩ অক্টোবর : ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের শেষে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছে বিদর্ভ। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিদর্ভ। প্রথম ইনিংসে ৩৪২ রান তোলে রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়নরা। শতরান করেন ওপেনার অথর্ব তাইডে (১৪৩)। যশ রাঠোর ৯১ রান করেন। বাংলার আকাশ দীপ ও মানব সুথার ৩ উইকেট পান।

জবাবে ২১৪ রানে অল আউট হয় অবশিষ্ট ভারত। অধিনায়ক রজত পাতিদার (৬৬) ও বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৫২) ছাড়া কেউ বড় রান পাননি। যশ ঠাকুর ৪ উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে ১২৮ রানের লিড নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুক্রবার দিনের শেষে বিদর্ভের স্কোর ৯৬/২। ক্রিজে ধ্রুব শোরে (২৪) ও দানিশ মালেওয়ার (১৬)। তাঁদের লিড ২২৪ রানের।

স্মরণে

স্বর্গীয়া প্রতিমা রায়

প্রয়াণ : ২৬.৬.১৪৩১ বাং

“যাওয়ার ছিল চলেই গেলে
দেখলে না ফিরে আর, তোমার সংসার
রইলো পড়ে তোমার স্মৃতি ঘিরে।”

প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ স্মরণে
শোকাহত পরিবারবর্গ।
- নিখিল রায় (স্বামী), শঙ্খ (ছেলে),
মেরী (বৌমা), সৌমলি (নাতনি)।

জাতীয় শিবিরে যোগ সন্দেশদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ অক্টোবর : এফসি গোয়ার ফুটবলাররা যোগ দিলেন জাতীয় দলের শিবিরে। ১ অক্টোবর তাজিকিস্তানের ইস্তকলোল এফসি-র বিপক্ষে ম্যাচ থাকায় এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি শিবিরে আগে যোগ দিতে পারেননি সন্দেশ ঝিংগান, ঋতিক তিওয়ারি ও উদান্তা সিংরা। এদিন তাঁরা শিবিরে যোগ দেওয়ায় মোটামুটিভাবে পূর্ণশক্তির দল খালিদ জামিল হাতে পেয়ে গেলেন, একথা বলাই যায়। এমনিতেই দল নিয়ে খুশি খালিদ। তাঁর বক্তব্য, ‘ফুটবলাররা সকলেই পরিশ্রম করছে এবং ভালো ফল করতে আগ্রহী।’ তাঁর কোচিংয়েই অগাস্টের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের শুরুতে হওয়া কাফা নেশনস কাপে ভারতীয় দল নিজেদের ছাপ রাখে। বিশ্বকাপের মূলপর্বে ঢোকার লড়াইয়ে থাকা ওমানকে হারিয়ে ভারতের তৃতীয় হওয়া ছিল যথেষ্ট কৃতিত্বের। এই বিষয়ে খালিদ পূর্ণ কৃতিত্ব দেন ফুটবলারদের, ‘জয় সবসময়ই আত্মবিশ্বাস জোগায়। তবে সবটাই আসলে ফুটবলারদের কঠোর পরিশ্রমের ফল। ওদের পরিশ্রমের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। বাইরে গিয়ে জিতলে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ে।’ ৯ তারিখ সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে তাঁর সবথেকে বড় স্বস্তি, যাঁরা শিবিরে যোগ দিয়েছেন, সব ফুটবলারই ফিট।

তবে খালিদের এই মুহূর্তে চিন্তা যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা হল গোল করার লোকের অভাব। আর এই বিষয়ে তাঁর বড় ভরসার নাম সুনীল ছেত্রী। খালিদের বক্তব্য, ‘সুনীলের বিশাল অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাচ্ছি। দলে ওর থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষেই বোঝা যাবে পরিস্থিতির কোনও বদল হল কিনা।

সংক্ষিপ্ত খবর...

দেশের জার্সি পরতে পারবেন না সাকিব

ঢাকা, ৩ অক্টোবর : বাংলাদেশের ক্রিকেটে ফের অস্থিরতা। সম্প্রতি দেশটির ক্রীড়া উপদেষ্টা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, সাকিব আল হাসানকে জাতীয় দলের জার্সি আর পরতে দেওয়া হবে না। একটি বিতর্কিত ঘটনার জেরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঠিক কী কারণে এই চরম পদক্ষেপ, তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। তবে জানা গিয়েছে, কোনও নিয়মভঙ্গ বা গুরুতর অসদাচরণের জন্যই এই ব্যবস্থা। দেশের সেরা অলরাউন্ডার সাকিবের কেরিয়ার কি তবে এবার বড়সড়ো বিপদের মুখে? বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এখনও কোনও বিবৃতি দেয়নি। তবে এই খবর সাকিবের ভক্তদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে।

আনসোল্ড অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : আইএল টি২০ লিগের নিলামে আনসোল্ড থেকে গেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রতিযোগিতার কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলই নিলামের আসরে অশ্বীনের জন্য দর কষাকষিতে গেল না। এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অবাক ক্রিকেটমহল। আইএল টি২০ লিগে অশ্বীনের বেস প্রাইস ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার মার্কিন ডলার। এদিকে, অশ্বীন আইএল টি২০ লিগে আনসোল্ড থাকার ফলে সেই প্রতিযোগিতায় তাঁর অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা নেই। বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে মনে করা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি থান্ডার দলের হয়ে অশ্বীন সম্ভবত পুরো মরশুমই খেলবেন। বিগ ব্যাশে আগেই সিডনি থান্ডার দলে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন কিংবদন্তি ভারতীয় অফস্পিনার।

শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ অভিনবের

আসানসোল, ৩ অক্টোবর : আইএসএসএফ জুনিয়ার শুটিং বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জিতলেন আসানসোলের অভিনব সাউ। নয়াদিল্লিতে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে তিনি তৃতীয় স্থান দখল করেন। সোনা জিতেছেন ভারতের হিমাংশু। রুপো পেয়েছেন রাশিয়ার দিমিত্রি পিমেনভ। এর আগে কাজাখস্তানে এশিয়ান শুটিং জোড়া সোনা জিতেছিলেন অভিনব।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 75D 85819 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলেছেন “দীর্ঘদিন ধরে আমার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা একটি নিত্য উদ্বেগের বিষয় ছিল, ডিয়ার লটারি রাতারাতি সেই পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে। এই এক কোটি টাকার জয় আমার জীবনে পরম একটি আশীর্বাদ এবং আমার জীবন বদলে দিয়েছে। ভবিষ্যৎ হয় উজ্জ্বল, সুরক্ষিত এবং এর থেকে আমি আর বেশি খুশি বা সন্তুষ্ট হতে পারি না।” ডিয়ার লটারির প্রতিটি

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা সুজিত লেট - কে ড্র সরাসরি দেখানো হয়। 11.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।